উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণ

উপজেলা: রামু, জেলা: কক্সবাজার

পরিকল্পনা প্রনয়ণে:

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, রামু, কক্সবাজার

সমন্বয়ে:

রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়:

কম্প্রেহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি- ২)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বানী

বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। আবহাওয়া, জলবায়ু ও ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এদেশের প্রতিটি জেলা নানাবিধ দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এর মধ্যে কক্সবাজার জেলা হলো অন্যতম। পাহাড়ী এলাকা ও সমুদ্র উপকুলবর্তী হওয়ায় পাহাড় ধ্বস, পাহাড়ী ঢল, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, বন্যা, লবণাক্ততাসহ নানাবিধ আপদে প্রায় প্রতি বছর জেলার ৮টি উপজেলা কোন না কোন দুর্যোগে পতিত হয়ে থাকে। রামু উপজেলায় ছোট বড় পাহাড় ও বাকখালী নদীসহ অন্যান্য ছোট নদী থাকায় বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে বন্যা ও পাহাড়ী ঢলের প্রকোপ লক্ষণীয়। আবার উপজেলার কিছু অংশ সমুদ্রের কাছাকাছি হওয়ায় প্রায় সারা বছর সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, জোয়ারের প্লাবন ও লবণাক্ততার ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সরকার ইউএনডিপিসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি ও ক্ষয় ক্ষতি হ্রাস করার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর 'কম্প্রেহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি)'র উদ্যোগে এবং ইউএনডিপি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউকে এইড, অস্ট্রেলিয়ান এইড, সুইডেন ও নরওয়ে এ্যাম্বাসি'র সহায়তায় বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার ইউনিয়নভিত্তিক আর্থ-সামাজিক চিত্র, আবহাওয়া-জলবায়ুর অবস্থা, আপদ-দুর্যোগে ক্ষয় ক্ষতির মাত্রা, দুর্যোগ ঝুঁকি চিহ্নিত, দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা, ঝুঁকি হ্রাসে করণীয়সহ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয় করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, যা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধশালী করবে।

পরিকল্পনা প্রণয়নে রিক এর কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। এই পরিকল্পনাটি দুর্যোগ প্রতিরোধ ও ঝুঁকি হ্রাসকল্পে যথার্থ অবদান রাখবে। পরিকল্পনাটি সঠিক বাস্তবায়ন রামু উপজেলার জনগণের জীবন-জীবিকা ও সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) এর কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, সকল ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, উপজেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তবৃন্দ এবং সকল উপজেলাবাসীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

২৮/১২/২০১৪

মোঃ মাসুদ হোসেন
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
রামু, কক্সবাজার

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ বিশ্বের দুর্যোগপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। সুদুর অতীতকাল থেকেই এ দেশের জনগণ নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে মোকাবেলা করে আসছে। দুর্যোগগুলির মধ্যে কতগুলো ধীর কর্মক্ষমতা সম্পন্ন, পৌনঃপুনিক এবং কতগুলি রয়েছে আকস্মিক, ধ্বংস ক্রিয়ায় প্রগাঢ় ও বৈশিষ্ট্যে বিপর্যয়কারী। বহুমূখী দুর্যোগের জন্য দেশটির ভৌগলিক অবস্থান অনেকটা দায়ী। ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া ও নদী মাতৃকার কারণে এ দেশ বন্যা, অতিবৃষ্টি, টর্নেডো/ ঘূর্ণিঝড়, খড়া, কালবৈশাখী, শৈত্য প্রবাহ, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, ও অঞ্চল ভেদে মঙ্গা, পাহাড় ধ্বস, লবণাক্ততা, ম্যালেরিয়া, বন্যহাতি আক্রমণসহ নানাবিধ আপদে ঝুঁকিপূর্ণ। অবস্থানগত কারণে ভুমিকম্প, সুনামী এদেশের জন্য বড় আপদ হিসেবে দেখা দিতে পারে। তাছাড়া পাহাড় ও নদীমাতৃক হওয়ায় প্রতিবছর নদী ভাঙ্গন, পাহাড়ী ঢলে লাখ লাখ মানুষ জানমাল, বসতভিটা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। এছাড়া মানব সৃষ্ট নানা আপদ জন জীবনকে প্রতিনিয়ত আতংকগ্রস্ত করে রাখছে। এ সবের মধ্যে বৃক্ষনিধন, পাহাড় কাটা, মাটিকাটা, ইটভাটার দূষণ, রাসায়নিক সার ব্যবহার, তামাক চাষ, বার্ড ফ্লু প্রভৃতি আপদে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। এতে করে জাতীয় জীবন তথা অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়ে থাকে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সরকার ইউএনডিপি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউকে এইড, অস্ট্রেলিয়ান এইড, সুইডেন ও নরওয়ে এ্যাম্বাসি'র সহায়তায় সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (জেলা বা উপজেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বা অবস্থান, আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিস্থিতি, আপদ, দুর্যোগ, সক্ষমতা, বিপদাপন্নতা, ঝুঁকি চিহ্নিত, ঝুঁকি হ্রাসে করণীয় উপায়সহ বিভিন্ন তথ্য) প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ কর্মসূচীর প্রণয়নকৃত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগে ঝুঁকি হ্রাসে সুদুরপ্রসারী অবদান রাখবে বলে মনে করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) কে কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে রিক এর কর্মীদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম পরিকল্পনা প্রণয়নে যথার্থ অবদান রেখেছে। ফলে উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি বাস্ত-বসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। এই পরিকল্পনায় দুর্যোগ প্রতিরোধে নদী ভাঙ্গন রোধ, প্রয়োজনীয় বাঁধ নির্মাণ, সামাজিক বনায়ন, মজবুত ও দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো তৈরী, নলকূপ স্থাপন, আবহাওয়া ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে নিবিড় বনায়ন প্রভৃতি ঝুঁকি হ্রাসকল্পে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা ও সহায় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা প্রশাসন এবং উপজেলাবাসীর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আবুল হাসিব খান
পরিচালক
রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	
১.১ পটভূমি	৮
১. ২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	৮
১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	৯
১.৩.১ জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	১০
১.৩. ২ আয়তন	১০
১.৩.৩ জনসংখ্যা	১৪
১.৪. অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা থাকতে হবে	১৪
১.৪.১ অবকাঠামো	১৪
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ	২৯
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু	৪৯
১.৪.৪ অন্যান্য	৫১
দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা	
২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	৫৯
২.২ জেলা/উপজেলার আপদ সমুহ	৬০
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র বর্ণনা	৬১
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	৬৪
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	৬৭
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ	৭০
২.৭ সামাজিক মানচিত্র	৭৫
২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র	৭৬
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	৭৭
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	৭৯
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	৮০
২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ণনা	৮১
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	৮৫

বিষয় পৃষ্ঠা নং

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস

৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ ৮৬
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ ৮৯
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ৯২
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা ৯৩
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি ৯৩
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন ৯৪
৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী ৯৫
৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ঝুঁকিহ্রাস সময়ে ৯৬

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC) ৯৮
৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা ৯৮
৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা ৯৮
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা ১০০
৪.২.২ সতর্ক বার্তা প্রচার ১০১
৪.২.৩ **জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করা** ১০১
৪.২.৪ নৌকা, **গাড়ী, ভ্যান** প্রস্তুত রাখা ১০১
৪.২.৫ উদ্ধার **কাজ ব্যবস্থাপনা** ১০১
৪.২.৬ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান ১০১
৪.২.৭ **মৃত প্রাণীর (মানুষ ও গবাদী পশু পাখি) ব্যবস্থাপনা** ১০১
৪.২.৮ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা ১০২
৪.২.৯ গবাদী পশুর চিকিৎসা/ টিকা**র ব্যবস্থা** ১০২
৪.২.১০ আশ্রয়কেদ্র রক্ষণা**বেক্ষণ** ১০২
৪.২.১১ ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা ১০৩
৪.২.১২ মহড়ার আয়োজন করা ১০৩
৪.২.১৩ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণ ১০৩
৪.২.১৪ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC)পরিচালনা ১০৩
৪.৩ জেলা/উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ণনা ১০৪
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ১০৬
৪.৫ জেলা/উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে) ১০৮
৪.৬ অর্থায়ন ১০৯
৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ ১১১

বিষয়

পৃষ্ঠা নং

পঞ্চমঅধ্যায়: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন ১১৩
৫.২ দ্রুত/আগাম পুনরুদ্ধার ১১৪
৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ১১৪
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার ১১৪
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ ১১৪
৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা ১১৪

সংযুক্তি ১ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট ১১৫
সংযুক্তি ২ জেলা/ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ১১৬
সংযুক্তি ৩ জেলা/ উপজেলার সেচ্ছাসেবকদের তালিকা ১১৭
সংযুক্তি ৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা ১২৭
সংযুক্তি ৫ এক নজরে জেলা/ উপজেলা ১৩২
সংযুক্তি ৬ বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠানসূচী ১৩৩
উপসংহার ১৩৪
তথ্যসুত্র ১৩৪

উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণ

উপজেলাঃ রামু, জেলাঃ কক্সবাজার

পরিকল্পনা প্রনয়ণেঃ

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, রামু, কক্সবাজার

জুলাই ২০১৪

সমন্বয়েঃ

রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ

কম্প্রেহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি- ২),
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়

প্রথম অধ্যায়

স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকি হ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তর্ভূক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্যকারীতা, নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশ বিশ্বের দুর্যোগপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রতি বছর এদেশের প্রতিটি জেলা কম বেশী কোন না কোন দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এসব জেলার মধ্যে কক্সবাজার জেলা হলো অন্যতম। এই জেলার ৮টি উপজেলায় প্রতিবছর কোন না কোন দুর্যোগ আঘাত হেনে থাকে, যার মধ্যে রামু উপজেলা একটি দুর্যোগপ্রবণ এলাকা। এই উপজেলা ১১টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। পাহাড়ী ঢল, নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, ম্যালেরিয়া, বন্যহাতির আক্রমণ প্রভৃতি এই এলাকার প্রধান প্রধান আপদ/ দুর্যোগ। এই উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন প্রায় সারা বছর কোন না কোন আপদ/ দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। ফলে জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। উপজেলাটি বিভিন্ন দুর্যোগে পতিত হলেও বিগত সময়ে দুর্যোগ প্রতিরোধ বা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে কোন দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়নি। সেদিক বিবেচনা করে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি রামু উপজেলার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য:

মূল উদ্দেশ্য:

সমুদ্র উপকূল ও পাহাড় এবং জঙ্গল ঘেরা রামু উপজেলায় সারা বৎসর প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট অসংখ্য আপদে জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও পেশা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। বন্যা, জলাবদ্ধতা, নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড়, পাহাড়ী ঢল, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, বন্যহাতির আক্রমণ, ম্যালেরিয়া, পাহাড় ধ্বস, বৃক্ষনিধনের মত নানাবিধ আপদে উপজেলাটি চরমভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ক্রমবর্ধমানহারে মানুষের জীবনযাত্রায় নেমে আসছে দারিদ্রতা। এই বিদ্যমান আপদ/ দুর্যোগের সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকরী কর্মকান্ড গ্রহণ করার লক্ষ্যে এই উপজেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনাটি স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আপদ/ দুর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাস করে ক্ষয়ক্ষতি কমানো এবং বিপদাপন্নতা নিরসনে সহায়তা করবে।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাসকরণে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন-উপজেল-জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তবসম্মত উপায়সমূহ চিহ্নিত করা;
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন করা;
- অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরূপন, ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ করা;
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তৈরি করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বেসরকারী সংস্থা, দাতা সংস্থা প্রভৃতি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করা;
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারিত্ব ও মালিকানা বোধ জাগ্রত করা ।

১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত কক্সবাজার জেলা দেশ ও বিদেশে অতি পরিচিত নাম । ভূ-প্রকৃতির গঠন কক্সবাজারকে অনন্য বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত করেছে । গভীর অরণ্য আচ্ছাদিত অনুচ্চ শৈল শ্রেনী, নদী আর সাগর এই জেলাকে করেছে মোহনীয় । পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র ও সবুজ পাহাড়ের মিলনের অপূর্ব মিলনভূমি এই জেলা । এই জেলা ৮টি উপজেলা নিয়ে গঠিত । এইসব উপজেলার মধ্যে রামু অন্যতম । এই উপজেলাটি কক্সবাজার জেলার সবচেয়ে পুরাতন জনপদ এবং আরাকান ও মগদ রাজাদের প্রাণকেন্দ্র ছিল । জেলা সদর থেকে ১৫ কিঃমিঃ উত্তর-পূর্ব দিকে এর অবস্থান । অপরিসীম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সুপ্রাচীন বৌদ্ধ পুরাকীর্তি, অশোক মন্দির, কানা রাজার সুরঙ্গ, সুউচ্চ জাদী ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই উপজেলায় নৃ-জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা লক্ষণীয় । ১১টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত উপজেলাটি ভূ-প্রকৃতি ও অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ঠ অসংখ্য আপদে ঝুঁকিপূর্ণ । পাহাড়, নদী, খাল, চ্যানেল এই উপজেলাকে সমৃদ্ধ করলেও বিভিন্ন আপদ/দুর্যোগ অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে রেখেছে যুগ যুগ ধরে । বন্যা, নদী ভাঙ্গন, পাহাড়ী ঢল, ঘূর্ণিঝড়, ম্যালেরিয়া, বন্যহাতির আক্রমণ প্রভৃতি আপদে চরমভাবে আতংকগ্রস্ত থাকে উপজেলার সিংহভাগ মানুষ । প্রায় প্রতি বছর নদী ভাঙ্গনে ৮টি ইউনিয়নের প্রায় ৩০০ পরিবার বসতভিটা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং প্রায় ৮ হাজার মানুষ ভাঙ্গন আতংকে বসবাস করে । পাহাড়ী ঢল, বন্যহাতির আক্রমণ ও বন্যায় ব্যাপক ফসল হানির কবলে পড়ে উপজেলার প্রায় ১ লক্ষ কৃষক । পাহাড় কাটা, বৃক্ষনিধন, ইটভাটার দূষণ প্রভৃতি মানবসৃষ্ট আপদ চরমভাবে গ্রাস করছে উপজেলার জনগণকে । এছাড়াও বিষবৃক্ষ তামাক চাষ চরমভাবে ধ্বংস করছে কৃষি ও জনস্বাস্থ্যকে ।

১.৩.১. জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান:

ভৌগলিক অবস্থান:

রামু উপজেলার পূর্বে বান্দরবন (পার্বত্য) জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা, দক্ষিণে উখিয়া উপজেলা, পশ্চিমে-কক্সবাজার সদর উপজেলা এবং উত্তরে চকরিয়া উপজেলা অবস্থিত। জেলা সদর থেকে ১৫ কিঃমিঃ উত্তর-পূর্ব দিকে রামু উপজেলা অবস্থিত।

ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা:

৪০% সমতল, ১০% নীচু এবং ৫০% পাহাড় ও উঁচু ভূমি সমন্বয়ে রামু উপজেলা। এখানকার মাটির ধরণ/ প্রকৃতি হলো ২৫% দোআঁশ, ২৫% এটেল, ৩০% পলি ও ২০% বেলে।

প্রাকৃতিক সম্পদ:

রামু উপজেলার প্রাকৃতিক সম্পদ হলো মাটি, বাঁশ, গাছ, বালি, খাল, পাহাড়, নদ-নদী, পশু-পাখি, মাছ, সামুদ্রিক মৎস্য ইত্যাদি।

জলবায়ু: রামু উপজেলার জলবায়ু হলো নাতিশীতোষ্ণ।

১.৩.২ আয়তন

রামু উপজেলার আয়তন প্রায় ২৩৮.৩৯ বর্গ কিলোমিটার। উপজেলায় ইউনিয়ন আছে ১১টি, মৌজা ৩৫টি, ওয়ার্ড ৯৯টি ও গ্রাম ৪০২টি। নিম্নে ইউনিয়নভিত্তিক মৌজা ও গ্রামের তথ্য তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	গ্রামের নাম (ওয়ার্ড নং)	গ্রাম ভিত্তিক মৌজার নাম
১.	**ঈদগড়** **গ্রামের সংখ্যা: ২৮টি**	ক্যাম্পের চর, কুদ্দুছ মিয়ার জুম, ধুমছাকাটা, পশ্চিম পাড়া (১নং ওয়ার্ড), পঃ হাছনা কাটা, পূর্ব হাছনা কাটা, নয়াপাড়া (২নং ওয়ার্ড), মাইজ পাড়া, বদরমোকাম, গুইন্যা পাড়া, চরপাড়া (৩নং ওয়ার্ড), লেইঙ্গা পাড়া, পূর্ব রাজঘাট (৪নং ওয়ার্ড), উঃ শরিফ পাড়া, কাটা জঙ্গল, সিকদার পাড়া, চরপাড়া (৫নং ওয়ার্ড), বড়বিল, বৌঘাট, আলীক্ষ্যং, চেংছড়ি (৬নং ওয়ার্ড), টুঠারবিল, পানিস্যাঘোনা, জালালের জুম (৭নং ওয়ার্ড), কোনার পাড়া, কোদালিয়া কাটা, ছগিরাকাটা (৮নং ওয়ার্ড), বৈদ্যপাড়া (৯নং ওয়ার্ড)	১. জঙ্গল ঈদগড় মৌজা, ২. ঈদগড় মৌজা।
২.	**কাউয়ারখোপ** **গ্রামের সংখ্যা: ৩০টি**	পশ্চিম মনিরঝিল, দরগা পাহাড় পাড়া (১নং ওয়ার্ড), মধ্যম মনিরঝিল, দক্ষিণ সোনাইছড়ি (২নং ওয়ার্ড), পূর্ব মনিরঝিল, পূর্ব পাহাড় পাড়া (৩নং ওয়ার্ড), ভিলেজার পাড়া, মইশকুম, কাউয়ারখোপ পূর্ব পাড়া, জারাইল্যা তলী (৪নং ওয়ার্ড), কাউয়ারখোপ ডেইল পাড়া, কাউয়ারখোপ মধ্যম পাড়া (৫নং	১. মনিরঝিল মৌজা ২. সোনাইছড়ি মৌজা ৩. মইশকুম মৌজা ৪. কাউয়ারখোপ

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	গ্রামের নাম (ওয়ার্ড নং)	গ্রাম ভিত্তিক মৌজার নাম
		ওয়ার্ড), পশ্চিম পাড়া, চরপাড়া, ফুলনিরচর (৬নং ওয়ার্ড), গাছুয়া পাড়া, বড়ুয়া পাড়া, লর্ড উখিয়ারঘোনা, খেংচরঘোনা, ফুলনীরচর (৭নং ওয়ার্ড), টিলাপাড়া, স্কুলপাড়া, পশ্চিম গনিয়াকাটা, সওদাগর পাড়া, দিককুল পাড়া (৮নং ওয়ার্ড), লামার পাড়া, ফকির পাড়া, গোদামকাটা, গনিয়াকাটা, মিয়াজীর পাড়া (৯নং ওয়ার্ড) ।	মৌজা ৫. লর্ট উখিয়ার ঘোনা মৌজা ৬. উখিয়ারঘোনা মৌজা
৩.	**খুনিয়াপালং** **গ্রামের সংখ্যাঃ ৪৭টি**	পশ্চিম দারিয়ারদিঘী, পূর্ব দারিয়ারদিঘী, দক্ষিণ দারিয়ারদিঘী, থোয়াংগাকাটা, গুট্টাগুইন্যা (১নং ওয়ার্ড), কালুয়ারঘোনা, হেডম্যান পাড়া, কেচুবনিয়া, টংগারডেবা, কালার পাড়া, তুলাবাগান (২নং ওয়ার্ড), উঃ খুনিয়াপালং, মধ্যম খুনিয়াপালং, দক্ষিণ খুনিয়াপালং, জকরিয়াকাটা (৩নং ওয়ার্ড), আবুল বন্দর, জুমকাটা, হসপিতেল পাড়া, উত্তর পাড়া, মাঝের পাড়া, সিকদার পাড়া, চরপাড়া, তেলখোলা, মাদ্রাসা পাড়া, হাকিমআলী বাপের পাড়া (৪নং ওয়ার্ড), পশ্চিম ধেচুয়া পালং, উত্তর ধেচুয়াপালং, উত্তর ছাদিরকাটা, দক্ষিন বড়ুয়া পাড়া (৫নং ওয়ার্ড), ধোয়াপালং নয়াপাড়া, জংগল ধোয়াপালং, ধোয়াপালং অফিস পাড়া, ধোয়াপালং রাবেতা হাসপাতাল পাড়া, ধোয়াপালং পূর্ব পাড়া (৬নং ওয়ার্ড), চেইন্দা ঘোনা, পূর্ব গোয়ালিয়া, দক্ষিণ গোয়ালিয়া, পাহাড় পাড়া (৭নং ওয়ার্ড), পশ্চিম গোয়ালিয়া, কোহার পাড়া, মধ্যম গোয়ালিয়া, দক্ষিণ গোয়ালিয়া থোয়াংগাকাটা, জংগল গোয়ালিয়া (৮নং ওয়ার্ড), দক্ষিণ পাড়া, মাংগালা পাড়া, করাচি পাড়া, হিমছড়ি (৯নং ওয়ার্ড) ।	১. পেঁচার দ্বীপ মৌজা ২. গোয়ালিয়াপালং মৌজা ৩. ধোয়াপালং মৌজা ৪. খুনিয়াপালং মৌজা ৫. ধেচুয়াপালং মৌজা ৬. দারিয়ারদিঘী মৌজা ।
৪.	**জোয়ারিয়ানালা** **গ্রামের সংখ্যাঃ ৪০টি**	চৌধুরী পাড়া, জাইন পাড়া, আজগরখিল, উত্তর মিঠাছড়ি মুরাপাড়া, উত্তর মিঠাছড়ি (১নং ওয়ার্ড), বড়ুয়া পাড়া, হাসপাতাল পাড়া, কুলাল পাড়া, চা বাগান, চা বাগান মুরাপাড়া (২নং ওয়ার্ড), নন্দাখালী বড়পাড়া, নন্দাখালী উত্তর পাড়া, নন্দাখালী মুরাপাড়া (৩নং ওয়ার্ড), নুনাছড়ি, পশ্চিম নুনাছড়ি, মধ্যম নুনাছড়ি মুরাপাড়া (৪নং ওয়ার্ড), পূর্ব মুরাপাড়া, ঘোনার পাড়া, সিকদার পাড়া, লংগার পাড়া, নাদার পাড়া, গুচ্ছগ্রাম (৫নং ওয়ার্ড), ইলিশা পাড়া, পূর্ব নুনাছড়ি, পূর্ব নুনাছড়ি, মুরাপাড়া (৬নং ওয়ার্ড), হালদার পাড়া, সওদাগর পাড়া, মৌলভী পাড়া, টেকপাড়া, মালা পাড়া, রাবার বাগান, জুমছড়ি, নতুন পাড়া (৭নং ওয়ার্ড), পূর্ব জোয়ারিয়ানালা, পূর্ব মুরাপাড়া, ব্যাংডেবা (৮নং ওয়ার্ড) ও ভরাছড়ারকুল, চরপাড়া, গর্জনিয়া (৯নং ওয়ার্ড) ।	১. জোয়ারিয়ানালা মৌজা ২. নোনাছড়ি মৌজা ৩. উত্তর মিঠাছড়ি মৌজা ৪. নন্দাখালী মৌজা
৫.	**কচ্ছপিয়া** **গ্রামের সংখ্যাঃ ৪৭টি**	ঘিলাতলী, কচ্ছপিয়া উত্তর পাড়া, কচ্ছপিয়া দক্ষিণ পাড়া, কচ্ছপিয়া টেকপাড়া, কচ্ছপিয়া মুড়াপাড়া, মগবিল (১নং ওয়ার্ড), দোছড়ি উত্তরকুল, লামার খামার, দোছড়ি দক্ষিণ কুল, গলাচিপা, দোছড়ি হিন্দুপাড়া, পূর্ব তিতার পাড়া (২নং ওয়ার্ড), পূর্ব তিতার পাড়া, পশ্চিম তিতার পাড়া, নতুন তিতার পাড়া (৩নং ওয়ার্ড), বড় জাংছড়ি, বালুবাসা, গুদাইকাটা, ভাংগাডেপা, শুখমনিয়া, হাইস্কুল	১. কচ্ছপিয়া মৌজা ২. দক্ষিণ কচ্ছপিয়া মৌজা

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	গ্রামের নাম (ওয়ার্ড নং)	গ্রাম ভিত্তিক মৌজার নাম
		পাড়া (৪নং ওয়ার্ড), জাংছড়ি নতুন পাড়া, নতুন মিয়াজির পাড়া, চাকমারকাটা, বড় জাংছড়ি, ফাক্রিকাটা, মুড়াপাড়া, তুলাতলী (৫নং ওয়ার্ড), ডাকভাঙ্গা, শিবাতলী, শহর আলী চর, ফকিরনির চর, তুলাতলী, ফাক্রিকাটা মুড়াপাড়া (৬নং ওয়ার্ড), হাজীর পাড়া, পূর্ব হাজীর পাড়া, ছোট জাংছড়ি (৭নং ওয়ার্ড), মৌলভী কাটা কমলা পাড়া, মৌলভী কাটা বধুপাড়া, মৌলভী কাটা শাইরা পাড়া, মৌলভী কাটা মাষ্টার পাড়া, মৌলভী কাটা চেয়ারম্যান পাড়া, বড় জাংছড়ি নদী উভয়কুল (৮নং ওয়ার্ড), দক্ষিণ মৌলভীকাটা, মিয়াজীর পাড়া, টেকপাড়া, জায়ছড়ি নদী পশ্চিমকুল (৯নং ওয়ার্ড) ।	
৬.	**দক্ষিণ মিঠাছড়ি** **গ্রামের সংখ্যাঃ ৪৯টি**	মিঠাছড়ি কাচা, খোন্দকার পাড়া, ঘাট পাড়া, সিকদার পাড়া, পুকুর পাড়া, চরপাড়া, চেইন্দা চরপাড়া, নাপিত পাড়া (১নং ওয়ার্ড), পশ্চিম উমখালী, আব্দু সালাম মিয়াজী পাড়া, কাজীর পাড়া, মোঃ হাজির পাড়া, ডেইংগা পাড়া (২নং ওয়ার্ড), আজিমুদ্দিন পাড়া, আবুবক্কর বাপের পাড়া, গণি সওদাগর পাড়া, পশ্চিম ধর পাড়া, জনু মাতব্বর পাড়া (৩নং ওয়ার্ড), মোক্তার বাপের পাড়া, পূর্ব ধর পাড়া, বড়ুয়া পাড়া, জিনুর ঘোনা, করইল্যাছড়ি (৪নং ওয়ার্ড), পশ্চিম পানের ছড়া, পূর্ব পানের ছড়া, বলির পাড়া, শিয়া পাড়া, জনুয়া পাড়া, মগ/রাখাইন পাড়া (৫নং ওয়ার্ড), কালা খোন্দকার পাড়া, নিজের পাড়া, সমিতি পাড়া, তেতৈয়া পাড়া, বারইয়া পাড়া (৬নং ওয়ার্ড), ফকিরামুরা, পূর্ব ছড়ারকুল, হুয়ারী ঘোনা, আসমার ঘোনা, চেংছড়ি (৭নং ওয়ার্ড), চাইন্দা খোন্দকার পাড়া, ঘোনার পাড়া, চাইন্দা চরপাড়া, লার পাড়া (৮নং ওয়ার্ড), কাইম্যার ঘোনা, পাহাড় তলী, মমব্রু চর, পশ্চিমকুল সাদর পাড়া, লম্বাঘোনা, মুসলিমাবাদ (৯নং ওয়ার্ড) ।	১. দঃ মিঠাছড়ি মৌজা ২. চেইন্দা মৌজা ৩. উমখালী মৌজা
৭.	**গর্জনিয়া** **গ্রামের সংখ্যাঃ ৪৬টি**	হাজী পাড়া, লোহার ঝিরি, কাছিরখোলা, জিরানীখোলা, উত্তর বিল, উত্তর বড়বিল, দক্ষিণ বড়বিল, পশ্চিম বড়বিল (১নং ওয়ার্ড), জুমছড়ি, নজু মাতব্বর পাড়া, বড়ইয়াছড়া, মইন্যাকাটা, পূর্ব জুমছড়ি, পশ্চিম জুমছড়ি, মধ্যম জুমছড়ি (২নং ওয়ার্ড), থোয়াংগারকাটা, শিয়েপাড়া, ঘোনার পাড়া, হরিণ পাড়া, দক্ষিণ থোয়াংগাকাটা, উত্তর থোয়াংগাকাটা (৩নং ওয়ার্ড), থিমছড়ি, পূর্ব থিমছড়ি, উত্তর থিমছড়ি, দক্ষিণ থিমছড়ি, শাহ মোহাম্মদ পাড়া (৪নং ওয়ার্ড), জাউচ পাড়া, ফকির পাড়া, লম্বাশিয়া, মইল্যাকাটা, রাজঘাট, ইদ্রিস নগর, লম্বামুরা (৫নং ওয়ার্ড), মাঝিরকাটা, বড়চর, বেলতলি, দক্ষিণ মাঝিরকাটা (৬নং ওয়ার্ড), পূর্ব বোমাংখিল, হিন্দু পাড়া (নাপিত পাড়া) কোনার পাড়া (৭নং ওয়ার্ড), পশ্চিম বোমাংখিল, সিকদার পাড়া, কালা সিকদার পাড়া (৮নং ওয়ার্ড), ক্যাজরবিল, ডেংগাচর, খালিকা পাড়া (৯নং ওয়ার্ড) ।	১. গর্জনিয়া মৌজা ২. জঙ্গল গর্জনিয়া মৌজা ৩. পশ্চিম গর্জনিয়া মৌজা ।

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	গ্রামের নাম (ওয়ার্ড নং)	গ্রাম ভিত্তিক মৌজার নাম
৮.	**রাজারকুল** **গ্রামের সংখ্যাঃ ৩৩টি**	পালপাড়া, হাফেজ পাড়া, মৌলভী পাড়া, ধরপাড়া (১নং ওয়ার্ড), হালদারকুল, নয়া পাল পাড়া, পাহাড়তলী (২নং ওয়ার্ড), সিকদার পাড়া, শর্মা পাড়া, দঃ সিকদার (৩নং ওয়ার্ড), পশ্চিম নয়াপাড়া, চৌকিদার পাড়া, পশ্চিম ঘোনারপাড়া, ভিলেজার পাড়া (৪নং ওয়ার্ড), নয়াপাড়া, জলদাস পাড়া, কাঠালিয়া পাড়া, ছাগলিয়াকাটা (৫নং ওয়ার্ড), দেয়াং পাড়া, বৈদ্যরখিল (৬নং ওয়ার্ড), ঢালায়মুখ, মধ্যম ঘোনার পাড়া, নাপিতের কাটা, রামকোট, পাহাড়কাটা, নাছিরকুল (৭নং ওয়ার্ড), দক্ষিণ পাড়া, পাহাড় পাড়া, হাজীর পাড়া, নাইয়া পাড়া (৮নং ওয়ার্ড), হাজীর পাড়া, বড়ুয়া পাড়া, ফুলনির চর (৯নং ওয়ার্ড) ।	১. রাজারকুল মৌজা
৯.	**চাকমারকুল** **গ্রামের সংখ্যাঃ ২৯টি**	আলী হোসেন সিকদার পাড়া, সালেহ আহমদ পাড়া, পশ্চিম পাড়া (১নং ওয়ার্ড), মিয়াজী পাড়া, মৌজিমের দ্বীপ, নয়াচর পাড়া (২নং ওয়ার্ড), মাতবর পাড়া, মিস্ত্রী পাড়া, ডুমের চর (৩নং ওয়ার্ড), তেচ্ছীপুল, উ: ফারিরকুল, কুনার পাড়া, আজগর পাড়া, খোন্দকার পাড়া, মালী পাড়া (৪নং ওয়ার্ড), জারাইল্যাতলী, বনিক পাড়া, বড়ু-য়া পাড়া (৫নং ওয়ার্ড), পূর্ব মোহাম্মদ পুরা, নয়াপাড়া (৬নং ওয়ার্ড), শ্রীমুড়া, নাছিরা পাড়া (৭নং ওয়ার্ড), পূর্ব শাহমদের পাড়া, পশ্চিম শাহমদের পাড়া, দঃ শাহমদের পাড়া (৮নং ওয়ার্ড), পশ্চিম চাকমারকুল, ডেইংগা পাড়া, নয়াচর পাড়া, ভুতপাড়া (৯নং ওয়ার্ড) ।	১. চাকমার কুল মৌজা
১০.	**রশিদনগর** **গ্রামের সংখ্যাঃ ১৬টি**	সিকদার পাড়া, সন্ধীপ পাড়া, উত্তর কাহাতিয়া পাড়া (১নং ওয়ার্ড), কাহাতিয়া পাড়া (২নং ওয়ার্ড), বড় ধলিরছড়া (৩নং ওয়ার্ড), পাহাড়তলী (৪নং ওয়ার্ড), কাদমর পাড়া, হামিদ পাড়া (৫নং ওয়ার্ড), থলিয়াঘোনা, উত্তর নাছিরা পাড়া, দক্ষিণ নাসিরা পাড়া (৬নং ওয়ার্ড), পানির ছড়া, হরিতলা (৭নং ওয়ার্ড), পানির ছড়া মুরাপাড়া, ধলিরছড়া মুরাপাড়া, জেটিপাড়া (৮নং ওয়ার্ড), উল্টাখালী (৯নং ওয়ার্ড) ।	১.ধলির ছড়া মৌজা ২.জঙ্গল ধলিরছড়া মৌজা ৩.উল্টাখালী মৌজা ।
১১.	**ফতেখাঁরকুল** **গ্রামের সংখ্যাঃ ৩৭টি**	অফিসের চর, চরপাড়া, পূর্বদ্বীপ, দক্ষিণ দ্বীপ ফতেখাঁরকুল (১নং ওয়ার্ড), সিপাহীর পাড়া, হাজারীকুল, নাথপাড়া, রামপাড়া, জুলেখার পাড়া, সিকদার পাড়া, অফিসের চর লামার পাড়া (২নং ওয়ার্ড), খন্দকার পাড়া, লম্বরী পাড়া, তেচ্ছিপুল (৩নং ওয়ার্ড), মন্ডল পাড়া (৪নং ওয়ার্ড), হাইটুপি, উত্তর শ্রীকুল, দক্ষিণ শ্রীকুল, দ্বীপ শ্রীকুল (৫নং ওয়ার্ড), পূর্ব মেরংলোয়া, হাইটুপি, ভুতপাড়া, হাইটুপি খেঞ্জুর ঘোনা, হাইটুপি গাছোয়া পাড়া (৬নং ওয়ার্ড), মেরংলোয়া, শ্রীধন পাড়া, আমতলিয়া পাড়া, মধ্যম মেরংলোয়া (৭নং ওয়ার্ড), পশ্চিম মেরংলোয়া, পশ্চিম মেরংলোয়া দোয়ানা পাড়া, মধ্যম মেরংলোয়া, আমতলিয়া পাড়া (৮নং ওয়ার্ড), উঃ ফতেখাঁরকুল (মুসলিম পাড়া), বনিক পাড়া, বড়ুয়া পাড়া, চালন্যা পাড়া, সাতগরিয়ার পাড়া (৯নং	১. ফতেখাঁরকুল মৌজা । ২. হাইটুপি মৌজা । ৩. মেরংলোয়া মৌজা । ৪. শ্রীকুল মৌজা ।

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	গ্রামের নাম (ওয়ার্ড নং)	গ্রাম ভিত্তিক মৌজার নাম
		ওয়ার্ড)	

১.৩.৩ জনসংখ্যা

২০১১ সালের গণনা অনুযায়ী উপজেলার মোট জনসংখ্যা প্রায় **২৬৫৬৪০** জন। এর মধ্যে পুরুষ **১৩৫০০০** ও নারী **১৩০৬৪০** জন। মোট খানা/পরিবার প্রায় **৪৭৯১৪**। মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিমঃ ৯০%, বৌদ্ধঃ ৫% ও হিন্দুঃ ৫%।

ইউনিয়ন	পুরুষ (১৫-৫৯)	মহিলা (১৫-৫৯)	মোট জনসংখ্যা	বৃদ্ধ (৬০+)	প্রতিবন্ধি	শিশু (০-১৫)	পরিবার/ খানা	ভোটার
ঈদগড়	৯১০৫	৯২১০	১৮৩১৫	৯৭১	৩৫	৮৩৬৪	৩৪৩৭	৯১৩৬
কাউয়ারখোপ	১২০২৪	১১৯৮০	২৪০০৪	১২৭২	৪৩	১০৬৫৫	৪৩৭৩	১২৬২২
খুনিয়াপালং	১৮৪৯৭	১৭৮১৮	৩৬৩১৫	১৯২৫	৬০	১৩৬১৫	৬৪৬৬	১৮৪৫৩
জোয়ারিয়ানালা	১৩৬২১	১৩৭০২	২৭৩২৩	১৪৪৮	৫৭	৮৮৮২	৪৭৮৭	১৪৯৬৫
কচ্ছপিয়া	১৪৩১০	১৪০২৬	২৮৩৩৬	১৫০২	৪৯	৮০৫৪	৫০৪৯	১৩৯৯৪
দক্ষিণ মিঠাছড়ি	১৩১৬৬	১১৮৩২	২৪৯৯৮	১৩৭৮	৪৭	৮৪০৭	৪৪৬৬	১৩২৬২
গর্জনিয়া	১১২৩২	১১৪১৯	২২৬৫১	১২০১	৪৭	৮৯৭৩	৪১৭৯	১০৯৬৭
রাজারকুল	১০৩৮২	৯৭৭১	২০১৫৩	১০৬৮	৪১	৮৩১২	৩৭৫০	১০৬২৬
চাকমারকুল	৮৬৮৬	৭৭৫২	১৬৪৩৮	৮৭১	৩৫	৬১৪৫	২৬১১	৮৭৭১
রশিদনগর	৮৩৬৯	৮১৬৯	১৬৫৩৮	৮৭৭	৩৫	৭৯৩২	৩০২৭	৮৯৩৭
ফতেখাঁরকুল	১৫৬০৮	১৪৯৬১	৩০৫৬৯	১৬২০	৬৬	১১৩৩৯	৫৭৬৯	১৮৫৬৬
মোট	**১৩৫০০০**	**১৩০৬৪০**	**২৬৫৬৪০**	**১৪১৩৩**	**৫১৫**	**১০০৬৭৮**	**৪৭৯১৪**	**১৪০২৯৯**

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা থাকতে হবে

১.৪.১ অবকাঠামো

- **বাঁধ:**

রামু উপজেলায় মোট **৪১**টি বাঁধ আছে। যার মোট দৈর্ঘ্য ১৫৮.৫কিঃমিঃ। এই বাঁধগুলো নদী ভাঙ্গন, বন্যা, জোয়ারের প্লাবন ও জলোচ্ছ্বাসের কবল থেকে ফসলী জমি, রাস্তা ঘাট, ঘরবাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনাকে রক্ষা করতে সহায়তা করে থাকে। নীচে ইউনিয়নভিত্তিক বাঁধসমূহের তথ্য প্রদান করা হলো:

ইউনিয়ন	বাঁধের নাম	কিলোমিটার ও উচ্চতা	অবস্থান	ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা

ইউনিয়ন	বাঁধের নাম	কিলোমিটার ও উচ্চতা	অবস্থান	ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
ঈদগড়	কুদ্দুস মিয়ার জুম বাঁধ চিকনছড়া বাঁধ	২কিঃমিঃ, উচ্চতা ৮ ফুট । ২কিঃমিঃ, উচ্চতা ৭ ফুট ।	ছৈয়দ মেম্বারের বাড়ী হতে আলমের বাড়ী পর্যন্ত রমজানের বাড়ী হইতে মনিরুল হকের বাড়ী পর্যন্ত ।	১ ও ৭ নং ওয়ার্ড ।	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে সরাসরি ব্যবহৃত হয়না । তবে বন্যার সময় বাঁধের কাছাকাছি জনগণ প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকে ।
কাউয়ারখোপ	মইশকুম বাঁধ	১৫ কিলোমিটার, উচ্চতা ৪ ফুট	মইশকুম হতে পূর্ব, মধ্যম পশ্চিম মনিরঝিল হয়ে ফুলনির চর পর্যন্ত এ পাশ ও পাশ ।	১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬নং ওয়ার্ড ।	ঐ
খুনিয়াপালং	গোয়ালিয়া বাঁধ রেজুর বাঁধ গোয়ালিয়া বাঁধ মরিচ্যা বাঁধ	৬ কিলোমিটার-উচ্চতা ৬ ফুট । ৬ কিলোমিটার-উচ্চতা ৬ ফুট । ৩ কিলোমিটার-উচ্চতা ৬ ফুট । ৫ কিলোমিটার-উচ্চতা ৬ ফুট ।	গোয়ালিয়া হতে নিরিবিলি হ্যাচারী পর্যন্ত রেজুর হতে হিমছড়ি পর্যন্ত গোয়ালিয়া হতে রাবেতা হাসপাতাল পর্যন্ত চরপাড়া পর্যন্ত	৭ ও ৮নং ওয়ার্ড ৯নং ওয়ার্ড ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড ৪নং ওয়ার্ড	ঐ
জোয়ারিয়ানালা	জোয়ারিয়ানালা বাঁধ জোয়ারিয়ানালা মিতাবাদ ছড়া বাঁধ জোয়ারিয়ানালা ফরেষ্ট বিট বাঁধ জোয়ারিয়ানালা নোনাছড়ি বাঁধ	১.৫ কিঃমিঃ উচ্চতা ৩ ফুট । ১.৫ কিঃমিঃ উচ্চতা ৩ ফুট । ১কিঃমিঃ উচ্চতা ৩ ফুট । ২কিঃমিঃ উচ্চতা ৩ ফুট ।	জোয়ারিয়ানালা হতে পূর্ব নোনাছড়ি পর্যন্ত জোয়ারিয়ানালা বাজার হতে মিতাবাদ ছড়া পর্যন্ত জোয়ারিয়ানালা ব্রীজের উঃ পাশ হতে জোয়ারিয়ানালা ফরেষ্ট বিট পর্যন্ত ৯নং ওয়ার্ড জোয়ারিয়া ব্রীজের গোড়া হতে নোনাছড়ি ব্রীজের গোড়া পর্যন্ত	৬ ও ৭নং ওয়ার্ড ৭নং ওয়ার্ড ৮নং ওয়ার্ড ৬ ও ৯নং ওয়ার্ড	ঐ
কচ্ছপিয়া	ছোট জাংছড়ি	১কিঃমিঃ,	ছোট জাংছড়ি হতে	৫নং ওয়ার্ড	ঐ

ইউনিয়ন	বাঁধের নাম	কিলোমিটার ও উচ্চতা	অবস্থান	ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	উত্তরকুল বাঁধ,	উচ্চতা ১ ফুট ।	উত্তরকুল পর্যন্ত		
	ছোট জাংছড়ি দক্ষিণ কুল বাঁধ	১কিঃমিঃ, উচ্চতা ২ ফুট ।	ছোট জাংছড়ি হতে দক্ষিণকুল পর্যন্ত		
	বালুবাসা উত্তরকুল বাঁধ	১কিঃমিঃ, উচ্চতা ২ ফুট ।	বালুবাসা হতে উত্তরকুল পর্যন্ত	৪নং ওয়ার্ড	
	বালুবাসা দক্ষিণকুল বাঁধ	১কিঃমিঃ, উচ্চতা ২ ফুট ।	বালুবাসা হতে দক্ষিণকুল পর্যন্ত		
	বড় জাংছড়ি পূর্বকুল বাঁধ	১কিঃমিঃ, উচ্চতা ২ ফুট ।	বড় জাংছড়ি হতে পূর্বকুল পর্যন্ত		
	বড় জাংছড়ি পশ্চিমকুল বাঁধ	১কিঃমিঃ, উচ্চতা ৩ ফুট ।	বড় জাংছড়ি হতে পশ্চিমকুল পর্যন্ত		
	বাকখালী বাঁধ	১কিঃমিঃ, উচ্চতা ২ ফুট ।	বাকখালী হতে ৩নং ওয়ার্ড পর্যন্ত	৩ ও ৭নং ওয়ার্ড	
	বাকখালী-কচ্ছপিয়া বাঁধ	১কিঃমিঃ, উচ্চতা ৪ ফুট ।	বাকখালী হতে কচ্ছপিয়া মোড় পর্যন্ত		
	কচ্ছপিয়া-ডাকভাঙ্গা বাঁধ	১কিঃমিঃ, উচ্চতা ৩ ফুট ।	কচ্ছপিয়া হতে ডাকভাঙ্গা পর্যন্ত	৬নং ওয়ার্ড	
দক্ষিণ মিঠাছড়ি	উমখালী বাঁধ	৫ কিঃমিঃ, উচ্চতা ১০ ফুট	উমখালী ধরপাড়া হতে মনতির/কাইম্যারঘোনা পর্যন্ত	২নং ওয়ার্ড	ঐ
	কাটাখালের বাঁধ	৪ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৭ ফুট	কাটাখালের দুই পাশ		
	পানের ছড়া বাঁধ	৩ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৩ ফুট	পানের ছড়ার দুই পাশ	৫ নং ওয়ার্ড	
	চেইন্দা ছড়া বাঁধ	৬ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৪ ফুট	চেইন্দা ছড়ার দুই পাশ	১নং ওয়ার্ড	
গর্জনিয়া	জুমছড়ি বাঁধ	৮কিঃমিঃ, উচ্চতা ৬ ফুট	জুমছড়ি হতে গর্জনিয়া পর্যন্ত	২নং ওয়ার্ড	ঐ
	গর্জনিয়া বাঁধ	১৯ কিঃমিঃ,	ব্রীজের ছড়া হতে	৩নং ওয়ার্ড	

ইউনিয়ন	বাঁধের নাম	কিলোমিটার ও উচ্চতা	অবস্থান	ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
		উচ্চতা ৬ ফুট	উত্তর থোয়াংগাকাটা পর্যন্ত		
	বড়বিল বাঁধ	১৩ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৬ ফুট	নতুন বাজার হতে উত্তর বড়বিল পর্যন্ত	১নং ওয়ার্ড	
রাজারকুল	পালপাড়া বাঁধ	১.৫ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৪ ফুট ।	পালপাড়া স্কুল হতে দক্ষিণ চাকমারকুল পর্যন্ত	১ নং ওয়ার্ড	ঐ
	সিকদার পাড়া বাঁধ	১ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৩ ফুট ।	পালপাড়া হতে পশ্চিম সিকদার পাড়া পর্যন্ত	৩ নং ওয়ার্ড	
	পশ্চিম সিকদার পাড়া বাঁধ	০.৫ কিঃমিঃ, উচ্চতা ২ ফুট	পশ্চিম সিকদার পাড়া হতে আইয়ুপ সিকদারের পুরাতন বাড়ী পর্যন্ত ।		
	রোড কাম বেড়ী বাঁধ	৫ কিঃমিঃ, উচ্চতা ১০ ফুট ।	৪, ৫, ৬নং ওয়ার্ড হতে রোড কাম বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত	৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড	
	দরগামুরা বাঁধ	২ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৪ ফুট ।	দরগামুরা হতে দ্বীপ ফতেখাঁরকুল পর্যন্ত	৯নং ওয়ার্ড	
চাকমারকুল	১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড বাঁধ	৬ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৬ ফুট ।	১ থেকে ৩নং ওয়ার্ড পর্যন্ত	১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ড	ঐ
	৬নং ওয়ার্ড বাঁধ	৫কিঃমিঃ, উচ্চতা ৬ ফুট ।	৬নং ওয়ার্ড পর্যন্ত	৬নং ওয়ার্ড	
	৭নং ওয়ার্ড বাঁধ	৮ কিঃমিঃ উচ্চতা ৬ ফুট ।	৭নং ওয়ার্ড পর্যন্ত	৭নং ওয়ার্ড	
	৮নং ওয়ার্ড বাঁধ	৫কিঃমিঃ, উচ্চতা ৬ ফুট	৮নং ওয়ার্ড পর্যন্ত	৮নং ওয়ার্ড	
রশিদনগর	উল্টাখালী বাঁধ	২ কিঃমিঃ, উচ্চতা ২ ফুট ।	উল্টাখালী খালের দুই পাশে	৯নং ওয়ার্ড	ঐ
	মাছোয়াখালী বাঁধ	৩ কিঃমিঃ, উচ্চতা ১.৫ ফুট ।	মাছোয়াখালী খালের দুই পাশে	১নং ওয়ার্ড	
	বড় ধলীরছড়া বাঁধ	৪ কিঃমিঃ, উচ্চতা ২ ফুট ।	বড় ধলীরছড়া খালের দুই পাশে	৩নং ওয়ার্ড	
ফতেখাঁরকুল	চেরেংঘাটা -	১.৫ কিঃমিঃ, উচ্চতা	চেরেংঘাটা থেকে	৫ ও ৬নং	ঐ

ইউনিয়ন	বাঁধের নাম	কিলোমিটার ও উচ্চতা	অবস্থান	ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	জাদীমুরা বাঁধ চেরাংঘাটা হতে - তেমুহনী বাঁধ	৯ ফুট । ২ঃমিঃ, উচ্চতা ৮ ফুট ।	জাদীমুরা পর্যন্ত চেরাংঘাটা হতে তেমুহনী পর্যন্ত	ওয়ার্ড ১ - ৫নং ওয়ার্ড	

- **স্লুইচ গেট:**

রামু উপজেলায় মোট ১০টি স্লুইচ গেট আছে। এই স্লুইচ গেটগুলো নদী ও খালের পানির স্বাভাবিক প্রবাহের পথকে সহায়তা করে থাকে। নীচে ইউনিয়নভিত্তিক স্লুইচ গেটসমূহের তথ্য প্রদান করা হলো:

ইউনিয়ন	স্লুইচ গেটের নাম	কোন নদী বা খালের সংযোগ স্থলে	ওয়ার্ডে/ অবস্থান	কাজ করে কিনা
ঈদগড়	চিকনির ছড়া স্লুইচ গেট (২টি)	চিকনির ছড়া খালের সংযোগ স্থলে	৭নং ওয়ার্ড	১টি কাজ কওে ও ১টি অসম্পূর্ণ
কাউয়ারখোপ	নাই	-	-	-
খুনিয়াপালং	নাই	-	-	-
জোয়ারিয়ানালা	নন্দাখালী স্লুইচ গেট	নন্দাখালী হতে রাবার ড্যাম এর মাথা পর্যন্ত	৩নং ওয়ার্ড	কাজ করে
কচ্ছপিয়া	বাকখালী স্লুইচ গেট	বাকখালী খাল	৭নং ওয়ার্ড	কাজ করে
দক্ষিণ মিঠাছড়ি	পাগলীর ছড়া স্লুইচ গেট ও চেইন্দা ছড়া স্লুইচ গেট	বিল কাটাখালের সংলগ্ন	৮নং ওয়ার্ড	কাজ করে
গর্জনিয়া	পশ্চিমকুল স্লুইচ গেট	১-৩নং ওয়ার্ডের খাল ও পশ্চিমকুল হতে পূর্বকুল খাল পর্যন্ত	১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ড	কাজ করে
রাজারকুল	নাই	-		-
চাকমারকুল	ফারিখাল স্লুইচ গেট	ফারিখাল সংলগ্ন	৭নং ওয়ার্ড	চালু অবস্থায় আছে। কাজ করে
রশিদনগর	উল্টাখালী স্লুইচ গেট ও মাছোয়াখালী স্লুইচ গেট	উল্টাখালী খালের পার্শ্বে ও মাছোয়াখালী খালের পার্শ্বে।	৯ ও ১নং ওয়ার্ড	কাজ করে
ফতেখাঁরকুল	নাই	-	-	-

- **ব্রীজ:**

রামু উপজেলায় মোট ১৭৩টি ব্রীজ আছে। ব্রীজ গুলো কংক্রিট ও লোহার তৈরি। এই ব্রীজগুলো নদী ও খালের পানি প্রবাহকে সহায়তা করে থাকে। নীচে ইউনিয়নভিত্তিক ব্রীজসমূহের তথ্য প্রদান করা হলো:

ইউনিয়নের	ব্রীজের নাম	অবস্থান/ কোন নদী বা খালের উপরে	ওয়ার্ড	কাজ করে কিনা
ঈদগড় **৩টি**	রেনুর খাল ব্রীজ ঈদগড়-ঈদগাও ব্রীজ চেংছড়ি ব্রীজ	রেনুর খাল ঈদগড়-ঈদগাও নদী চেংছড়ি খাল	৬ নং ওয়ার্ড। ১নং ওয়ার্ড। ৮নং ওয়ার্ড।	কাজ করে
কাউয়ারখোপ **১১টি**	বাকখালী ব্রীজ উখিয়ারঘোনা ব্রীজ কাউয়ারখোপ ব্রীজ মধ্যম ও পশ্চিম কাউয়ারখোপ ব্রীজ পূর্ব মনির ঝিল নাসিরব্রীজ মধ্যম মনির ঝিল ব্রীজ সোনাইছড়ি ব্রীজ ঝর্ণারঘোনা লামারপাড়া ব্রীজ জাদির বাকখালী ব্রীজ মেইন রাস্তা বাকখালী ব্রীজ ফরেস্ট অফিস ব্রীজ	বাকখালী খাল সংলগ্ন, উখিয়ারঘোনা ছড়া সংলগ্ন, কাউয়ারখোপ নাসির সংলগ্ন, মধ্যম ও পশ্চিম কাউয়ারখোপ খাল সংলগ্ন, পূর্ব মনির ঝিল নাসির সংলগ্ন, মধ্যম মনিরঝিল নাসির সংলগ্ন, সোনাইছড়ি খাল সংলগ্ন, রাস্তা সংলগ্ন, বাকখালী খাল সংলগ্ন ” ফরেষ্ট অফিসের পার্শ্বে বাকখালী খাল সংলগ্ন।	৯নং ওয়ার্ড ৭নং ওয়ার্ড ৫নং ওয়ার্ড ৫নং ওয়ার্ড ৩নং ওয়ার্ড ২ নং ওয়ার্ড ১ নং ওয়ার্ড ৯নং ওয়ার্ড	কাজ করে
খুনিয়াপালং ৭৪টি	ধুইল্যাছড়ি, রেজুর, কালার পাড়া, ধোয়াপালং ব্রীজসহ মোট	ধুইল্যাছড়ি খাল, রেজুর খাল, কালার পাড়া খাল, ধোয়াপালং খাল ও খাল সংলগ্ন রাস্তায়।	**১নং ওয়ার্ড ১০টি, ২নং ওয়ার্ড ৮টি, ৩নং ওয়ার্ড ১০টি, ৪নং ওয়ার্ড ১০টি, ৫নং ওয়ার্ড ১২টি, ৬নং ওয়ার্ড ৬টি, ৭নং ওয়ার্ড ৫টি, ৮নং ওয়ার্ড ৫টি ও ৯নং ওয়ার্ড ৮টি।**	কাজ করে

ইউনিয়নের	ব্রীজের নাম	অবস্থান/ কোন নদী বা খালের উপরে	ওয়ার্ড	কাজ করে কিনা
জোয়ারিয়ানালা ৫টি	নুনাছড়ি ব্রীজ গুচ্ছগ্রামে সোনাইছড়ি ব্রীজ নুনাছড়ি ব্রীজ, বিশ্ব রোড নুনাছড়ি ব্রীজ, কবরস্থান সংলগ্ন নুনাছড়ি ব্রীজ	নুনাছড়ি খাল সোনাইছড়ি খাল নুনাছড়ি খাল নুনাছড়ি খাল নুনাছড়ি খাল ।	৪নং ওয়ার্ড ৫নং ওয়ার্ড ৬নং ওয়ার্ড ৭নং ওয়ার্ড	কাজ করে
কচ্ছপিয়া ১৪টি	দোছড়ি, ছোট জাংছড়ি, বড় জাংছড়ি, বাকখালী ব্রীজসহ	দোছড়ি খাল ছোট জাংছড়ি খাল, বড় জাংছড়ি খাল ও বাকখালী খাল সংলগ্ন	**১নং ওয়ার্ড ১টি, ২নং ওয়ার্ড ১টি, ৪নং ওয়ার্ড ১টি, ৫নং ওয়ার্ড ৩টি, ৬নং ওয়ার্ড ২টি, ৭নং ওয়ার্ড ২টি, ৮নং ওয়ার্ড ৩টি, ৯নং ওয়ার্ড ১টি,**	কাজ করে
দক্ষিণ মিঠাছড়ি ১৪টি	**কাটাখালের উপরে ১টি ।** **কাডির মাথা ২টি,** **মকতুল হোসনের বাড়ীর সামনে ১টি ।** **কাজীর পাড় ১টি ।** **মোঃ হাজীর পাড়া ১টি ।** **পানেরছড়া সিকদারপাড়া ১টি ।** **পানেরছড়া উপরে ৩টি ।** **চেইন্দা ছড়ার উপরে ১টি ।** **চেইন্দা চরপাড়া ১টি ।** **চেইন্দা রশনআলী রাস্তার মাথায় ২টি ।**	কাটাখাল, পানের ছড়া বাকখালী খাল	৩নং ওয়ার্ড ৫নং ওয়ার্ড ৮নং ওয়ার্ড	কাজ করে
গর্জনিয়া ১২টি	**থিমছড়ি খালে** সংলগ্নে **২টি** **গর্জনিয়া খালে** সংলগ্নে **৩টি** - **ছোট গর্জনিয়া খালে** সংলগ্নে **২টি** **বাকখালী বড় ব্রীজে** সংলগ্নে **১টি**	**থিমছড়ি খাল**	৪নং ওয়ার্ড ১, ২ ৩নং ওয়ার্ড ৫নং ওয়ার্ড ৬নং ওয়ার্ড ৭নং ওয়ার্ড	কাজ করে

ইউনিয়নের	ব্রীজের নাম	অবস্থান/ কোন নদী বা খালের উপরে	ওয়ার্ড	কাজ করে কিনা
	চিকনছড়ি ছড়ায় সংলগ্নে **৩টি** **রাঙ্গামাইট্টা খালে** সংলগে **১টি**		৮নং ওয়ার্ড	
রাজারকুল **৮টি**	শেষ ঘাটা ব্রীজ	কাটাখালী খালের সংলগ্ন	১নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	আলী আহম্মদ এর বাড়ী সংলগ্ন ব্রীজ		২নং ওয়ার্ড	
	সিকদার পাড়া ব্রীজ চৌকিদার পাড়া ব্রীজ		৩নং ওয়ার্ড	
	আলী সিকদারের বাড়ী সংলগ্ন ব্রীজ		৪নং ওয়ার্ড	
	কাঠালিয়া পাড়া,		৫নং ওয়ার্ড	
	দক্ষিণ পাড়া হরতলা ব্রীজ		৮নং ওয়ার্ড	
	বড়ুয়া পাড়া ব্রীজ	বাকখালী নদী সংলগ্ন	৯নং ওয়ার্ড	
চাকমারকুল	নাই	-	-	
রশিদনগর ২৯টি	উল্টাখালী ২টি ব্রীজ	উল্টাখালী খাল	৯নং ওয়ার্ড	কাজ করে
	বড় ধলীরছড়া ৬টি ব্রীজ	বড় ধলীরছড়া খাল	৩নং ওয়ার্ড	
	কাহাতিয়া ব্রীজ উঃ কাহাতিয়া পাড়া ২টি ব্রীজ		২নং ওয়ার্ড	
	মাছেয়াখালী ব্রীজ	মাছোয়াখালী খাল	১নং ওয়ার্ড	
	হামির পাড়া ব্রীজ কাদমর পাড়া ২টি ব্রীজ,		৫নং ওয়ার্ড	
	থলিয়ারঘোনা ৩টি ব্রীজ নাছিরা পাড়া ৩টি ব্রীজ	থলিয়ারঘোনা খাল	৬নং ওয়ার্ড	
	পাহাড়তলী ব্রীজ		৪নং ওয়ার্ড	

ইউনিয়নের	ব্রীজের নাম	অবস্থান/ কোন নদী বা খালের উপরে	ওয়ার্ড	কাজ করে কিনা
	পানির ছড়া ৬টি ব্রীজ **জেটি রাস্তায় ব্রীজ**	পানির ছড়া খাল	৭নং ওয়ার্ড ৮নং ওয়ার্ড	
ফতেখাঁরকুল **৩টি**	বাইপাস চা বাগান ব্রীজ উত্তর মিঠাছড়ি ব্রীজ জুলেখার পাড়া রাজারকুল ব্রীজ	বাকখালী নদী সংলগ্ন ।	৭নং ওয়ার্ড ৮নং ওয়ার্ড ১নং ওয়ার্ড	কাজ করে ।

• কালভার্ট ও পাইপ কালভার্ট:

রামু উপজেলায় মোট ৩৭৬টি কালভার্ট ও পাইপ কালভার্ট আছে । এগুলো খাল, খাল সংলগ্ন রাস্তা ও জমির পানি প্রবাহকে সহায়তা করে থাকে । নীচে ইউনিয়নভিত্তিক কালভার্ট ও পাইপ কালভার্ট সমূহের তথ্য প্রদান করা হলো:

ইউনিয়ন	কালভার্ট	কোন নদী বা খালের উপরে	ওয়ার্ড	কাজ করে কিনা
ঈদগড়	৭৫টি ।	রেনুর ছড়া খাল, চেংছড়ি খাল ও চিকনির ছড়ার খালের সংলগ্ন	১ - ৯নং ওয়ার্ড	কাজ করে
কাউয়ারখোপ	৪৯টি	উখিয়ারঘোনা প্রাইমারী স্কুল খালে- ৯টি, কালু বাপের ঘোনা রাস্তার খালে-২টি, স্কুল পাড়া রাস্তায়-১টি, সওদাগর পাড়া রাস্তা সংলগ্ন খালে- ১টি, লামার পাড়া রাস্তা-১টি, উখিয়ার ঘোনা গর্জনিয়া রাস্তা-৯টি, ঝরণারঘোনা রাস্তায়-২টি, উখিয়ারঘোনা কাউয়ারখোপ রাস্তায়-৭টি, ঢেভারকুল রাস্তায়-২টি, ধনুরপাড়া রাস্তায়-১টি, হাসান বদ্দার রাস্তায়-১টি, মালেকুজ্জামান রাস্তায় -১টি, পূর্ব কাউয়ারখোপ রাস্তায় -১টি, ভিলিজার পাড়া রাস্তায় -২টি, মইশকুম পাড়ায়-১টি, পূর্ব মনিরঝিল পাহাড় পাড়া-১টি, মধ্যম মনিরঝিল ঢেবা রাস্তায়-৩টি, পশ্চিম মনিরঝিল মাদ্রাসার পাশে-২টি, পশ্চিম সোনাইছড়ি- ২টি ।	১ - ৯নং ওয়ার্ড	কাজ করে
খুনিয়াপালং	৮৭টি	ধুইল্যাছড়ি খালের সংলগ্নে-৪৫টি, রেজুর খালের সংলগ্নে- ১৮টি, কালার পাড়া খালের সংলগ্নে-৯টি, ধোয়াপালং খালের	১ - ৯নং ওয়ার্ড	কাজ করে ।

ইউনিয়ন	কালভার্ট	কোন নদী বা খালের উপরে	ওয়ার্ড	কাজ করে কিনা
		সংলগ্নে-৭টি ও গোয়ালিয়া পালং নদী সংলগ্নে- ৮টি ।		
জোয়ারিয়ানালা	৫টি	চৌধুরী পাড়া থেকে নুনাছড়ি খাল, নন্দাখালী উত্তর মাথায় নুনাছড়ি খাল, সিকদার পাড়া থেকে নুনাছড়ি খাল, পূর্ব নুনাছড়ি থেকে নুনাছড়ি খাল, ফরেষ্ট বিট হতে নুনাছড়ি খাল ।	১, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড	কাজ করে
কচ্ছপিয়া	৪৭টি	দোছড়ি খাল, ছোট জাংছড়ি খাল, বড় জাংছড়ি খাল বাকখালী খালে ও খাল সংলগ্ন রাস্তায় ।	১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড	কাজ করে
দক্ষিণ মিঠাছড়ি	৫০টি	বাকখালী ও কাটাখালের উপর এবং খাল সংলগ্ন রাস্তায় ।	১ - ৯নং ওয়ার্ড	কাজ করে
গর্জনিয়া	৪৬টি	গর্জনিয়া খাল, থিমছড়ি খাল, ছোট গর্জনিয়া খাল, বাকখালী খাল ও রাঙ্গামাইট্টা খালের উপর এবং খাল সংলগ্ন রাস্তায় ।	১ - ৮নং ওয়ার্ড	কাজ করে
রাজারকুল	১৬টি	কাটাখালী খাল ও খাল সংলগ্ন রাস্তায় এবং বাকখালী নদীর সংলগ্নে	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড	কাজ করে
চাকমারকুল	৪০টি	পাতলী খাল, ফারিরখাল ও বাকখালী খাল ও খাল সংলগ্ন রাস্তায়	১ - ৯নং ওয়ার্ড	কাজ করে
রশিদনগর	৩টি	উল্টাখালী খাল, বড় ধলীর ছড়া খাল ও মাছোয়াখালী খাল সংলগ্ন	৯, ৩ ও ১নং ওয়ার্ড	কাজ করে
ফতেখাঁরকুল	নাই	-	-	-

- **রাস্তা:**

রামু উপজেলা সদরের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ রাস্তা পাকা । বিগত ৫- ১০ বছরের মধ্যে এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে । তবে উপজেলার সব ইউনিয়নের ভিতরের যোগাযোগ খুব একটা ভালো নয় । মূল রাস্তা থেকে প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ইট বিছানো ও কাঁচা রাস্তা । অধিকাংশ স্থানে ইট সরে যাওয়া/ ইট খয়ে যাওয়ায় যাতায়াত বেশ অসুবিধায় পড়তে হয় । এই উপজেলায় মোট রাস্তা প্রায় **৮৫৭.৫** কিলোমিটার । এর মধ্যে পাকা রাস্তা প্রায় **৯৭.৫** কিলোমিটার, HBB রাস্তা প্রায় **২১৬.৫** কিলোমিটার এবং কাঁচা (মাটির) রাস্তা প্রায় **৫৪৩.৫** কিলোমিটার । ইউনিয়নভিত্তিক রাস্তার তথ্য তুলে ধরা হলো:

ইউনয়ন	কোথা হতে কোথা পর্যন্ত	কিলোমিটার ও উচ্চতা	ওয়ার্ড	বন্যামুক্ত কিনা	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
ঈদগড়	পাকা রাস্তা: ঈদগড় বাজার হতে বাইশারী রাস্তার মাথা	১২ কি:মি:	২, ৩, ৪, ৭, ৮ ও ৯ নং	বন্যামুক্ত	বসতবাড়ির কাছাকাছি উঁচু

ইউনয়ন	কোথা হতে কোথা পর্যন্ত	কিলোমিটার ও উচ্চতা	ওয়ার্ড	বন্যামুক্ত কিনা	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	পর্যন্ত HBB: ঈদগড় হতে বৌঘাট পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা: প্রতিটি ওয়ার্ডের গ্রাম্য পথ	 ৫ কি:মি: ৩০ কি:মি:	ওয়ার্ড ১, ৩, ৪,৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড ১- ৯নং ওয়ার্ড		রাস্তায় তাৎক্ষণিক আশ্রয় নিয়ে থাকে ।
কাউয়ারখোপ	পাকা রাস্তা: ৮নং ওয়ার্ডে HBB: ২, ৩, ৫, ৬, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ডে কাঁচা রাস্তা: প্রতিটি ওয়ার্ডের গ্রাম্য পথ	৩ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৭ফুট ১১ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৬ফুট ৩০কিঃমিঃ	৮নং ওয়ার্ড ২, ৩, ৫, ৬, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড ১- ৯নং ওয়ার্ড	আংশিক প্লাবিত হয়	ঐ
খুনিয়াপালং	পাকা রাস্তা: রামু সড়ক থেকে মরিচ্যা সড়ক পর্যন্ত । HBB: ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের সাথে সংযোগ কাঁচা রাস্তা: প্রতিটি ওয়ার্ডের গ্রাম্য পথ	১২ কিঃমিঃ উচ্চতা ১০ ফিট । ৩২.৫ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৪ ফুট ১২৫ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৩ - ৬ ফুট পর্যন্ত	১, ২, ৩ ও ৪নং ওয়ার্ড ১- ৯নং ওয়ার্ড ১- ৯নং ওয়ার্ড	আংশিক প্লাবিত হয়	ঐ
জোয়ারিয়ানালা	পাকা রাস্তা: ঘোনাপাড়া রাস্তা মাথা হতে মইশকুম ব্রীজ পর্যন্ত, মাদ্রাসা গেইট হতে পূর্ব জোয়ারিয়ানালা স্কুল পর্যন্ত ও চা বাগান হতে ভাবনাকেন্দ্র পর্যন্ত HBB: ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের সাথে সংযোগ কাঁচা রাস্তা: প্রতিটি ওয়ার্ডের গ্রাম্য পথ	৩ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৪ ফুট । ২৯ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৪ ফুট ৫৭.৫ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৩ - ৯ ফুট পর্যন্ত	ইউনিয়নের ৫ ও ২নং ওয়ার্ড ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭ ও ৯নং ওয়ার্ড ১- ৯নং ওয়ার্ড	বন্যামুক্ত	ঐ
কচ্ছপিয়া	পাকা রাস্তা: ৩নং ওয়ার্ড ডাক বাংলো থেকে ৯নং ওয়ার্ড দঃ মৌলভীকাটা শেষ মাথা পর্যন্ত	১৬ কিঃমিঃ । উচ্চতা ৪ ফুট ।	২, ৩ ও ৯নং ওয়ার্ড	আংশিক প্লাবিত হয়	ঐ

ইউনয়ন	কোথা হতে কোথা পর্যন্ত	কিলোমিটার ও উচ্চতা	ওয়ার্ড	বন্যামুক্ত কিনা	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	৮কিলোমিটার ও ডাক বাংলো থেকে ২নং ওয়ার্ড দোছড়ি পর্যন্ত ৮ কিলোমিটার HBB: ইউনিয়নের ১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ডের সাথে সংযোগ কাঁচা রাস্তা: প্রতিটি ওয়ার্ডের গ্রাম্য পথ	৪ কিঃমিঃ উচ্চতা ৩ ফুট ৯১ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৩ ফুট	১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ড ১- ৯নং ওয়ার্ড		
দক্ষিণ মিঠাছড়ি	পাকা রাস্তা: কাড়িমাথা হতে সাইফুল ইসলাম চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত HBB: ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের সাথে সংযোগ কাঁচা রাস্তা: পানেরছড়া হতে উমখালী ছিদ্দিকের দোকান পর্যন্ত এবং ৫ ও ৭নং ওয়ার্ড।	৩ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৭ ফুট ১৮ কিঃমিঃ। উচ্চতা ৬ ফুট ২৫ (১৪+১১) উচ্চতা ৬ ফুট	ইউনিয়নের ইউনিয়নের ২-৭নং ওয়ার্ড ১- ৯নং ওয়ার্ড ৪, ৫ ও ৭নং ওয়ার্ড	আংশিক প্লাবিত হয়	ঐ
গর্জনিয়া	পাকা রাস্তা: ৮নং ওয়ার্ড হতে ৯নং ওয়ার্ড পর্যন্ত HBB: ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের সাথে সংযোগ কাঁচা রাস্তা: প্রতিটি ওয়ার্ডের গ্রাম্য পথ	১০ কিঃমিঃ উচ্চতা ৫ ফুট ১০ কিঃমিঃ উচ্চতা ৪ ফুট ৮১ কিঃমিঃ উচ্চতা ৩ফুট	৮ ও ৯নং ওয়ার্ড ১- ৯নং ওয়ার্ড ১- ৯নং ওয়ার্ড	পাকা ২ কিঃমিঃ, HBB ১.৫ কিঃমিঃ ও কাঁচা ২.৫ কিঃমিঃ বন্যামুক্ত, বাকী ৯৫ কিঃমিঃ বন্যামুক্ত নয়	ঐ
রাজারকুল	পাকা রাস্তা: ৭নং ওয়ার্ডের কিছু অংশ HBB: ২ ও ৭ নং ওয়ার্ডের সাথে সংযোগ কাঁচা রাস্তা: প্রতিটি ওয়ার্ডের গ্রাম্য পথ	৮.৫ কিঃমিঃ, উচ্চতা ১০ ফুট। ১৩ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৮ ফুট। ৫৫কি:মি:, ৬ ফুট।	৭নং ওয়ার্ড ২ ও ৭নং ওয়ার্ডে ১- ৯নং ওয়ার্ড	বন্যার সময় পাকা, HBB ও কাঁচা রাস্তার সব ডুবে যায়।	ঐ
চাকমারকুল	পাকা রাস্তা: ৯, ২, ১ ও ৬নং ওয়ার্ডের HBB: ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের সাথে সংযোগ	১১ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৪ ফুট। ২৬ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৬ ফুট। ১৭ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৩ ফুট	৯, ২, ১ ও ৬নং ওয়ার্ড ১ - ৯নং ওয়ার্ড	আংশিক প্লাবিত হয়	ঐ

ইউনয়ন	কোথা হতে কোথা পর্যন্ত	কিলোমিটার ও উচ্চতা	ওয়ার্ড	বন্যামুক্ত কিনা	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
	কাঁচা রাস্তা: প্রতিটি ওয়ার্ডের গ্রাম্য পথ		১ - ৯নং ওয়ার্ড		
রশিদনগর	পাকা রাস্তা: উল্টাখালী, পানিরছড়া হতে ভাড়োয়াখালী পর্যন্ত ও মাছোয়াখালী HBB: উল্টাখালী, ধলীরছড়া-মুড়াপাড়া, পানিরছড়া, বড় ধলীরছড়া, কাহাতিয়া পাড়া, উঃ কাহাতিয়া পাড়া, কাদমর পাড়া, মাছোয়াখালী ও নাছিয়া পাড়া-থলিয়ারঘোনা কাঁচা রাস্তা: প্রতিটি ওয়ার্ডের গ্রাম্য পথ	৯ কিঃমিঃ। উচ্চতা ২ ফুট ৩২ কিঃমিঃ। উচ্চতা ২ ফুট ২৫ কিঃমিঃ। উচ্চতা ২ - ৬ ফুট	৯, ৭ ও ১নং ওয়ার্ড ৯, ৮, ৭, ৩, ২, ৪, ৫, ১ ও ৬নং ওয়ার্ড ১ - ৯নং ওয়ার্ড	আংশিক প্লাবিত হয়	ঐ
ফতেখাঁরকুল	পাকা রাস্তা: চৌমুহনী বাইপাস হতে লম্বা ব্রীজ পর্ন্ত, বাইপাস হতে পশ্চিম মেরংলোয়া সাইক্লোন সেল্টার, চৌমুহনী হতে জাদীমুরা, চৌমুহনী হতে তেচ্ছিপুল, তেচ্ছিপুল হতে ফজল আম্বিয়া স্কুল ও অফিসের চর হতে লম্বা ব্রীজ পর্যন্ত। HBB: : ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের সাথে সংযোগ কাঁচা রাস্তা: উল্লেখিত ওয়ার্ডের গ্রাম্য পথ	১০ কিঃমিঃ, উচ্চতা ৫ ফুট। ৩৬ কিঃমিঃ, উচ্চতা ২ ফুট। ৭ কিঃমিঃ, উচ্চতা ২ ফুট	ইউনিয়নের ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড ১ - ৯নং ওয়ার্ড ৩, ৫, ৬, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড	আংশিক প্লাবিত হয়	ঐ

- **সেচ ব্যবস্থা:**

রামু উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে সেচ কাজের জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপ এবং শ্যালো মেশিন ব্যবহার করা হয়। নিম্নে ইউনিয়নভিত্তিক তথ্য তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়ন	গভীর নলকুপ	অগভীর নলকুপ	শ্যালো মেশিন
ঈদগড়	১৭ টি	২৭৫টি	১৫টি
কাউয়ারখোপ	২০টি	৫০টি	১৩টি

খুনিয়াপালং	১৫০টি	৫০ টি	৫ টি
জোয়ারিয়ানালা	৮টি	১২টি	১টি (রাবার ড্যাম)
কচ্ছপিয়া	১০টি	২০টি	১৬টি
দক্ষিণ মিঠাছড়ি	১৫টি	১২টি	১৩টি
গর্জনিয়া	১০টি	২০টি	১৬টি
রাজারকুল	১৩টি	১০টি	২০টি
চাকমারকুল	২৯টি	২৬৫টি	০০
রশিদনগর	৭১টি	১৩টি	১১টি
ফতেখাঁরকুল	৯টি	১৩টি	
মোট	৩৫২ টি	৭৪০টি	১২০টি

- **হাটবাজার:**

পূর্বে রামু উপজেলার জনগণ শুধুমাত্র সাপ্তাহিক হাটের উপর নির্ভরশীল ছিল। ক্রমান্বয়ে আধুনিকতার ছোঁয়ায় বিগত ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে সাপ্তাহিক হাটের পাশাপাশি উপজেলায় বড় ও ছোট মিলিয়ে বাজারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এইসব হাট বাজারে জনগণ তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় ও বিক্রয় করে থাকে। উপজেলায় বড় ধরণের হাট বাজারের সংখ্যা প্রায় ২৫টি। নিম্নে ইউনিয়ন ভিত্তিক হাট বাজারের তথ্য তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়নে	হাট/ বাজারের নাম	হাট বার	দোকান সংখ্যা	সমিতি আছে কিনা	বন্যামুক্ত কিনা
ঈদগড়	**ঈদগড় বাজার** (এছাড়াও রাস্তার ধারে, রাস্তার মোড়ে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট বাজার, যেখানে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন জিনিস কেনা কাটা করা হয়)।	শুক্রবার ও সোমবার	৩৪০টি	২টি আছে	হ্যাঁ
কাউয়ারখোপ	**কাউয়ারখোপ বাজার** (এছাড়াও রাস্তার ধারে, রাস্তার মোড়ে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট বাজার, যেখানে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন	সোমবার ও মঙ্গলবার	৯০টি	আছে	পানি জমে তবে দ্রুত নেমে যায়।

ইউনিয়নে	হাট/ বাজারের নাম	হাট বার	দোকান সংখ্যা	সমিতি আছে কিনা	বন্যামুক্ত কিনা
	জিনিস কেনা কাটা করা হয়) ।				
খুনিয়াপালং	**পশ্চিম ঢেচুয়াপালং** (এছাড়াও রাস্তার মোড়ে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট বাজার, যেখানে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন জিনিস কেনা কাটা করা হয়) ।	রবিবার ও বুধবার	১৫০টি	৫টি আছে	আংশিক প্লাবিত হয় ।
জোয়ারিয়ানালা	**চা বাগান ও জোয়ারিয়ানালা বাজার** **মৌলভী বাজার** (এছাড়াও রাস্তার ধারে, রাস্তার মোড়ে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট বাজার, যেখানে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন জিনিস কেনা কাটা করা হয়) ।	সোমবার ও শুক্রবার রবিবার ও বৃহস্পতিবার	২৫০টি	২টি আছে	পানি জমে তবে দ্রুত নেমে যায় ।
কচ্ছপিয়া	**গর্জনিয়া** বাজার (এছাড়াও রাস্তার ধারে, রাস্তার মোড়ে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট বাজার, যেখানে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন জিনিস কেনা কাটা করা হয়) ।	সোমবার ও বৃহস্পতিবার ।	৫০০টি	৫টি আছে	পানি জমে তবে দ্রুত নেমে যায় ।
দক্ষিণ মিঠাছড়ি	**কাডির মাথা বাজার** পানেরছড়া, উমখালী ও ছিদ্দিকের বাজার	শুক্রবার ও মঙ্গলবার প্রতিদিন	২০০০টি	২৫টি আছে	আংশিক প্লাবিত হয় । তবে কম সময়ে পানি নেমে যায় ।
গর্জনিয়া	**থিমছড়ি বাজার** বেলতলী টাইম বাজার ও নয়া বাজার	শুক্রবার ও মঙ্গলবার প্রতিদিন	২০০টি	৪টি আছে	আংশিক প্লাবিত হয় । তবে কম

ইউনিয়নে	হাট/ বাজারের নাম	হাট বার	দোকান সংখ্যা	সমিতি আছে কিনা	বন্যামুক্ত কিনা
					সময়ে পানি নেমে যায় ।
রাজারকুল	**রাজারকুল** ইউনিয়নে শিকলঘাট, পঞ্জেখানা ও পাল পাড়া বাজার	প্রতিদিন	১০৫টি	৪টি আছে	আংশিক প্লাবিত হয় । তবে কম সময়ে পানি নেমে যায় ।
চাকমারকুল	**কলঘর বাজার** (কলঘর বাজারে প্রতিদিন বাজারও বসে । এছাড়াও রাস্তার ধারে, রাস্তার মোড়ে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট বাজার, যেখানে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন জিনিস কেনা কাটা করা হয়) ।	শুক্রবার ও সোমবার	১৭০টি	৫টি আছে	আংশিক প্লাবিত হয় । তবে কম সময়ে পানি নেমে যায় ।
রশিদনগর	**পানিরছড়া মামুন মিয়ার বাজার, নতুন বাজার** জেটির রাস্তার বাজার, মাছোয়াখালী বাজার (মাদ্রাসার সামনে), **উল্টাখালী বাজার**	বুধবার ও শনিবার, রবিবার প্রতিদিন	২০০	৩টি আছে	পানি জমে তবে দ্রুত নেমে যায় ।
ফতেখাঁরকুল	**ফকিরা বাজার তেমুহনি শিকলঘাট মধ্যম মেরংলোয়া** হাট	শনিবার ও মঙ্গলবার প্রতিদিন	২০০০	১০টি আছে	আংশিক প্লাবিত হয় ।

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

- **ঘরবাড়ি:**

উপজেলা সদরের মধ্যে ঘরবাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনার অনেকাংশই বিল্ডিং, পাকা ও আধাপাকা । সদরের বাইরে এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে পাকা ঘরবাড়ির সংখ্য খুবই কম । সেখানে স্কুল, মসজিদসহ বিভিন্ন স্থাপনা পাকা ও আধা পাকা হলেও অধিকাংশ বাড়ি ঘর আধা পাকা, কাঁচা ও ঝুঁপড়ি । বাঁশ, ছন, কাঠ, টিন, মাটি, ইট-বালি-

সিমেন্ট, বেড়া, ত্রিপল দিয়ে বাড়ি ঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। উপজেলায় মোট ঘরের সংখ্যা প্রায় ৪৮৫৫৪টি। এর মধ্যে বিল্ডিং ও পাকা ঘরের সংখ্যা প্রায় ৫৩১টি (ইট-বালি-সিমেন্ট, টিন, কাঠ), আধাপাকা প্রায় ১২৩০৭টি (ইট, টিন, কাঠ, বাঁশ), কাঁচা প্রায় ৩৫০১৬টি (বেড়া, মাটি, ইট, ত্রিপল, বাঁশ, ছন, টিন) ও ঝুঁপড়ি ৬০০টি (বেড়া, ত্রিপল, নাড়া, মাটি)। নিম্নে ইউনিয়নভিত্তিক ঘরের তথ্য তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়ন	মোট বাড়ির সংখ্যা	কাঁচা (বেড়া, মাটি, ত্রিপল, বাঁশ, ছন, টিন)।	আধাপাকা (ইট, টিন, কাঠ, বাঁশ)	পাকা দালান (ইট, টিন, কাঠ)
ঈদগড়	৩৪৩৭টি	৩০০২টি	৩৫০টি	৮৫টি
কাউয়ারখোপ	৪৩৭৩টি	৩৩১৮টি	১০৩০টি	২৫টি
খুনিয়াপালং	৪৬৬৬টি	৪০০৬	২৪৫০টি	১০টি
জোয়ারিয়ানালা	৪৭৮৭টি	৩১০২টি	১৬৫০টি	৩৫টি
কচ্ছপিয়া	৫০৪৯টি	৩৪২৯টি	১৫৭০টি	৫০টি
দক্ষিণ মিঠাছড়ি	৪৪৬৬টি	৩০০৬টি	১৩৬১টি	৯৯টি
গর্জনিয়া	৪১৭৯টি	৩৭০৪টি	৪২০টি	৫৫টি
রাজারকুল	৩৭৫০	৩৫৪০টি	১৬০টি	৫০টি
চাকমারকুল	২৬১১টি	১৫৭০টি	১০১৬টি	২৫টি
রশিদনগর	৩০২৭টি	১৯০০টি	১১০০টি	২৭টি
ফতেখাঁরকুল	৫৭৫৯টি	৪৪৮৯টি	১২০০টি	৭০টি

- **পানি:**

উপজেলাসহ সব ইউনিয়নের খাবার পানির উৎসগুলো হলো গভীর ও হস্তচালিত নলকূপ (টিউবওয়েল)। পূর্বে উপজেলার জনগণ খাবার ও ব্যবহারের পানির জন্য স্বল্প সংখ্যক টিউবওয়েলসহ পুকুর, নদী, খাল ও ছড়ার উপর নির্ভরশীল ছিল। পরবর্তীতে ব্যাপকহারে হস্তচালিত নলকূপ (টিউবওয়েল) ও গভীর নলকূপ ব্যবহারের মাত্রা বাড়তে থাকে। উপজেলায় পানি ব্যবহার করে এমন নলকূপের সংখ্যা প্রায় ২২২৪০টি। এর মধ্যে ভাল প্রায় ১৪০৫০টি ও নষ্ট প্রায় ৮১৯০টি, বন্যা লেভেলের উপরে থাকে প্রায় ৮৬১২টি এবং বন্যার সময় ব্যবহার উপযোগী থাকে প্রায় ৮৩৩৫টি। উপজেলার প্রায় ৯০% অধিবাসী নলকূপের পানি ব্যবহার করে থাকে। নিম্নে ইউনিয়নভিত্তিক নলকূপের তথ্য তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়ন	মোট	ভাল	নষ্ট	বন্যার লেভেলে উপরে
ঈদগড়	২৭৫টি	২০৫টি	৭০টি	২০৫টি
কাউয়ারখোপ	৯৯০টি	৮৬৫টি	১২৫টি	৫৬৫টি
খুনিয়াপালং	৪০২০টি	২০২০টি	২০০০টি	১৯৫০টি
জোয়ারিয়ানালা	১৮৭০টি	১০৯৫টি	৭৭৫টি	৯২০টি
কচ্ছপিয়া	৪৫০০টি	২৯৫০টি	১৫৫০টি	১৫০০টি

দক্ষিণ মিঠাছড়ি	২৬০০টি	২০৫৫টি	৫৪৫টি	৫৫টি
গর্জনিয়া	১২০০টি	৯৪০টি	২৬০টি	৮৪০টি
রাজারকুল	২৫০০টি	১৫৫৫টি	৯৪৫টি	৬১০টি
চাকমারকুল	৪৫০টি	৩৯০টি	৬০টি	৯২টি
রশিদনগর	১৮৮৫টি	৯৩৫টি	৯৫০টি	৮২৫টি
ফতেখাঁরকুল	১৯৫০টি	১০৪০টি	৯১০টি	৯৮০টি

- **পয়ঃ নিস্কাশন ব্যবস্থা:**

পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থায় রামু উপজেলার প্রায় সকল ইউনিয়নের জনগণ অনেকটা পিছিয়ে। উপজেলায় প্রায় ৪০১৪৫টি ল্যাট্রিরের মধ্যে হলো ১৯৯১০টি স্বাস্থ্যসম্মত/ পাকা এবং ২১২৩৫টি খোলা/ কাঁচা। উপজেলায় স্বাস্থ্যসম্মত/ পাকা ল্যাট্রিন ব্যবহারের হার ৪৮%। ল্যাট্রিনগুলো অধিকাংশই একটু শিক্ষিত ও সচেতন লোকের বাড়িতে আছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কোন কোন বাড়িতে কিছু স্বাসাথ্যসম্মত ল্যাট্রিন তৈরি করে দিয়েছে। মোট ল্যাট্রিনের মধ্যে বন্যা লেভেলের উপরে থাকে প্রায় ৭৬৮২টি এবং **বন্যার সময়ে ব্যবহার উপযোগী থাকে** ৭৫৫৩টি। এখনো প্রায় ৫% পরিবার মল-মুত্র ত্যাগ করার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ব্যবহার করে না, খোলা জায়গায় প্রাকৃতিক কাজ সম্পন্ন করে থাকে, যা খুবই অস্বাস্থ্যকর। নিম্নে ইউনিয়নভিত্তিক পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা/ ল্যাট্রিন এর তথ্য তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়ন	মোট (প্রায়)	স্বাস্থ্যসম্মত	স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের হার	বন্যার লেভেলে উপরে	বন্যার সময়ে ব্যবহার উপযোগী
ঈদগড়	৩২০০টি	১৫৮০টি	৪৯%	৪৩৫টি	১১৪৫টি
কাউয়ারখোপ	৪১৮০টি	১৫৭০টি	৩৮%	৮৯০টি	৮৯০টি
খুনিয়াপালং	৪৬২০টি	২০৩০টি	৪৪%	৪৪৫টি	৪০০টি
জোয়ারিয়ানালা	৪৬৫০টি	১৪৯৫টি	৩২%	৬৮৫টি	৬৮৫টি
কচ্ছপিয়া	৪৯০০টি	২৩৭০টি	৪৮%	৯৫০টি	৯৫০টি
দক্ষিণ মিঠাছড়ি	৪৩০০টি	২০৩৩টি	৪৭%	৫১৫টি	২২৯টি
গর্জনিয়া	৪০৯০টি	২০২৫টি	৫০%	৯৫০টি	৯৫০টি
রাজারকুল	৩৫৫০টি	১৭৫৪টি	৪৯%	৯৫৪টি	২১০টি
চাকমারকুল	২৫৯০টি	১০০০টি	৩৯%	৫৪৭টি	৩৪৭টি
রশিদনগর	২৯০০টি	১০০৮টি	৩৫%	৩৩৬টি	৭৭২টি
ফতেখাঁরকুল	৫৬১৫টি	৩০৪৫টি	৫৪%	৯৭৫টি	৯৭৫টি

- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ পাঠাগার:**

বিগত ১৫/২০ বছরে উপজেলার শিক্ষার সার্বিক অবস্থা ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৯১ সালের পর থেকে শিশু শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। উপজেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ ৭৫টি, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ ৩টি, বে-সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ঃ ৬টি, স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ঃ ১টি, কে, জি স্কুলঃ ১৪টি, উচ্চ বিদ্যালয়ঃ ১২টি, বালক উচ্চ বিদ্যালয়ঃ ২টি, বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ঃ ২টি, কলেজঃ ২টি, মাদ্রাসাঃ ১৮টি, টিচিং ইনষ্টিটিউটঃ ১টি। ইউনিয়নভিত্তিক উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চিত্র তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়ন	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
ঈদগড়	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হাসনাকাটা সঃ প্রাঃ বিঃ	৪৬০ জন	৪ জন	২নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		ঈদগড় সঃ প্রাঃ বিঃ	৯৭৪ জন	৯ জন	৪নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		বড়বিল সঃ প্রাঃ বিঃ	৫০০ জন	৮জন	৬নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		করলিয়ামুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	৪০৫ জন	৪ জন	৯নং ওয়ার্ড	না
	বে-সরকারী	ঈদগড় এমবি উচ্চ বিঃ	৬০৫ জন	৯ জন	৪নং ওয়ার্ড	না
		ধুমছাকাটা কমিউনিটি প্রাঃ বিঃ	২৯৯ জন	৩ জন	১নং ওয়ার্ড	না
		বদরমোকারম ফেরদৌসিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৭১০ জন	১৪ জন	৩নং ওয়ার্ড	না
কাউয়ারখোপ	সরকারী	মনিরঝিল সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৩৩৩ জন	৫ জন	২নং ওয়াড	হ্যাঁ
		কাউয়ারখোপ মডেল সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৯২৯ জন	১১ জন	২নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		কাউয়ারখোপ টিলাপাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৫৮০ জন	৮জন	৮নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
	বে-সরকারী	মইশকুম আলহাজ ওসমান সরওয়ার আলম চৌঃ বেঃ প্রাঃ বিঃ	৩০০ জন	০৭ জন	৪নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		লর্ড উখিয়ারঘোনা বেঃ কমিউনিটি প্রাঃ বিঃ	৩৫০জন	৪ জন	৭নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		উখিয়ারঘোনা সওঃ পাড়া স্যাটেলাইট প্রাঃ বিঃ	১২০ জন	২ জন	৮নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		কাউয়ারখোপ হাকিম রকিমা উচ্চ বিদ্যালয়	৭০০ জন	১৩ জন	৫নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		কাউয়ারখোপ মডেল কেজি স্কুল	১৩০ জন	০৬ জন	৫নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
খুনিয়াপালং	সরকারী	দারিয়ারদীঘি সঃ প্রাঃ বিঃ	৭৩৬ জন	৮জন	১নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		কালারপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	৬৬৭ জন	৫ জন	২নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		খুনিয়াপালং সঃ প্রাঃ বিঃ	৫৮৫ জন	৯ জন	৩নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		ধেচুয়াপালং সঃ প্রাঃ বিঃ	৪০৫ জন	৮ জন	৫নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		পেঁচারদ্বীপ সঃ প্রাঃ বিঃ	৫০৮ জন	৭ জন	৯নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ

ইউনিয়ন	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
		পূর্ব দারিয়ারদীঘি সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৪৩৫ জন	৫ জন	১নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		গোয়ালিয়াপালং সঃ প্রাঃ বিঃ	৯০০ জন	৭ জন	৮নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		আল-ফুয়াদ সঃ প্রাঃ বিঃ	৪৫০ জন	৪ জন	৬নং ওয়ার্ড	না
		পূর্ব গোয়ালিয়াপালং সঃ প্রাঃ বিঃ	৩০০ জন	৩ জন	৭নং ওয়ার্ড	না
		ধোয়াপালং সঃ প্রাঃ বিঃ	৪০০ জন	৪ জন	৭নং ওয়ার্ড	না
	বে-সরকারী	আল-ফুয়াদ একাডেমী	৫১০ জন	১০ জন	৬নং ওয়ার্ড	না
		ধেচুয়াপালং উচ্চ বিদ্যালয়	৩৪৫ জন	৪ জন	৪নং ওয়ার্ড	না
		গোয়ালিয়াপালং উচ্চ বিঃ	১৯২ জন	৬ জন	৮নং ওয়ার্ড	না
		রহমানিয়া মদিলা তালুলুম দাখিল মাদ্রাসা	৩০৫ জন	১৪ জন	৪নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
জোয়ারিয়ানালা	সরকারী	নোনাছড়ি সঃ প্রাঃ বিঃ	৩৭৯ জন	৭জন	৪নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		জোয়ারিয়ানালা সঃ প্রাঃ বিঃ	৫৯৩ জন	৮জন	৭নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		ঘোনারপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	৫৯৯ জন	৭জন	৫নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		নন্দাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	২৯৭ জন	৯জন	৩নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		পূর্ব নোনাছড়ি সঃ প্রাঃ বিঃ	৪০৬ জন	৪জন	৬নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		পঃ জোয়ারিয়ানালা সঃ প্রাঃ বিঃ	২৮৪ জন	৬জন	৬নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		পূর্ব জোয়ারিয়ানালা সঃ প্রাঃ বিঃ	২৬৭ জন	৪ জন	৫নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		উঃ মিঠাছড়ি সঃ প্রাঃ বিঃ	৭০৫ জন	৯জন	১নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
	বে-সরকারী	উঃ মিঠাছড়ি হেলথ বেঃ প্রাঃ বিঃ	২৪৫ জন	৪জন	২নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		জোয়ারিয়ানালা এইচ এম হাকিম উচ্চ বিঃ	৯৬৫ জন	১১ জন	৭নং ওয়ার্ড	না
		জোয়ারিয়ানালা বালিকা উচ্চ বিঃ	৩৫৭ জন	১০জন	৯নং ওয়ার্ড	না
কচ্ছপিয়া	সরকারী	কচ্ছপিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৩৭৮ জন	৪ জন	১নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		দোছড়ি সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৪২১ জন	৬ জন	২নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		গর্জনিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৬৮৯ জন	৯ জন	৩নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		ফাক্রিকাটা সঃ প্রাঃ বিঃ	৩১৪ জন	৫জন	৬নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		সুখমনিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	৪৩৩ জন	৫জন	৪নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		মৌলভী কাটা সঃ প্রাঃ বিঃ	২৪২ জন	৫জন	৯নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		বড়জাংছড়ি সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৩৩৩ জন	৪ জন	৮নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
	বে-সরকারী	কচ্ছপিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	৪০০ জন	১০ জন	৪নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
	রেজিষ্টার্ড	ঘিলাতলী রেজিষ্টার্ড প্রাঃ বিঃ	২০১ জন	৪ জন	১নং ওয়ার্ড	না

ইউনিয়ন	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
		ডাকভাংগা রেজিষ্টার্ড প্রাঃ বিঃ	২১৭ জন	৭ জন	৬নং ওয়ার্ড	না
দক্ষিণ মিঠাছড়ি	সরকারী	উমখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৫৩৩ জন	৬জন	৩নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		চেইন্দা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১০৬৮ জন	১০ জন	৯নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		পানেরছড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৭৯৯ জন	৯ জন	৫নং ওয়ার্ড	না
		দঃ মিঠাছড়ি সঃ প্রাঃ বিঃ	৭৯৮ জন	১০ জন	১নং ওয়ার্ড	না
		নিজের পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	৪৫০ জন	৫জন	৬নং ওয়ার্ড	না
		চেইন্দা রোশন আলী সঃ প্রাঃ বিঃ	৪১০ জন	৪জন	৮নং ওয়ার্ড	না
	বে-সরকারী	দঃ মিঠাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়	৫১৩ জন	১১ জন	১নং ওয়ার্ড	না
		চাইল্যাতলী উচ্চ বিদ্যালয়	৩০০ জন	৭জন	৮নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		চেইন্দা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	১৭০ জন	৫ জন	৮নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		দঃ মিঠাছড়ি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৪২০ জন	১৪ জন	৭নং ওয়ার্ড	না
	রেজিষ্টার্ড	বনতলা কমিউনিটি রেজিষ্টার্ড প্রাঃ বিদ্যালয়	৪০০ জন	১ জন	৭নং ওয়ার্ড	না
গর্জনিয়া	সরকারী	থোয়াংগাকাটা সঃ প্রাঃ বিঃ	৩১৬ জন	৪ জন	৩নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		জাউচ পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	৫০০ জন	৫ জন	৫নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		মাঝিরকাটা সঃ প্রাঃ বিঃ	৪৯৫ জন	৮ জন	৭নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		পোয়াংখেরখিল সঃ প্রাঃ বিঃ	৬১১ জন	৯জন	৭নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		ক্যজরবিল সঃ প্রাঃ বিঃ	২৪৯ জন	৪জন	৯নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		জুমছড়ি সঃ প্রাঃ বিঃ	৪১৩ জন	৪জন	২নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		বড়বিল সঃ প্রাঃ বিঃ	২৫৫ জন	৪জন	১নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
	বে-সরকারী	গর্জনিয়া হাকিমিয়া উচ্চ বিঃ	৪৬০ জন	১১ জন	৮নং ওয়ার্ড	না
		মাঝিরকাটা কিন্ডার গার্টেন মাদ্রাসা	১৮৪ জন	৭জন	৬নং ওয়ার্ড	না
		সিকদার পাড়া বিদ্যাপিঠ	৭০ জন	৫জন	৮নং ওয়ার্ড	না
রাজারকুল	সরকারী	রাজারকুল সঃ প্রাঃ বিদ্যাল	৫০২ জন	৭জন	১নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		পূর্ব রাজারকুল সঃ প্রাঃ বিঃ	৫১৭ জন	৫ জন	৯নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		নসরত আছিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	২৩৪ জন	৪ জন	৮নং ওয়ার্ড	না
		সিকদারকুল সঃ প্রাঃ বিঃ	৫০০ জন	৭ জন	৩নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
	বে-সরকারী	আলহাজ ফজল আম্বিয়া উচ্চ বিঃ	৭৬০ জন	১৪ জন	৬নং ওয়ার্ড	না
		মনসুর আলী সিকদার আইডিয়াল স্কুল	৩৯৪ জন	৭জন	৪নং ওয়ার্ড	না
		মাসুম মিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া আলিম মাদ্রাসা	৪০০ জন	১৬ জন	৪নং ওয়ার্ড	না

ইউনিয়ন	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
		রাজারকুল ইসলামিয়া বালিকা মাদ্রাসা	৩৫০ জন	১৪ জন	৭নং ওয়ার্ড	না
চাকমারকুল	সরকারী	দঃ চাকমারকুল সঃ প্রাঃ বিঃ	৫৫০ জন	১০ জন	৩নং ওয়ার্ড	না
		পূর্ব মোহমদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	৩৬৩ জন	০৪ জন	৭নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		জারাইলতলী সঃ প্রাঃ বিঃ	৫৮০ জন	১০ জন	৫নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		শ্রীমুড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৪৬০ জন	০৬ জন	৭নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		পঃ চাকমারকুল সঃ প্রাঃ বিঃ	৩৪০ জন	০৫ জন	৯নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
	বে-সরকারী	ভিডিএস একাডেমি	১০৫ জন	১৩ জন	৬নং ওয়ার্ড	না
		জারাইলতলী উচ্চ বিদ্যালয়	৭০০ জন	১৩ জন	৫নং ওয়ার্ড	না
রশিদনগর	সরকারী	উঃ কাহাতিয়া পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	৪৫০ জন	৭জন	২নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		ফরিদা রশিদ সঃ প্রাঃ বিঃ	৫৩০ জন	৪জন	৫নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		নাছিরাপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	৪০০ জন	৭জন	৬নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		ধলীরছড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৫৬০ জন	৮জন	৮নং ওয়ার্ড	না
		বড় ধলীরছড়া হাজী মতিউর রহমান সঃ প্রাঃ বিঃ	৩৯৭ জন	৫জন	৩নং ওয়ার্ড	না
		উল্টাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	৩৯৫ জন	৪জন	৯নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
	বে-সরকারী	রশিদনগর নাদেরুজ্জামান উচ্চ বিঃ	৮০৬ জন	১১জন	৫নং ওয়ার্ড	না
ফতেখাঁরকুল	সরকারী	২৯নং রামু কেন্দ্রীয় সঃ প্রাঃ বিঃ	৪৬৮ জন	০৮ জন	৭নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		৩০নং মেরংলোয়া মডেল সঃ প্রাঃ বিঃ	৪৯৯ জন	০৯জন	৮নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		৩১নং রামু সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	২৯০ জন	০৬ জন	৭নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		৩২নং দঃ ফতেখাঁরকুল সঃ প্রাঃ বিঃ	৬০৪ জন	০৮ জন	১নং ওয়ার্ড	না
		৩৩নং উঃ ফতেখাঁরকুল সঃ প্রাঃ বিঃ	৪৪৭ জন	০৬ জন	৯নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		৩৪নং রামু খিজারি বাঃ সঃ প্রাঃ বিঃ	৬৩০ জন	০৯ জন	৫নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		৩৫নং মন্ডল পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	৫৬৫ জন	০৯ জন	৪নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		৩৬নং লম্বরী পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	২৮৯ জন	০৬ জন	৩নং ওয়ার্ড	না
		৩৭নং পশ্চিম মেরংলোয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	২৮৯ জন	০৬ জন	৮নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		৫৪নং রামু উপজেলা আদর্শ সঃ প্রাঃ বিঃ	১২২ জন	০৪জন	৬নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ

ইউনিয়ন	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
		সাতঘরিয়ার পাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৩৪৭ জন	০৭ জন	৯নং ওয়ার্ড	না
	বে-সরকারী	রামু ডিগ্রী কলেজ	৫০০ জন	২৯ জন	৩নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		রামু গালর্স উচ্চ বিঃ	১৩৮৬ জন	৩২ জন	৭নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
		রামু খিজারি আদর্শ উচ্চ বিঃ	১১২৩ জন	২৭জন	৭নং ওয়ার্ড	না
		মেরংলোয়া রহমানিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা	৪০২ জন	১৩ জন	৬নং ওয়ার্ড	না
		এভারেষ্ট টিচিং ইনষ্টিটিউট	৪৮০ জন	১৫ জন	৬নং ওয়ার্ড	না
		রামু পাবলিক স্কুল	২৫৫ জন	০৯ জন	৬নং ওয়ার্ড	না
		রামু টেলেন্টেড স্কুল	১৪৪ জন	১০ জন	৬নং ওয়ার্ড	না

- **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান:**

রামু উপজেলায় মসজিদ আছে ৪৯৩টি, ক্যাং/ প্যাগোডা ১৭টি ও মন্দির ৩২টি । নিম্নে ইউনিয়নভিত্তিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তথ্য তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়ন	মসজিদ/ মন্দির/ গীর্জা/ ক্যাং এর সংখ্যা	ওয়ার্ড	বন্যামুক্ত কিনা	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
ঈদগড়	মসজিদ ৯০টি । ক্যাং: ১টি	৯টি ওয়ার্ডেই মসজিদ আছে । ক্যাং আছে ৬নং ওয়ার্ডে ।	হ্যাঁ	উঁচু জায়গায় হওয়ায় পানি বেশী সময় থাকে না ।
কাউয়ারখোপ	মসজিদ: ৩৮টি মন্দির: ১টি ক্যাং: ২টি	৯টি ওয়ার্ডেই মসজিদ আছে । মন্দির আছে ৫নং ওয়ার্ডে ক্যাং আছে ৭ ও ৮নং ওয়ার্ডে ।	না	বন্যার সময় পানি উঠে, তবে বন্যার পরবর্তীতে পানি নেমে যায় ।
খুনিয়াপালং	মসজিদ: ৪০টি ক্যাং: ১টি	৯টি ওয়ার্ডেই মসজিদ আছে । ক্যাং আছে ৫নং ওয়ার্ডে ।	হ্যাঁ	উঁচু জায়গায় হওয়ায় পানি বেশী সময় থাকে না ।

ইউনিয়ন	মসজিদ/ মন্দির/ গীর্জা/ ক্যাং এর সংখ্যা	ওয়ার্ড	বন্যামুক্ত কিনা	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
জোয়ারিয়ানালা	মসজিদ: ৪০টি মন্দির: ৪টি	৯টি ওয়ার্ডেই মসজিদ আছে। মন্দির আছে ২ ও ৬নং ওয়ার্ডে।	হ্যাঁ	উঁচু জায়গায় হওয়ায় পানি বেশী সময় থাকে না।
কচ্ছপিয়া	মসজিদ: ৫৫টি। মন্দির: ৩টি।	৯টি ওয়ার্ডেই মসজিদ আছে। মন্দির আছে ৩ ও ৫নং ওয়ার্ডে।	না	বন্যার সময় পানি উঠে তবে বন্যার পরবর্তীতে পানি নেমে যায়।
দক্ষিণ মিঠাছড়ি	মসজিদ: ৩৭টি মন্দির: ৮টি ক্যাং: ১টি	**৯টি** ওয়ার্ডেই মসজিদ আছে। মন্দির আছে ১, ৩, ৪ ও ৭নং ওয়ার্ডে। ক্যাং আছে ৫নং ওয়ার্ডে।	হ্যাঁ	উঁচু জায়গায় হওয়ায় পানি বেশী সময় থাকে না।
গর্জনিয়া	মসজিদ: ৫৮টি মন্দির: ৪টি ক্যাং: ১টি	**৯টি** ওয়ার্ডেই মসজিদ আছে। মন্দির আছে ৩, ৫ ও ৯নং ওয়ার্ডে। ক্যাং আছে ৮নং ওয়ার্ডে।	না	বন্যার সময় পানি উঠে তবে বন্যার পরবর্তীতে পানি নেমে যায়।
রাজারকুল	মসজিদ: ৩২টি মন্দির: ২টি ক্যাং: ১টি	**৯টি** ওয়ার্ডেই মসজিদ আছে। মন্দির আছে ১নং ওয়ার্ডে। ক্যাং আছে ৮নং ওয়ার্ডে।	না	বন্যার সময় পানি উঠে তবে বন্যার পরবর্তীতে পানি নেমে যায়।
চাকমারকুল	মসজিদ: ৩৬টি মন্দির ২টি। ক্যাং: ১টি	**৯টি** ওয়ার্ডেই মসজিদ আছে। মন্দির আছে ৪ ও ৫নং ওয়ার্ডে। ক্যাং আছে ৫নং ওয়ার্ডে।	হ্যাঁ	উঁচু জায়গায় হওয়ায় পানি বেশী সময় থাকে না।
রশিদনগর	মসজিদ: ৩২টি মন্দির ০১টি।	**৯টি** ওয়ার্ডেই মসজিদ আছে। মন্দির আছে ২নং ওয়ার্ডে।	হ্যাঁ	উঁচু জায়গায় হওয়ায় পানি বেশী সময় থাকে না।
ফতেখাঁরকুল	মসজিদ: ৩৫টি	**৯টি** ওয়ার্ডেই মসজিদ আছে।	না	বন্যার সময় পানি উঠে তবে বন্যার পরবর্তীতে পানি নেমে

ইউনিয়ন	মসজিদ/ মন্দির/ গীর্জা/ ক্যাং এর সংখ্যা	ওয়ার্ড	বন্যামুক্ত কিনা	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
	মন্দির ০৭টি । ক্যাং: ৯টি	মন্দির আছে ৫ ও ৭নং ওয়ার্ডে । ক্যাং আছে ২, ৫, ৬ ও ৭নং ওয়ার্ডে ।		যায় ।

- **ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ্): ১১টি (বড়)**

সংখ্যা	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	বন্যামুক্ত কিনা	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
৩টি	খুনিয়াপালং ইউনিয়নের ১, ৫ ও ৬নং ওয়ার্ড ।	হ্যাঁ	উঁচু জায়গায় হওয়ায় পানি বেশী সময় থাকে না ।
২টি	জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড ।	হ্যাঁ	উঁচু জায়গায় হওয়ায় পানি বেশী সময় থাকে না ।
৫টি	দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের ১, ২, ৭, ৪ ও ৬নং ওয়ার্ড ।	হ্যাঁ	উঁচু জায়গায় হওয়ায় পানি বেশী সময় থাকে না ।
১টি	ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নে	হ্যাঁ	উঁচু জায়গায় হওয়ায় পানি বেশী সময় থাকে না ।

ঈদগড়, কাউয়ারখোপ, কচ্ছপিয়া, গর্জনিয়া, রাজারকুল, চাকমারকুল ও রশিদনগর ইউনিয়নে মসজিদ সংলগ্ন মাঠ ও খালি মাঠে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে ।

- **স্বাস্থ্য সেবা:**

উপজেলায় ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র/ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স' (সরকারী হাসপাতাল), ১০টি 'ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (সরকারী)', ১৯টি 'কমিউনিটি ক্লিনিক (সরকারী)', ৩টি 'এনজিও পরিচালিত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র' এবং ২টি 'ব্যক্তি পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র' আছে । তাছাড়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের জনগণ অসুখ হলে ঔষধের দোকান, ওঁঝা, বৈদ্য ও কবিরাজ এর উপর নির্ভর করে থাকে । বড় ধরণের অসুখ হলে বিশেষ করে স্বচ্ছল ব্যক্তিরা কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম থেকে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করে থাকে । নিমেণ ইউনিয়নভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের তথ্য দেয়া হলো:

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	ডাক্তার, নার্স কতজন ও তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা	সেবার মান	খরচ কেমন

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	ডাক্তার, নার্স কতজন ও তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা	সেবার মান	খরচ কেমন
রামু উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	**জোয়ারিয়ানালা** ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড	ইউএইচও-১, আরএমও -১, জুনি: কন: (শিশু)-১, জুনি: কন: (কার্ডিও) -১ এমও- ২, সহ : সার্জন (ই এম ও) - ১ স্যানিটারী ইন্সপেক্টর - ১ এসএসিএমও- ২, এম টি (ফার্মা)- ১, এম টি (ল্যাব) - ১, এমটি (ডেন্টাল)- ১ এমটি (ইপিআ - ১, এস এস নার্স - ২, কম্পাউন্ডার - ১ কার্ডিগ্রোফার - ১ হারবাল সহকারী - ১ ল্যাব এটেন্ডেন্ট - ১ ওটি বয় - ১ ইমারজেন্সী এটেন্ডেন্ট - ১ এম এল এস এস - ১ ওয়ার্ড বয় - ১	এই হাসপাতালে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল সেবা দেওয়া হয় । আধুনিক সরঞ্জাম থাকার পরও লোকবল কম এবং দক্ষ লোকের অভাবে সেইসব যন্ত্রপাতি অযত্নে পরে আছে । রোগীর তুলনায় ডাক্তার সংখ্যা কম হওয়ায় একজনকে অনেক সময় দুই সিফটেই ডিউটি করতে হয় । যে কারণে সঠিক সেবা দেয়া সম্ভব হয় না ।	আউট ডোরে ১০ টাকা দিয়ে টিকেট করে রোগীরা ডাক্তার দেখায় । এছাড়া প্যাথলজি ও ওটিতে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী চার্জ নেওয়া হয় ।
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র **১০টি** **জোয়ারিয়ানালা** ইউনিয়নে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থাকায় ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নাই ।	ঈদগড় ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড, কাউয়ারখোপ ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড, খুনিয়াপালং ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড, কচ্ছপিয়া ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড, গর্জনিয়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড, রাজারকুল ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড, চাকমারকুল ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড, রশিদনগর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড ও ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড ।	কেন্দ্রে উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার -১, এফ ডাবিউ ভি - ১, এফ ডাবিউ এ -৬ ও এফপিআই- ১জন । প্রতিটি ক্লিনিকে সিএইচসিপি- ১, এইচ এ - ২ এফ ডাবিউ এ - ১	মা ও শিশু স্বাস্থ্যসহ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল সেবা (ইপি আই, পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল সেবা (ইপিআই, প: প: ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা)	বিনামূল্যে বিনামূল্যে
কমিউনিটি ক্লিনিক	ঈদগড় ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড ও ৮নং ওয়ার্ড ছগিরাকাটা, গর্জনিয়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড বড়বিল, কাউয়ারখোপ	কেন্দ্রে উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার -১, এফ ডাব্লিউ ভি - ১, এফ ডাবিউ এ -৬	মা ও শিশু স্বাস্থ্যসহ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল সেবা (ইপি আই, পরিবার পরিকল্পনা	বিনামূল্যে

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	ডাক্তার, নার্স কতজন ও তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা	সেবার মান	খরচ কেমন
	ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড মধ্যম মনিরঝিল ও ৮নং ওয়ার্ড টিলাপাড়া, খুনিয়াপালং ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড দারিয়ার দিঘী ও ৪নং ওয়ার্ড পূর্ব ধেচুয়া পালং, জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড নন্দাখালী ও ৯নং ওয়ার্ড ভরাছড়া, কচ্ছপিয়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড তিতার পাড়া ও ৫নং ওয়ার্ড বড় জাংছড়ি, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড ফকিরামোড়া ও ৩নং ওয়ার্ড উমখালী গণি সওদাগর পাড়া, গর্জনিয়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড মাঝিরকাটা ও ৪নং ওয়ার্ড থিমছড়ি, রাজারকুল ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড, চাকমারকুল ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড পূর্ব মোহাম্মদপুরা, রশিদনগর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড পানিরছড়া লামারপাড়া ও ১নং ওয়ার্ড সিকদার পাড়া এবং ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড তেচ্ছিপুল, ১নং ওয়ার্ড অফিসের চর ।	ও এফপিআই- ১জন । প্রতিটি ক্লিনিকে সি এইচ সিপি- ১, এইচ এ - ২ , এফ ডাবিউ এ- ১জন	সেবা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল সেবা (ইপিআই, প: প: ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা)	বিনামূল্যে
মা ও শিশু হাসপাতাল ।	দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড	এমবিবিএস ডাক্তার - ৪জন, নার্স- ৮জন, প্যাথলজি টেকনেশিয়ান -১জন, সহকারী প্যাথলজি টেকনেশিয়ান-১ জন, আয়া-২ জন ।	৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল । মা ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও প্যাথলজি সেন্টার আছে ।	বিনামূল্যে
এনজিও কোষ্ট কর্তৃক পরিচালিত পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক	কাউয়ারখোপ ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড মনিরঝিল	এফডাব্লিউএ, সিএইচসিপি, এইচএ	স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল সেবা (ইপিআই, পঃ পঃ সেবা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা)	বিনামূল্যে
রাবেতা আল-ফুয়াদ	খুনিয়াপালং ইউনিয়নের ৬নং	এমবিবিএস ডাক্তার-২	স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল	ডাক্তার ফি

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	ডাক্তার, নার্স কতজন ও তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা	সেবার মান	খরচ কেমন
হাসপাতাল	ওয়ার্ড	নার্স - ৫, প্যাথলজি টেকনেশিয়ান - ১, সহকারী প্যাথলজি টেকনেশিয়ান - ১ আয়া - ১	সেবা (পঃ পঃ সেবা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা)	৭০ টাকা ।
এনজিও এফডিএসআর পরিচালিত সূর্যের হাসি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র	ফতেখাঁরকুল ইউনিয়ন	উপ-সহকারী মেডিকেল অফিসার	স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল সেবা (প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা)	ডাক্তার ফি ৫০ টাকা ।
কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক	ফতেখাঁরকুল ইউনিয়ন	উপ-সহকারী মেডিকেল অফিসার	স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল সেবা (প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা)	ডাক্তার ফি ৫০ টাকা ।

- **ব্যাংক:**

জনগণের সুবিধার্থে বামু উপজেলায় ৭টি ব্যাংক আছে, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়ন	ব্যাংকের নাম	ওয়ার্ড	সেবার ধরণ	সেবার মান
কচ্ছপিয়া	কৃষি ব্যাংক ১টি	৫নং ওয়ার্ড	কৃষি খাতে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ, সরকারী ভাতা বিতরণ ও টাকা আমানত রাখা ।	ভাল ও সন্তোষজনক
ফতেখাঁরকুল	কৃষি ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক ২টি রূপালী ব্যাংক ১টি সোনালী ব্যাংক ১টি জনতা ব্যাংক ১টি	৭নং ওয়ার্ড ৪ ও ৬নং ওয়ার্ড ৫নং ওয়ার্ড ৫নং ওয়ার্ড ৬নং ওয়ার্ড	টাকা আমানত রাখা, ডিপিএস, সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ, বেসরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান ।	ভাল ও সন্তোষজনক

- **পোস্ট অফিস :**

রামু উপজেলায় পোস্ট অফিস আছে ৮টি । ইউনিয়নভিত্তিক পোস্ট অফিসের তথ্য তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়ন	পোস্ট অফিসের নাম	ওয়ার্ড	সেবার ধরণ	সেবার মান

কাউয়ারখোপ	মধ্যম কাউয়ারখোপ পোস্ট অফিস	৫নং ওয়ার্ড	নিয়মিত চিঠি পত্র আদান প্রদান, মানিঅর্ডার সুবিধা, ডাক বীমা, সঞ্চয় স্কীম, ইত্যাদি ।	মোবাইলসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে পোস্ট অফিস থেকে সেবা গ্রহণের মাত্রা কমে এসেছে । তবে যারা ব্যবহার করেন তারা সেবার মানে সন্তুষ্ট প্রকাশ করেন ।
খুনিয়াপালং	রাবেতা পোস্ট অফিস	৬নং ওয়ার্ড		
জোয়ারিয়ানালা	জোয়ারিয়ানালা বাজার পোস্ট অফিস	৮নং ওয়ার্ড		
কচ্ছপিয়া	গর্জনিয়া বাজার পোস্ট অফিস	৫নং ওয়ার্ড		
গর্জনিয়া	বড়বিল গর্জনিয়া বাজার পোস্ট অফিস	১নং ওয়ার্ড		
রাজারকুল	নয়াপাড়া পোস্ট অফিস	৫নং ওয়ার্ড		
রশিদনগর	বড় ধলীরছড়া পোস্ট অফিস	৩নং ওয়ার্ড		
ফতেখাঁরকুল	অফিসের চর পোস্ট অফিস	১নং ওয়ার্ড		

- **ক্লাব/ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র:**

রামু উপজেলায় ক্লাব বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আছে ২৫টি । ইউনিয়নভিত্তিক ক্লাব বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের তথ্য তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়ন	ক্লাব বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নাম	ওয়ার্ড	কাজের ধরণ	কোন সমাজসেবা বা উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করে কিনা
কাউয়ারখোপ	উখিয়ারঘোনা সমাজকল্যাণ ক্লাব মনিরঝিল যুব উন্নয়ন ক্লাব	৮ নং ওয়ার্ড ২নং ওয়ার্ড	বনায়ন সামাজিক কার্যক্রম	- বৃক্ষ রোপণ - জায়গা লীজ নিয়ে চাষাবাদ করে । - গরীব দুঃস্থদের সাহায্য করা - গরীব দুঃস্থ শিশুদের লেখাপড়ার সহযোগিতা - দিবস উদযাপন ।
জোয়ারিয়ানালা	পূর্ব জোয়ারিয়ানালা বহুমূখী সমবায় ক্লাব	**৮নং ওয়ার্ড**	কিশোর-কিশোরীদের উন্নয়ন	- কিশোরীদের সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান । - খেলাধুলা কাজে সহায়তা ও অংশগ্রহন ।
	সোনাইছড়ি পানি ব্যবস্থাপনা ক্লাব	**৬নং ওয়ার্ড**	ঋণ কার্যক্রম সামাজিক উন্নয়ন এবং পানি ব্যবস্থাপনা	- স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান (ক্ষেতের কাজে, মৎস্য চাষে, কৃষি কাজে) - গরীব মেয়েদের বিয়ের সহায়তা । - স্থানীয় সরকার ও এনজিওদের সমন্বয়ে পানি ব্যবস্থায় সহায়তা ।

ইউনিয়ন	ক্লাব বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নাম	ওয়ার্ড	কাজের ধরণ	কোন সমাজসেবা বা উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করে কিনা
কচ্ছপিয়া	গর্জনিয়া বাজার ক্লাব	৫নং ওয়ার্ড	সামাজিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম বনায়ন	- বনায়ন । - অসহায় গরীব মেয়েদের বিয়েতে সহায়তা । - গরীব ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া সহায়তা । - দিবস উদযাপন ।
	তিতার পাড়া ঝরনা ক্লাব	৩নং ওয়ার্ড		- গরীব ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া সহায়তা । - বৃত্তিপ্রাপ্ত শিশুদের পুরস্কার প্রদান ।
	দোছড়ি আদর্শ ক্লাব	২নং ওয়ার্ড		- বাঁধের দু'পাশে বৃক্ষরোপণ । - অসহায় গরীব মেয়েদের বিয়েতে সহায়তা ।
দক্ষিণ মিঠাছড়ি	আদর্শ তরুণ সংস্থা কৃষি সমবায় সমিতি সোনার বাংলা সমিতি	২ ও ৭নং ওয়ার্ড	সামাজিক কার্যক্রম বনায়ন	- গরীব মেয়েদের বিবাহ ব্যবস্থা । - আগুনের পুড়ে যাওয়া ঘর-বাড়ীতে ছাউনী ব্যবস্থা । - অসহায় গরীবদের চিকিৎসা ব্যবস্থা । - বৃক্ষ রোপণ । - গরীব ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা । - গরীব মেয়েদের বিবাহ ব্যবস্থা । - সেলাই মেশিন ও সেলাই কাজে সহযোগীতা । - অসহায় মেয়েদের শিক্ষা/বিয়ের ব্যবস্থা । - অসহায় গরীবদের চিকিৎসা ব্যবস্থা ।
গর্জনিয়া	থোয়েংগাকাটা ষ্টুডেন্ট ক্লাব থোয়েংগাকাটা জনকল্যাণ ক্লাব মাঝিরকাটা ইসলামিয়া আদর্শ তরুণ সংস্থা	৩নং ওয়ার্ড ৬নং ওয়ার্ড	শিক্ষামূলক কার্যক্রম	- গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতা - গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা । - খেলাধূলার কাজে অংশগ্রহণ । - এতিম ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি, স্কুল ড্রেস, আর্থিক সাহায্য করে ।
রাজারকুল	সিকদার পাড়া জাগরণী সমবায় সমিতি ঘোনার পাড়া বনফুল ক্লাব	৭নং ওয়ার্ড ৩নং ওয়ার্ড	সামাজিক কার্যক্রম	- দিবস উদযাপন । - অসহায় গরীব শিশুদের লেখাপড়া সহযোগীতা । - অসহায় গরীব মেয়েদের বিয়েতে সহায়তা ।

ইউনিয়ন	ক্লাব বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নাম	ওয়ার্ড	কাজের ধরণ	কোন সমাজসেবা বা উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করে কিনা
চাকমারকুল	সি গ্রীণ ক্লাব	২নং ওয়ার্ডে	সামাজিক কার্যক্রম	- বাৎসরিক খেলাধুলায় পুরস্কার বিতরণী আয়োজন করে । - শিক্ষামূলক (সেলাই) কাজে সহযোগিতা করে । - অসহায় গরীব ছেলে-মেয়েদের বিয়েতে সহযোগিতা । - গরীব ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া খরচ প্রদান ।
রশিদনগর	উল্টাখালী এক্সটিম পাওয়ার ক্লাব হরিতলা মৈত্রী সংসদ ক্লাব মামুন মিয়া বাজার ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি পাহাড়তলী রেনেসা স্পোর্টিং ক্লাব	৯নং ওয়ার্ড ৭নং ওয়ার্ড ৭নং ওয়ার্ড ৪নং ওয়ার্ড	সামাজিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম	- গরীব মেয়েদের বিবাহের আর্থিক সহায়তা - হত দরিদ্র মেধাবী শিশুদের শিক্ষায় সহায়তা । - গরীব দুঃস্থ শিশুদের লেখাপাড়া সহযোগিতা
ফতেখাঁরকুল	সমচর সাংস্কৃতিক ক্লাব রায়মোহন সংগীত ক্লাব রামু শিল্পগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ক্লাব রামু শিল্পকলা সাংস্কৃতিক ক্লাব রামু সংগীত ভবন সাংস্কৃতিক ক্লাব	৭নং ওয়ার্ড ৬নং ওয়ার্ড ৬নং ওয়ার্ড ৫নং ওয়ার্ড ৪নং ওয়ার্ড	সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম	- দিবস উদযাপন । -বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর সমন্বয়ে অনুষ্ঠান । - দিবস উদযাপন । - গান শেখানো ।

- **এন জি ও/ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ:**

রামু উপজেলায় জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কাজ করছে, যার তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল	ইউনয়ন
১	রিক	ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সিডিএমপি-দুর্যোগ	১১টি ইউনিয়নে	চলমান জুলাই ২০১৪	ঈদগড়, কাউয়ারখোপ, খুনিয়াপালং, জোয়ারিয়ানালা, কচ্ছপিয়া, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, গর্জনিয়া, রাজারকুল,

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল	ইউনয়ন
					চাকমারকুল, রশিদনগর, ফতেখাঁরকুল ।
২	ব্রাক	ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, শিক্ষা কার্যক্রম ও ওয়াশ কার্যক্রম	১১টি ইউনিয়নে	চলমান	ঈদগড়, কাউয়ারখোপ, খুনিয়াপালং, জোয়ারিয়ানালা, কচ্ছপিয়া, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, গর্জনিয়া, রাজারকুল, চাকমারকুল, রশিদনগর, ফতেখাঁরকুল ।
৩	আশা	ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম	৯টি ইউনিয়নে	চলমান	ঈদগড়, কাউয়ারখোপ, খুনিয়াপালং, জোয়ারিয়ানালা, কচ্ছপিয়া, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, গর্জনিয়া, চাকমারকুল, রশিদনগর ।
৪	গ্রামীণ ব্যাংক	ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম	১১টি ইউনিয়নে	চলমান	ঈদগড়, কাউয়ারখোপ, খুনিয়াপালং, জোয়ারিয়ানালা, কচ্ছপিয়া, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, গর্জনিয়া, রাজারকুল, চাকমারকুল, রশিদনগর, চাকমারকুল ।
৫	সংযোগ বাংলাদেশ	ভিজিডি	১১টি ইউনিয়নে	ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত	ঈদগড়, কাউয়ারখোপ, খুনিয়াপালং, জোয়ারিয়ানালা, কচ্ছপিয়া, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, গর্জনিয়া, রাজারকুল, চাকমারকুল, রশিদনগর, ফতেখাঁরকুল ।
৬	কোডেক	শিখন	১১টি ইউনিয়নে	ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত	ঈদগড়, খুনিয়াপালং, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, গর্জনিয়া, কচ্ছপিয়া, চাকমারকুল, রশিদনগর, কাউয়ারখোপ, রাজারকুল, ফতেখাঁরকুল, জোয়ারিয়ানালা ।
৭	মুক্তি	ম্যালেরিয়া কার্যক্রম	৯টি ইউনিয়নে	ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত	ঈদগড়, কাউয়ারখোপ, খুনিয়াপালং, জোয়ারিয়ানালা, কচ্ছপিয়া, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, রাজারকুল, চাকমারকুল, ফতেখাঁরকুল ।
৮	গণ স্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মসূচি	২টি ইউনিয়নে	চলমান	ঈদগড়, খুনিয়াপালং
৯	প্রশিকা	ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম	১টি ইউনিয়নে	চলমান	ফতেখাঁরকুল

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল	ইউনয়ন
১০	আনন্দ	শিক্ষা কর্মসূচি	৩টি ইউনিয়নে	ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত	ঈদগড়, খুনিয়াপালং, কচ্ছপিয়া ।
১১	আইডিএফ	ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম	১টি ইউনিয়ন	চলমান	কচ্ছপিয়া
১২	ব্লাস্ট	আইনী কার্যক্রম (গ্রাম আদালত)	৫টি ইউনিয়নে	ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত	দক্ষিণ মিঠাছড়ি, রাজারকুল, চাকমারকুল, ফতেখাঁরকুল, জোয়ারিয়ানালা ।
১৩	জাগো নারী	নারীর ক্ষমতায়ন	১১টি ইউনিয়নে	চলমান	ঈদগড়, কাউয়ারখোপ, খুনিয়াপালং, জোয়ারিয়ানালা, কচ্ছপিয়া, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, গর্জনিয়া, রাজারকুল, চাকমারকুল, রশিদনগর, ফতেখাঁরকুল ।
১৪	পি এইচ ডি	কমিউনিটি ক্লিনিক এর সেবার মান উন্নয়ন	১১টি ইউনিয়নে	চলমান	ঈদগড়, কাউয়ারখোপ, খুনিয়াপালং, জোয়ারিয়ানালা, কচ্ছপিয়া, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, গর্জনিয়া, রাজারকুল, চাকমারকুল, রশিদনগর, ফতেখাঁরকুল ।

- **প্রধান প্রধান খেলা:**

ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, হা-ডু-ডু, লাঠিখেলা এবং আঞ্চলিক খেলাসমূহ ।

- **খেলার মাঠ :**

উপজেলায় বড় খেলার মাঠ আছে ১৬টি । এছাড়াও অন্যান্য স্কুল ও খালি জায়গায় ছোট ছোট খেলার মাঠ রয়েছে । ইউনিয়নভিত্তিক মাঠের তথ্য তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়ন	খেলার মাঠের নাম	কোথায় অবস্থিত	দুর্যোগের সময় কোন কাজে লাগে কিনা	কিভাবে
ঈদগড় **২টি**	কোনারপাড়া মাঠ ও কাটাজঙ্গল হিল্লামুড়া মাঠ	৮নং ওয়ার্ড ও ৫নং ওয়ার্ড	কাজে লাগে	ত্রাণ বিতরণ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ।
কাউয়ারখোপ **২টি**	কাউয়ারখোপ হাকিম রকিমা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ ও মনিরঝিল সঃ প্রাঃ	৫নং ওয়ার্ড ও ২নং ওয়ার্ড	কাজে লাগে	দুর্যোগের সময় মানুষ, পশু ও মালামাল রাখা ও ত্রাণ বিতরণ কাজে ব্যবহার হয় ।

ইউনিয়ন	খেলার মাঠের নাম	কোথায় অবস্থিত	দুর্যোগের সময় কোন কাজে লাগে কিনা	কিভাবে
	বিদ্যালয় মাঠ			
খুনিয়াপালং **২টি**	দারিয়ারদিঘী প্রাইমারী স্কুল মাঠ রাবেতা হাসপাতাল মাঠ	১নং ওয়ার্ড ৬নং ওয়ার্ড	কাজে লাগে	দুর্যোগের সময় মানুষ, পশু ও মালামাল রাখা ও ত্রাণ বিতরণ কাজে ব্যবহার হয় । ত্রাণ বিতরণ কাজে ব্যবহার হয় ।
জোয়ারিয়ানালা **১টি**	জোয়ারিয়ানালা এইচ,এম হাকিম উচ্চ বিদ্যালয়	৭নং ওয়ার্ড	কাজে লাগে	দুর্যোগের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং ত্রাণ বিতরণের কাজে ব্যবহার করে ।
কচ্ছপিয়া	নাই	-	-	-
দক্ষিণ মিঠাছড়ি **২টি**	দঃ মিঠাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় ও চেইন্দা রোশন আলী উচ্চ বিদ্যালয়	১ ও ৮নং ওয়ার্ড	কাজে লাগে	দুর্যোগের সময় মানুষ, পশু ও মালামাল রাখার কাজে ব্যবহার করা হয় এবং ত্রাণ বিতরণের কাজে ব্যবহার করে ।
গর্জনিয়া	নাই	-	-	-
রাজারকুল **২টি**	নয়াপাড়া মনসুর আলী সিকদার আইডিয়াল স্কুল ও ছাগলিয়াকাটা খেলার মাঠ	৪ ও ৫নং ওয়ার্ড	কাজে লাগে	স্কুল মাঠ দুর্যোগের সময় মানুষ, পশু ও মালামাল রাখা ও ত্রাণ বিতরণ করার কাজে ব্যবহার করা হয় । খেলার মাঠ শুধু ত্রাণ বিতরণ করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে ।
চাকমারকুল	**নাই**	-	-	-
রশিদনগর **২টি**	রশিদনগর নাদেরুজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয় ও উল্টাখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	৫ ও ৯নং ওয়ার্ড	কাজে লাগে	দুর্যোগের সময় মানুষ, পশু ও মালামাল রাখা ত্রাণ বিতরণ করার কাজে ব্যবহার করা হয় ।
ফতেখাঁরকুল **৩টি**	রামু খিজারি মাঠ পোষ্ট অফিস মাঠ মন্ডল পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭নং ওয়ার্ড ১নং ওয়ার্ড ৪নং ওয়ার্ড	কাজে লাগে	ত্রাণ বিতরণ কাজে ব্যবহার করা হয় । দুর্যোগের সময় মানুষ, পশু ও মালামাল রাখা, ত্রাণ বিতরণ করার কাজে ব্যবহার করা হয় ।

- **কবরস্থান / শ্মশানঘাট:**

রামু উপজেলায় কবরস্থান আছে ২৮৫টি ও শ্মশান ঘাট (হিন্দু + বৌদ্ধ) ৪১টি। নিম্নে ইউনিয়নভিত্তিক কবরস্থান ও শ্মশান ঘাটের তথ্য তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়ন	কবরস্থান বা শ্মশানঘাটের নাম	কোথায় অবস্থিত	বন্যা লেভেলের উপরে কিনা
ঈদগড়	কবরস্থান: ১৫টি শ্মশানঘাট: ২টি	কবরস্থান ১- ৯নং ওয়ার্ডে আছে এবং শ্মশানঘাট আছে ৯নং ওয়ার্ডে	হ্যাঁ
কাউয়ারখোপ	কবরস্থান: ১৪টি শ্মশানঘাট: ৩টি	কবরস্থান ১- ৯নং ওয়ার্ডে আছে এবং শ্মশানঘাট আছে ৫ ও ৭নং ওয়ার্ডে	হ্যাঁ
খুনিয়াপালং	কবরস্থান: ৪২টি শ্মশানঘাট: ২টি	কবরস্থান ১- ৯নং ওয়ার্ডে আছে এবং শ্মশানঘাট ২টি আছে ৫নং ওয়ার্ডে	হ্যাঁ
জোয়ারিয়ানালা	কবরস্থান: ৩৪টি। শ্মশানঘাট: **২টি**।	কবরস্থান ১- ৯নং ওয়ার্ডে আছে এবং শ্মশানঘাট ২টি আছে ২ ও ৬নং ওয়ার্ডে	হ্যাঁ
কচ্ছপিয়া	কবরস্থান: ৪৪টি। শ্মশানঘাট: ৫টি।	কবরস্থান ১- ৯নং ওয়ার্ডে আছে এবং শ্মশানঘাট ৫টি আছে ২, ৩, ৫ ও ৬নং ওয়ার্ড	হ্যাঁ
দক্ষিণ মিঠাছড়ি	কবরস্থান: ২১টি। শ্মশানঘাট: ৩টি।	কবরস্থান ১- ৯নং ওয়ার্ডে আছে এবং শ্মশানঘাট ৫টি আছে ৩, ৪ ও ৫নং ওয়ার্ডে	হ্যাঁ
গর্জনিয়া	কবরস্থান: ৩৩টি। শ্মশানঘাট: ৩টি।	কবরস্থান ১ - ৯নং ওয়ার্ডে আছে এবং শ্মশানঘাট ৩টি আছে ৩ ও ৫নং ওয়ার্ডে।	হ্যাঁ
রাজারকুল	কবরস্থান: ২৩টি। শ্মশানঘাট: ৫টি।	কবরস্থান ১ - ৯নং ওয়ার্ডে আছে এবং শ্মশানঘাট ৫টি আছে ১, ৫ ও ৮নং ওয়ার্ডে।	হ্যাঁ
চাকমারকুল	কবরস্থান: ১৪টি। শ্মশানঘাট ২টি।	কবরস্থান ১ - ৯নং ওয়ার্ডে আছে এবং শ্মশানঘাট ২টি আছে ৩ ও ৯নং ওয়ার্ডে।	হ্যাঁ
রশিদনগর	কবরস্থান: ২০টি। শ্মশানঘাট ১টি।	কবরস্থান ১ - ৯নং ওয়ার্ডে আছে এবং শ্মশানঘাট আছে ২নং ওয়ার্ডে।	হ্যাঁ
ফতেখাঁরকুল	কবরস্থান: ২৫টি। শ্মশানঘাট ১৩টি।	কবরস্থান ১ - ৯নং ওয়ার্ডে আছে এবং শ্মশানঘাট আছে ৩, ৫, ৬, ৭ ও ৮নং ওয়ার্ডে।	হ্যাঁ

- **যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম:**

কক্সবাজার জেলা সদরসহ অন্যান্য উপজেলার সাথে রামু উপজেলার প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম হলো সড়ক পথ (চকোরিয়া, পেকুয়া, উখিয়া, টেকনাফ ও কক্সবাজার সদর উপজেলা) এবং সমুদ্র চ্যানেল (মহেশখালী ও কুতুবদিয়া উপজেলা)। উপজেলার ব্যবহৃত যান বাহন হলো মিনি বাস, জীপ, ট্যাক্সি, টমটম, অটো রিক্সা এবং ইঞ্জিন বোট ও স্পীড বোট ।

উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের মধ্যে এবং ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও গ্রামের মধ্যে চলাচল করার জন্য পাকা রাস্তায় সাধারণত: ট্যাক্সি, রিক্সা ও অটো রিক্সায়, নদী পথে ছোট নৌকায় এবং কাঁচা রাস্তায় রিক্সা বা পায়ে হেটেই যাতায়াত করতে হয়।

রামু উপজেলা সদরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল। অধিকাংশ রাস্তা পাকা ও ইট বিছানো। ভিতরে যাতায়াতের জন্য ট্যাক্সি, রিক্সা ও টমটম ব্যবহার করতে হয়। চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারে রামুর উপর দিয়ে যেতে হয়। রামু থেকে সড়ক পথে কক্সবাজার জেলা এবং চকরিয়া, উখিয়া, টেকনাফ ও পেকুয়া উপজেলায় যাওয়া যায়। এ ছাড়াও মহেশখালী বা কুতুবদিয়া উপজেলায় সমুদ্র চ্যানেল দিয়ে স্পীড বোট বা কাঠের ইঞ্জিন চালিত বোটে যাওয়া যায়। রামু উপজেলা সদরের মধ্যে পাকা রাস্তা থাকায় বর্ষা মৌসুমে এলাকার জনগণের যাতায়াতে তেমন বড় কোন সমস্যা হয় না।

উপজেলা থেকে বিভিন্ন ইউনিয়নে যাওয়ার জন্য পাকা রাস্তা আছে। তবে বিভিন্ন ইউনিয়নের সব ওয়ার্ডে পাকা রাস্তা না থাকায় বর্ষা মৌসুমে এসব এলাকার জনগণের চলাচল অনেক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

- **বন ও বনায়ন:**

উপজেলার মোট ভূমির প্রায় ৩৯ভাগ হচ্ছে বনভূমি।

গাছ :

উপজেলার বিভিন্ন বনে সাধারণত: গর্জন, তেলসুর, তুলা, মুছ, বাঁশ, অর্জুন, আকাশমনি, কড়ই, একাশিয়া, বাম, বেত, মেনজিয়াম, বট, সেগুন, রেইনট্রি, মেহগনি, জারুল, ছাতিম, ঝিল, ভুতকড়ি, মাদার, তেতুল, নিম প্রভৃতি গাছ দেখতে পাওয়া যায়।

লতাগুল্ম/ ঝোপ:

উপজেলার বিভিন্ন বনে সাধারণত: পাথরকুচি, লজ্জাবতি, গোয়াইচ্যা লতা, আদাগুনগুনি (থানকুনি), তুলসি, বাশক, ফনিমনসা, বিন্যাঘাস, স্বর্নলতা, দূর্বা, অর্কিড (পরগাছা), বেত, পান, কেয়া, ছন প্রভৃতি লতাগুল্ম/ ঝোপ দেখতে পাওয়া যায় ।

ফুল:

কাঠালিচাঁপা, শিউলী, বেলী, গাঁদা, জবা, কৃষ্ণচূড়া, হাসনাহেনা, জুঁই, গোলাপ, কামিনী, চম্পা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জলজ উদ্ভিদ:

কচুরিপানা, পদ্ম, আমরণি, শাপলা, শেওলা, উলুখাগড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ।

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

- **বৃষ্টিপাতের ধারা**
  (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ)

স্থানীয় জনগণের মতে বিগত ১০-১২ বছর থেকে বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে । সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকে । যার বার্ষিক পরিমাণ প্রায় ৩১৫ মিঃ মিঃ । পূর্বে পৌষ মাসে বৃষ্টি হত । বর্তমানে হঠাৎ বৃষ্টি বা মৌসুমী বৃষ্টি কম হয় । আবার কখনও লাগাতার ১০-১৫ দিন বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড়ী ঢলের সৃষ্টি হয় ।

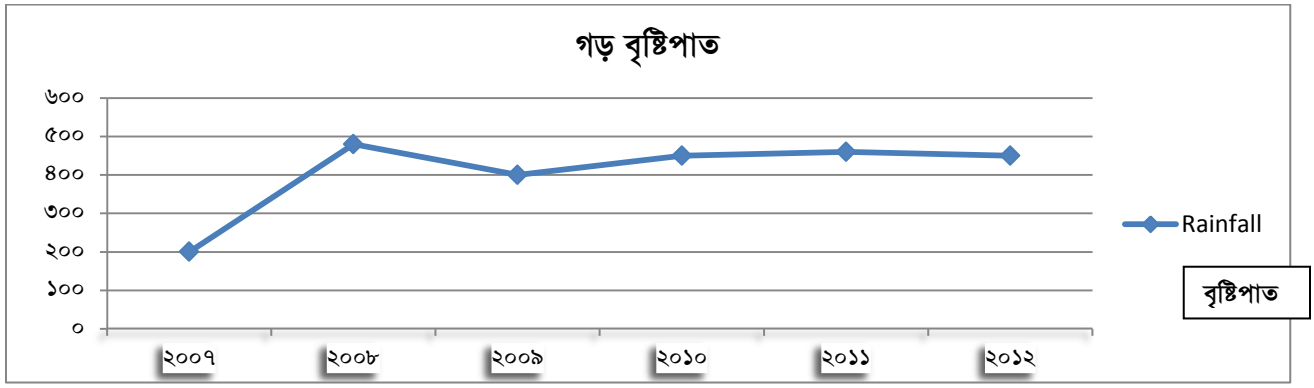

- **তাপমাত্রা**

১০-১২ বছর আগের তুলনায় পুরো রামুতে তাপমাত্রা অনেক বেড়ে গেছে । পাহাড়ে গাছ কমে যাওয়ায় এ তাপ আরো বেশি অনুভূত হচ্ছে । প্রতি বছর চৈত্র থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত অসহ্য তাপ থাকে । এ তাপমাত্রা ২৯° সেলসিয়াস থেকে প্রায় ৩৮° সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় । তাপমাত্রার তারতম্যে জীবনযাত্রা এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে ।

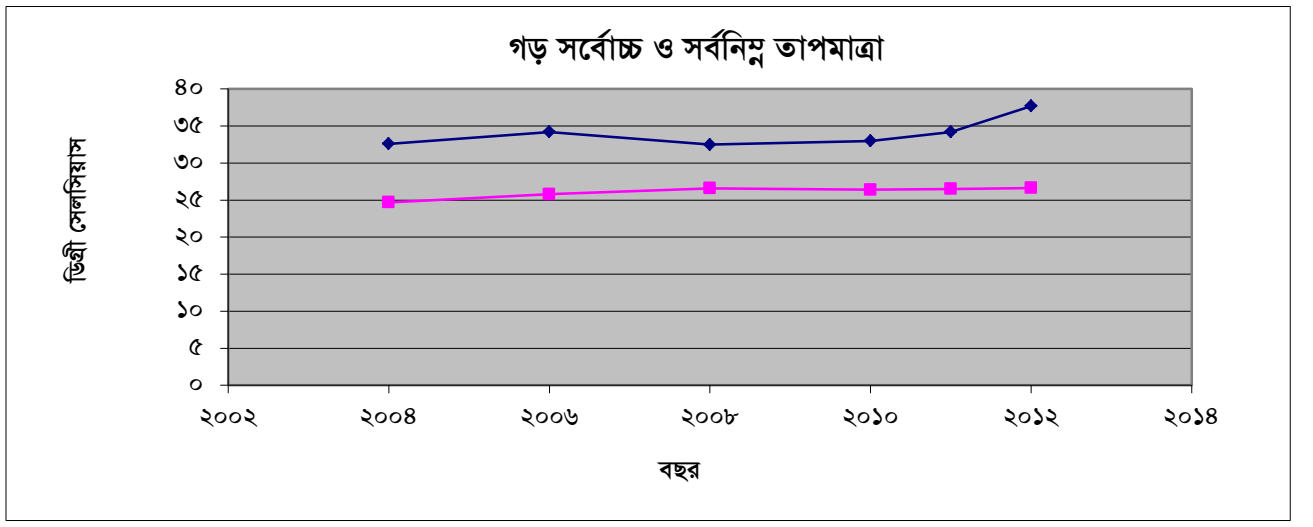

- **ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর:**

আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে ২০০০-২০০১ সালের পর থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নামতে শুরু করে। অথচ ১৯৯১/ ১৯৯৪ সালের দুর্যোগের পূর্বে ৪০-৫০ ফুট নীচে ব্যবহার উপযোগী পানি পাওয়া যেত। বর্তমানে উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নে ব্যাপক বৃক্ষ নিধন ও খাল-বিল ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে আগষ্ট-সেপ্টেম্বর এর শুরুতে অর্থাৎ আশ্বিন-কার্তিক মাসে খাল-বিল, নদী-নালা শুকিয়ে যায়, ফলে কৃষি কাজের প্রয়োজনীয় সেচের পানির অভাব মিটানোর জন্য ভূ-গর্ভস্থ থেকে পানি অধিক পরিমাণে উত্তোলন করায় ক্রমশ: পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। এর প্রভাবে মানুষের দৈনন্দিন পানীয় জল ও সেচ কাজের পানির সংকট চরম আকার ধারণ করছে। বর্তমানে পানির স্বাভাবিক স্তর সর্বনিম্ন ১৭০ ফুট, সর্বোচ্চ ৮০০ ফুট। অদূর ভবিষ্যতে বিকল্প ব্যবস্থা গৃহীত না হলে পরিস্থিতির আরো অবনতি হবে।

- **বন্যার পানির স্তর:**

রামু উপজেলার ৫০% ভূমি উঁচু ফলে দীর্ঘ মেয়াদী বন্যা হয় না। তবে পাহাড়ী ঢলের কারণে কিছু কিছু স্থানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

১.৪.৪ অন্যান্য

- **ভূমি ও ভূমির ব্যবহার:**

রামু উপজেলায় ভুমি/ জমির পরিমাণ প্রায় ৬৫৩৩০ একর। এর মধ্যে নীট ফসলী ভূমির পরিমাণ ২০১১১ একর। একফসলী ৩,১৪০ একর, দোফসলী ১৩,৪৫৫ একর, তিনফসলী ১,৮৯৫ একর তামাক চাষ ১,৬২৫ একর বসতি এলাকা ৪২০০ একর।

- **কৃষি ও খাদ্য:**

রামু উপজেলার কৃষি ও খাদ্য সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হলো:

প্রধান প্রধান ফসল: ধান, সবজি, পান, সুপারি, আখ, তামাক ইত্যাদি।

শাক সব্জী: টমেটো, আলু, বেগুন, মুলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম, মরিচ, পান, সুপারি লালশাক, লঞ্চ, কলমি, মটরশুটি, কচু, হলুদ, তিতকরলা, কাঁকরল, আদা, ফেলন, মিষ্টিকুমড়া, লাউ, রাইশাক, ঢেঁড়শ, পালংশাক, শসা, চিচিংগা ইত্যাদি।

ফল: আম, জাম, কাঁঠাল, বাতাবিলেবু, কমলা, জলপাই, কামরাঙ্গা, কলা, কুল, নারিকেল, খেজুর, সুপারী, আমলকি, বেল, গোলাপজাম, পেয়ারা, আনারস, টাম, পেঁপে ইত্যাদি।

- **নদী:**

রামু উপজেলার মুল নদী হলো বাকখালী নদী । অন্যান্য নদীগুলো শাখা ও ছোট নদী ।

বাকখালী নদী:

বাকখালী নদীটি কাউয়ারখোপ, রাজারকুল ইউনিয়ন হয়ে ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের প্রবেশ করেছে । বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো প্লাবিত হয়ে ঘর-বাড়ী ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে । তবে পানি নেমে যাওয়ার পরে জমিতে পলি মাটি পড়ায় কৃষি জমির উর্বরতা বেড়ে যায় ।

ঈদগড়-ঈদগাও নদী:

ঈদগড় -ঈদগাঁও নদীটি ঈদগড় ইউনিয়নের ৩, ৪, ৫ ও ৬নং ওয়ার্ড বড়বিল হতে ১নং ওয়ার্ড কুদ্দুস মিয়ার জুম এর ঈদগড় পাহাড় ঘেষে ঈদগড় ইউনিয়নে এসে মিলিত হয়েছে । বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো প্লাবিত হয়ে ঘর-বাড়ী ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে । তবে পানি নেমে যাওয়ার পরে জমিতে পলি মাটি পড়ায় কৃষি জমির উর্বরতা বেড়ে যায় ।

গোয়ালিয়া পালং নদী:

খুনিয়া পালং ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড পূর্ব গোয়ালিয়া থেকে গোয়ালিয়া পালং এর ৯নং ওয়ার্ডের শেষ মাথা পর্যন্ত মিলিত হয়ে গোয়ালিয়াপালং নদীতে এসে মিলিত হয়েছে । বর্ষাকালে ঢলের পানিতে গ্রামগুলো প্লাবিত হয়, পানি সরে যাওয়ার সাথে সাথে পলি মাটি পড়ে মাটি উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায় ।

দোছড়ি নদী:

কচ্ছপিয়া ইউনিয়নের খালের আগা হয়ে দোছড়ি নদীটি ১, ২, ৩ ও ৬নং ওয়ার্ডে বাকখালী নদীতে প্রবাহিত হয়েছে । বর্ষাকালে ঢলের পানিতে গ্রামগুলো প্লাবিত হয়, পানি সরে যাওয়ার সাথে সাথে পলি মাটি পড়ে মাটি উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায় ।

রামাইত্যা নদী:

রামাইত্যা নদীটি রশিদনগর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড হতে ৩নং ওয়ার্ডে বড় ধলির ছড়া খালের সংলগ্নে প্রবাহিত হয়েছে । বর্ষাকালে ঢলের পানিতে গ্রামগুলো প্লাবিত হয়, পানি সরে যাওয়ার সাথে সাথে পলি মাটি পড়ে মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায় ।

- **পুকুর:**

রামু উপজেলায় ছোট বড় মিলে মোট ১১৭৪টি পুকুর রয়েছে । এসবের মধ্যে আবাদী পুকুর ৮৫৭টি ও অনাবাদী ৩১৭টি । অধিকাংশ পুকুরে প্রায় সারা বছর পানি থাকে । তবে বর্ষা মৌসুমে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় । দৈনন্দিন কাজ, মাছ চাষ, শাক-সব্জীর ক্ষেতে পানি দেয়া প্রভৃতি কাজে এসব পুকুরের পানি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এসব পুকুরে সাধারণত: রুই, কাতলা, তেলাপিয়া ও বিভিন্ন কার্প জাতীয় মাছের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে । পাশাপাশি ছোট মাছের উৎপাদন হচ্ছে । মাছ চাষের ফলে এলাকার জনগণের আর্থিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি পুষ্টি চাহিদাও পূরণ

হচ্ছে। পুকুরে মাছ চাষ করে মৎস চাষীরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। নিম্নে ইউনিয়নভিত্তিক পুকুরের তথ্য তুলে ধরা হলো:

ইউনিয়ন	আবাদী	অনাবাদী	মোট
ঈদগড়	৮	৩০	৩৮
কাউয়ারখোপ	১৩৫	৮	১৪৩
খুনিয়াপালং	১৫০	৫০	২০০
জোয়ারিয়ানালা	৬	০	৬
কচ্ছপিয়া	৫৭	২৮	৮৫
দক্ষিণ মিঠাছড়ি	২২০	১০০	৩২০
গর্জনিয়া	১৫২	৪৮	২০০
রাজারকুল	৩	০	৩
চাকমারকুল	৪২	৬	৪৮
রশিদনগর	৫৪	৩৫	৮৯
ফতেখাঁরকুল	৩০	১২	৪২
সর্বমোট	৮৫৭	৩১৭	১১৭৪

- **খাল:**

রামু উপজেলার মধ্য বা পাশ দিয়ে প্রবাহিত খালের সংখ্যা ২৮টি। **ফতেখাঁরকুল** ইউনিয়ন ছাড়া সব ইউনিয়নে খাল আছে। নিম্নে ইউনিয়নভিত্তিক খালের তথ্য তুলে ধরা হলো:

ঈদগড় ইউনিয়ন:

১. রেনুর ছড়া খাল: রেনুর ছড়া খালটি ৬নং ওয়ার্ডের নয়াপাড়া হতে ১নং ওয়ার্ডের পশ্চিম পাড়া হয়ে ঈদগড় ইদগাঁও নদীতে এসে মিলিত হয়েছে। **২. চেংছড়ি খাল:** চেংছড়ি খালটি চেংছড়ি হয়ে আলীচং খালে গিয়ে মিলিত হয়েছে। **৩. চিকনির ছড়ার খাল:** চিকনির ছড়ার খালটি ৭নং ওয়ার্ডের খুড়াবিল হয়ে রেনুকুলে রেনুছড়ার খালে গিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

কাউয়ারখোপ ইউনিয়ন:

১. মনিরঝিল সোনাইছড়ি খাল: মনিরঝিল সোনাইছড়ি খাল হতে ১-৭নং ওয়ার্ডে দরগামুরা পাড়ায় গিয়ে বাকখালী নদীতে প্রবাহিত হয়েছে। **২. উখিয়ারঘোনা খাল:** বড়জুম ছড়া উখিয়ারঘোনা খাল ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড হতে ফরেষ্ট অফিসের সামনে বাকখালী নদীতে এসে প্রবাহিত হয়েছে। **৩. জারুলিয়াছড়ি খাল:** খালটি নাইক্ষ্যংছড়ি খাল হয়ে মইশকুম ব্রীজের পাশের বাকখালী নদীতে প্রবাহিত হয়েছে।

খুনিয়াপালং ইউনিয়ন:

১. ধোয়াপালং খাল: খালটি আর্মি ক্যাম্প থেকে তুলাবাগান দিয়ে ২নং ওয়ার্ডে এসে গোয়ালিয়া পালং নদীতে এসে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে প্রবাহিত হয়েছে। **২. ধুইল্যাছড়ি খাল:** ধুইল্যাছড়ি খাল ৪, ৫, ১নং ওয়ার্ডে দারিয়ারদিঘী থোয়েংগাকাটা হয়ে ৩ - ৬নং ওয়ার্ডে প্রবাহিত হয়েছে, **৩. রেজুর খাল:** ৮নং ওয়ার্ড থেকে ৯নং ওয়ার্ড মাংগালা পাড়া হয়ে ধেচুয়াপালং দারিয়ারদিঘী ১, ৪, ৫ ও ৭নং ওয়ার্ডে গোয়ালিয়া পালং নদীতে এসে

মিলিতি হয়েছে। **৪. কালারপাড়া খাল:** কালারপাড়া খালটি আর্মি ক্যাম্প থেকে তুলাবাগান দিকে ২নং ওয়ার্ডে এসে গোয়ালিয়া পালং নদীতে এসে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে প্রবাহিত হয়েছে।

জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়ন:

১. সোনাইছড়ি খাল: বাইশারী হতে ৩, ৪ ৬, ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ডে গিয়ে চৌফলদন্ডী মাথায় এসে সোনাইছড়ি খালে এসে মিলিত হয়েছে।

কচ্ছপিয়া ইউনিয়ন:

১. বড় জাংছড়ি খাল: এই খালটি ৫, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড হয়ে বাকখালী নদীতে এসে সরাসরি প্রবাহিত হয়েছে। **২. ছোট জাংছড়ি খাল:** এটি ৪ ও ৭নং ওয়ার্ডের বার্মা সীমানা হয়ে বাকখালী নদীতে মিলিত হয়েছে। **৩. নাইক্ষ্যংছড়ি খাল:** এই খালটি ৫, ৬, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ড হয়ে বাকখালী নদীতে এসে সরাসরি প্রবাহিত হয়েছে।

দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়ন:

১. বাকখালী ও ২. নতুন কাটা খাল: খাল ২টি ৯নং ওয়ার্ডের পশ্চিম দিকের শেষ মাথায় মনতিরমার সাকুতে গিয়ে মিলিত হয়েছে।

গর্জনিয়া ইউনিয়ন:

১. থিমছড়ি খাল: থিমছড়ি খালটি হিলট্রেক্স থেকে এসে ৩, ৪ ও ২নং ওয়ার্ডে গর্জনিয়া খালের মুখে এসে পড়েছে। **২. গর্জনিয়া খাল:** গর্জনিয়া খালটি বাইশারী হয়ে ১, ২, ৩, ৫, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ডে ছোট গর্জই খালে মিশেছে। **৩. বড় গর্জই ও ৪. ছোট গর্জই খাল:** খাল ২টি ঈদগড় বাইশারী হয়ে ঘুরে গিয়ে নতুন বাজার-শিয়াপাড়া হয়ে ১, ২, ৩, ৫, ৮নং ওয়ার্ডে এসে গর্জনিয়া খালের সাথে মিলিত হয়ে বাকখালী নদীতে এসে প্রবাহিত হয়েছে।

রাজারকুল ইউনিয়ন:

১. দক্ষিণ কাটাখালী খাল: এই খালটি ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮নং ওয়ার্ড হয়ে দক্ষিণ মিঠাছড়ি দিয়ে বাকখালী নদীতে গিয়ে পড়েছে।

চাকমারকুল ইউনিয়ন:

১. পাতলী খাল: পাতলী খালটি গুইল্যাছড়ি হতে মনতারগুদা পিএমখালী বাংলাবাজার হয়ে বাকখালী নদীতে এসে মিলিত হয়েছে। ২. **ফারিরখাল:** ফারির খাল ৬, ৭, ৮নং ওয়ার্ড পূর্ব মোহাম্মদপুরা থেকে শ্রীমুরা হয়ে চৌফলদন্ডী দিয়ে বঙ্গোপসাগরের মিলিত হয়েছে। **৩. বাকখালী খাল:** বাকখালী খালটি ১, ২, ৩ ও ৯নং ওয়ার্ড মিস্ত্রি পাড়া থেকে শুরু করে পশ্চিম চাকমারকুল হয়ে বঙ্গোপসাগরের এসে প্রবাহিত হয়েছে।

রশিদনগর ইউনিয়ন:

১. **পানির ছড়া খাল:** এই খালটি রামাইত্যা নদীতে এসে প্রবাহিত হয়েছে। ২. **থলিয়ারঘোনা খাল:** খালটি ৬নং ওয়ার্ড থেকে ৩-৭নং ওয়ার্ড পানির ছড়া খালের এসে মিলিত হয়েছে। ৩. **উল্টাখালী খাল:** ৯নং ওয়ার্ডে প্রবাহিত হয়েছে। **৪. বড় ধলীরছড়া খাল:** ৩নং ওয়ার্ডে প্রবাহিত হয়েছে। **৫. মাছেয়াখালী খাল: ১**নং ওয়ার্ডে প্রবাহিত হয়েছে।

উপজেলার প্রায় সব ইউনিয়নে প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে খালের পানিতে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো প্লাবিত হয়ে ঘর-বাড়ী ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। পাশাপাশি পানি নেমে যাওয়ার পরে জমিতে পলি মাটি পড়ায় কৃষি জমির উর্বরতা বেড়ে যায়। মূলত; ধানসহ বিভিন্ন ফসল ও সব্জী চাষে এইসব খালের পানি ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন খাল হতে নানা ধরণের মাছ আহরণ করে এখানকার জেলেরা জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে এবং মাছের চাহিদা ও পুষ্টি পূরণে অবদান রাখছে।

- **বিল:**

উপজেলায় মোট বিলের সংখ্যা ১৬২টি। এর মধ্যে ২৭টি ঈদগড়, ১৩টি খুনিয়াপালং, ৪৭টি কচ্ছপিয়া, ৩০টি দ: মিঠাছড়ি, ৩টি গর্জনিয়া, ২টি রাজারকুল ও ৪০টি চাকমারকুল ইউনিয়নে অবস্থিত।

ধান এবং সবজির চাষ হয়। এছাড়াও বিভিন্ন বিল হতে নানা ধরণের বিশেষ করে দেশীয় মাছ আহরণ করে জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে। মাছের চাহিদা ও পুষ্টি পূরণে অবদান রাখছে।

- **হাওড়:**

নাই।

- **লবণাক্ততা:**

সমুদ্র উপকূল থেকে দূরে অবস্থান হওয়ায় লবণাক্ততার সম্ভাবনা নেই। তবে উপজেলার খুনিয়াপালং, রশিদনগর, চাকমারকুল, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়ন সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ার কারণে বছরে ২/৩ মাস লবণাক্ততা সৃষ্টি হয়। এছাড়াও বর্ষাকালে সমুদ্র সংলগ্ন নদীগুলোতে জোয়ারের পানি বৃদ্ধি পেয়ে নদীর কাছাকাছি এলাকায় লবণ পানি ঢুকে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। বছরের বাকী সময় লবণাক্ততা অনুভূত হয় না।

- **আর্সেনিক দুষণ:**

২০০০ সালে স্থানীয় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও এনজিও সমন্বয়ে উপজেলায় আর্সেনিক সনাক্তিকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়, তখন কিছু কিছু এলাকায় আর্সেনিকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বিগত ১৩ বছর আর্সেনিক সনাক্তিকরণের ক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে বর্তমানে আর্সেনিক সমস্যা আছে কিনা স্থানীয় সরকার ও উপজেলা প্রশাসনের জানা নাই।

- **জীব বৈচিত্র্য:**

পাখি:

ময়না, দোয়েল, শকুন, শালিক, চড়ুই, শ্যামা, বক, ডাহুক, বুলবুলি, টিয়া, কাক, কবুতর, কাঠঠোকরা, টুনটুনি, মথুরা, ফিংগে, বাবুই, ঘুঘু ইত্যাদি।

বন্যপ্রানী:

বনবিড়াল, বানর, হাতি, বনমোরগ, হরিণ, বেজী, কাঠবিড়ালী, তক্ষক, শেয়াল, নেউল, বাঘডাসা, বন্যশুকর, গয়াল, গিরগিটি, বাদুড়, চামচিকা প্রভৃতি ।

সরিসৃপ:

গোখড়া, ঢোড়া, গুই, কেউটে, শংখচুড়, বনরুই, চন্দ্রবোড়া, দাড়াস প্রভৃতি ।

উভয়চর প্রানী:

সোনা ব্যাঙ, কোলা ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ, উদ প্রভৃতি ।

গৃহপালিত পশু-পাখি:

গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া, হাঁস-মুরগী, কবুতর, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি ।

মাছ:

তেলাপিয়া, কার্প, কাতল, মাগুর, নাইলোটিকা, পাঙ্গাস, মৃগেল, রুই, পুটি, টাকি, ইচা, কই, শিং, টেংরা, পুটি প্রভৃতি ।

মানুষের আগ্রাসনের ফলশ্রুতিতে বর্ণিত পশুপাখি, মাছ, গাছপালা প্রভৃতি পূর্বের তুলনায় আশংকাজনক ভাবে কমে গেছে । পশুপাখি, মাছ, গাছপালা প্রভৃতির অধিকাংশ প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে ।

- **স্থানীয় সমাজ ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিবরণ:**

সামাজিক স্তর বিন্যাস ঃ

ক. গরীব ও ভূমিহীন (যারা দিনে আনে দিনে খায়)ঃ ৫৫%

খ. নিম্ন মধ্যবিত্ত (সংসার চালানোর পর যাদের সামান্য সঞ্চয় থাকে) ঃ ২৯%

গ. মধ্যবিত্ত (যাদের মোটিমুটি কিছু সঞ্চয় থাকে) ঃ ১৪%

ঘ. ধনী (যাদের সংসারিক চাহিদা মিটানোর পরেও বেশ কিছু পরিমাণ সঞ্চয় থাকে) ঃ ২%

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও পেশাঃ

- ✓ চাকুরী করে প্রায়: ৫% জন ।
- ✓ ব্যবসা করে (ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী): ১০% জন
- ✓ কৃষি কাজ করে (ধানসহ বিভিন্ন ফসল, পান, লবণ ও চিংড়ি): ৫৫% পরিবার
- ✓ দিন মজুরি, ভ্যান রিক্সা চালক: প্রায় ২০% জন
- ✓ জেলে: ৫% জন
- ✓ নাপিত/শীল, ধোপা, রাজ মিস্ত্রি/কাঠ মিস্ত্রি: ৫% পরিবার

সামাজিক আচার অনুষ্ঠানঃ

মুসলিমঃ ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, ঈদে মিলাদুন্নবী, শব-ই-কদর, শব-ই-বরাত, আশুরা, শব-ই-মেরাজ, সুন্নতে-খৎনা, মেলা-পর্বন, বিয়ে, আকিকা, জানাজা প্রভৃতি ।

বৌদ্ধঃ চৈত্র সংক্রান্তি (সাংগ্রেন), বৌদ্ধ পূর্ণিমা, মধু পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান, বিয়ে, অন্ত-ষ্টিক্রিয়া, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ।

হিন্দুঃ শারদীয় উৎসব (দূর্গা পুজা), স্বরস্বতী পূজা, লক্ষী পূজা, মনসা পূজা, হরিরাম মহাযজ্ঞ, কার্তিক পূজা, গনেশ পূজা, জন্মাষ্টমী, শীব চতুর্দর্শী, একাদশী ব্রত, বিয়ে, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ।

সামাজিক মূল্যবোধ ঃ

সকল ধর্ম নির্বিশেষে একে অপরের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক এলাকায় বিদ্যমান । সকল প্রকার সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে সকলের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয় ।

লিঙ্গ বৈষম্য ঃ

রামু উপজেলা শিক্ষা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কক্সবাজার জেলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে । সমাজে সকল স্তরে নারীদের সহাবস্থান দেখা যায় । এতদসত্বেও ধর্মীয় কুসংস্কারের কারণে নারীরা বৈষম্যের স্বীকার হয় । উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে মেয়েদের লেখাপড়ার হার খুবই কম । যৎসামান্য যা শিক্ষা লাভ করে তাও ধর্মীয় পুস্তক পাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ । ধর্মীয় প্রথা ও রীতিনীতি অনুযায়ী মুসলিম নারীদের বোরকা পড়ে চলাচল করতে দেখা যায় । মুসলিম নারীদের সন্তান ধারণ, গরু-ছাগল, হাঁস- মুরগী পালন ও ক্ষেত-খামার পরিচর্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ । অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারীরা ঘর সংসারের কাজের পাশাপাশি মাঠে গিয়ে কৃষিকাজে সহযোগিতা করে । সামাজিক কাজকর্মে ও চাকুরী করার ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষনীয় ।

প্রথাগত ও আইনগত অধিকার ঃ

সমাজ ব্যবস্থার কারণে পুরুষেরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী । তারা দেশের প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে জমি-জমার অধিকার মুসলিম আইন অনুযায়ী ও অন্যান্য সম্প্রদায় পারিবারিক ও জাতিগত প্রথা অনুযায়ী অধিকার পেয়ে থাকে । এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে বিচার ও সালিশ পরিচালিত হয়ে থাকে । বর্তমানে গ্রাম্য সালিশ ও বৈঠকে নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায় । ফলে নারীরা প্রথা ও আইনগত অধিকার সমভাবে না হলেও কম বেশী ভোগ করে থাকে ।

রাজনৈতিক সংগঠন ঃ

- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ।
- জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ।
- বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ।
- লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ।

উপজেলার মানচিত্র

উৎস: বাংলাদেশ ওয়েব

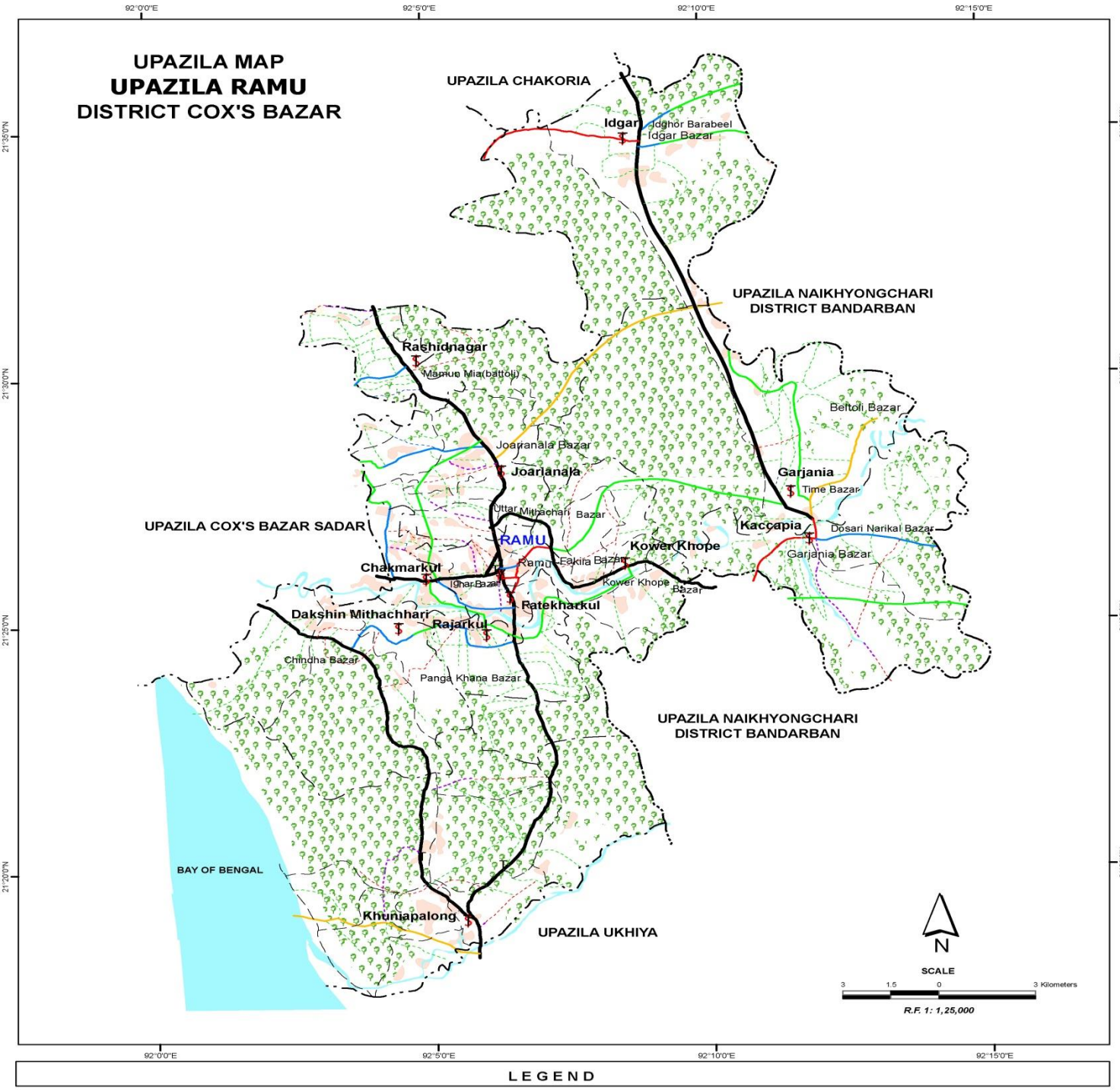

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

রামু উপজেলা সমুদ্র উপকূলবর্তী ও পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় খুব সহজেই পাহাড়ী ঢল ও জোয়ার সৃষ্ট বন্যা, নদী ভাঙ্গন ও জলাবদ্ধতার কবলে পড়ে। এছড়াও ১৯৭০ সাল থেকে পর্যন্ত প্রায় ৭০টির মত ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়েছে এ এলাকা। ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন আপদের ফলে মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে এবং কয়েক শত কোটি সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গত ২০ বছরের মধ্যে উপজেলায় আঘাত হানা বড় ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদী ভাঙ্গন এর ইতিহাস নিচের সারণিতে তুলে ধরা হলো:

বছর	দুর্যোগের নাম	ক্ষতির পরিমাণ (টাকা)	কোন্ কোন্ খাত/ উপাদানক্ষতিগ্রস্থ হয়
১৯৯১	ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস	প্রায় ২০ কোটি	ঘর-বাড়ী, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল, ফসল, গাছপালা, মানব সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাজারের দোকান-পাট বিধ্বস্ত হয় এবং ব্যাপক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়।
১৯৯৪, ১৯৯৭	ঘূর্ণিঝড়	প্রায় ১০ কোটি	ঘর-বাড়ী, ফসল, গাছপালা, স্থাপনা
১৯৯৮	বন্যা	প্রায় ৬ কোটি	ঘর-বাড়ী, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল, ফসল, গাছপালা, স্থাপনা
২০১১, ২০১২, ২০১৩	অতিবৃষ্টি ও বন্যা	প্রায় ২০ কোটি	গাছপালা, ল্যাট্রিন, ঘর-বাড়ী, ফসল, বীজতলা
প্রতি বছর	নদী ভাঙ্গন	প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৮ কোটি	ঘর-বাড়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গাছপালা, ফসল, রাস্তাঘাট
প্রতি বছর	পাহাড়ী ঢল	প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৬ কোটি	ঘর-বাড়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গাছপালা, ফসল
প্রতি বছর	কালবৈশাখী	প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১২ লক্ষ	ঘর-বাড়ী, গাছপালা, ফসল
প্রতি বছর	বন্যহাতির আক্রমণ	প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১ কোটি	ঘর-বাড়ী, গাছপালা, ফসল, প্রাণ

২.২ উপজেলার আপদ সমুহ

উপজেলাটি ভূ-প্রকৃতি ও অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট অসংখ্য আপদে ঝুঁকিপূর্ণ। বন্যা, নদী ভাঙ্গন, পাহাড়ী ঢল, ঘূর্ণিঝড়, বন্যহাতির আক্রমণ প্রভৃতি আপদে চরমভাবে আতংকগ্রস্ত থাকে উপজেলার সিংহভাগ মানুষ। প্রায় প্রতি বছর নদী ভাঙ্গনে ১১টি ইউনিয়নের প্রায় ৩০০ পরিবার বসতভিটা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং প্রায় ৮ হাজার মানুষ ভাঙ্গন আতংকে বসবাস করে। পাহাড়ী ঢল, বন্যহাতির আক্রমণ ও বন্যায় ব্যাপক ফসল হানির কবলে পড়ে উপজেলার প্রায় ১ লক্ষ কৃষক। নিম্নে উপজেলার আপদসমূহ তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক নং	আপদ সমূহ	ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার
১.	নদী ভাঙ্গন	১.	নদী ভাঙ্গন
২.	পাহাড়ী ঢল	২.	পাহাড়ী ঢল
৩.	বন্যা	৩.	বন্যা
৪.	জলাবদ্ধতা	৪.	জলাবদ্ধতা
৫.	সামুদ্রিক জলোচ্ছাস	৫.	সামুদ্রিক জলোচ্ছাস
৬.	লবণাক্ততা	৬.	লবণাক্ততা
৭.	টর্ণেডো/ ঘূর্ণিঝড়	৭.	টর্ণেডো/ ঘূর্ণিঝড়
৮.	শৈত্য প্রবাহ	৮.	পাহাড় ধ্বস
৯.	খরা	৯.	বন্যহাতির আক্রমণ
১০.	পাহাড় ধ্বস	১০.	শৈত্য প্রবাহ
১১.	বন্যহাতির আক্রমণ	১১.	খরা

অতীতে ঘটে যাওয়া এবং এলাকার জনগণের অভিজ্ঞতার আলোকে আপদের চিত্র

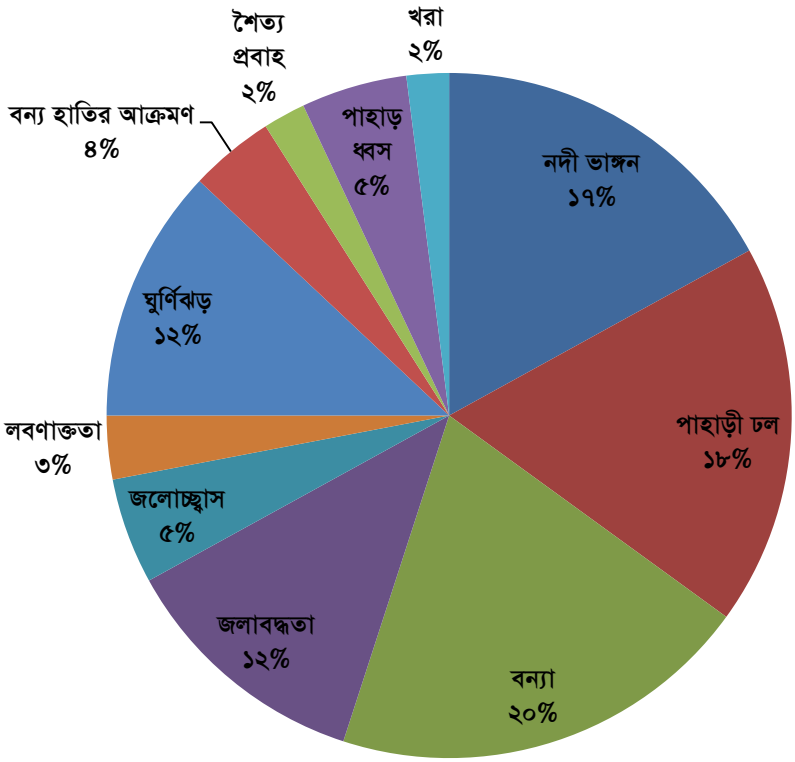

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র বিস্তারিত বর্ণনা ঃ

ঝড়, ঘূর্ণিঝড় ও বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢল, নদী ভাঙ্গন, বন্যা, অতি বৃষ্টি রামু উপজেলার নিত্য নৈমিত্তিক আপদ। পাহাড় ধ্বস, লবণাক্ততার মত আপদও এখানে ঘটে থাকে। আগের চেয়ে ব্যাপক হারে বৃক্ষ নিধন, পাহাড় কাটার কারণে এসব আপদ ঘটে থাকে যা মাঝে মাঝে দুর্যোগে রূপ নেয়। এছাড়াও বন্য হাতির আক্রমণ, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত, তামাক চাষ প্রভৃতি কারণে উপজেলাটি ঝুঁকিপূর্ণ। উপজেলার বিভিন্ন আপদের চিত্র তুলে ধরা হলো:

নদী ভাঙ্গনঃ

রামু উপজেলার কাউয়ারখোপ, ফতেখাঁরকুল, রাজারকুল, কচ্ছপিয়া, গর্জনিয়া ইউনিয়ন বাকখালী নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। এছাড়া ঈদগড়-ঈদগাঁ নদী ঈদগড় ইউনিয়ন, গোয়ালিয়াপালং নদী খুনিয়াপালং ইউনিয়ন, রামাইত্যা নদী রশিদনগর ইউনিয়নর ও দোছড়ি নদী কচ্ছপিয়ার ইউনিয়নের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়ায় পাহাড়ে অধিক বৃষ্টিপাত হলে নদীগুলোতে পাহাড়ী ঢলের সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট ঢলের স্রোতে নদীর দু'কুল ভাঙ্গনের কবলে পড়ে। উপজেলার প্রায় সব ইউনিয়নে অবস্থিত বিভিন্ন ছড়া ও খালগুলোতেও ঢলের সৃষ্টি হয়। ফলে নদী ও খালের দুইপাড়ের কৃষি জমি, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সরকারীভাবে নদীতে ব্লক প্রোটেকশন, নদী ড্রেজিং করে নদীর গতিপথ পরিবর্তন না করা গেলে যোগাযোগ বন্ধ ও আবাসস্থল বিলীন হয়ে যাবে।

পাহাড়ী ঢলঃ

রামু উপজেলা পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় অধিক বৃষ্টিপাত হলে পাহাড় থেকে নদীতে ঢলের সৃষ্টি হয়। পাহাড়ের পাদদেশের গ্রামগুলো পাহাড়ী ঢলের শিকার হয়ে থাকে। এতে তাদের ফসলের উৎপাদন ও স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হয়। বাঁধ নির্মাণ ও বৃক্ষ রোপনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ভবিষ্যতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

বন্যা ও জলাবদ্ধতাঃ

ইউনিয়নের ৫০% ভূমি উঁচু ফলে দীর্ঘ মেয়াদী বন্যার সৃষ্টি হয় না। তবে পাহাড়ী ঢলের কারণে কিছু কিছু স্থানে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। বাঁধ নির্মাণ ও বৃক্ষ রোপনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে ভবিষ্যতে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমে যাবে।

সাইক্লোন/ জলোচ্ছাস ঃ

উপকূলীয় অঞ্চলে সৃষ্ট নিম্নচাপ/ লঘুচাপ ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব কিছুটা এখানে এসে পড়ে। বিশেষ করে খুনিয়াপালং ইউনিয়নে উপর। সমুদ্র উপকূল থেকে দূরে বিধায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম। তবে ১৯৯১, ১৯৯৪, ১৯৯৭ সনের ঘূর্ণিঝড়ে বাজারের দোকান-পাট, ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয় এবং ব্যাপক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। ভবিষ্যতে ২০০-২২০ কিঃ মিঃ গতিতে ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশংকা রয়েছে। ঘূর্ণিঝড় ঘটার সম্ভাবনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে এলাকার লোকজনের ধারণা।

শিলাবৃষ্টিঃ

ব্যাপক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে বিগত কয়েক বছর শিলাবৃষ্টির পরিমাণ ঘন ঘন পরিলক্ষিত হচ্ছে। শিলা বৃষ্টির সময় শিলাপাতের হার ও আকার বড় দেখা যাচ্ছে। ফলে পিয়াঁজ, রবিশস্য ও অন্যান্য ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে।

লবণাক্ততাঃ

খুনিয়াপালং, রশিদনগর, চাকমারকুল, দ: মিঠাছড়ি, জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়ন সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায় বছরে ২/৩ মাস লবণাক্ততা সৃষ্টি হয়। বছরের বাকী সময় লবণাক্ততার প্রকট অনুভূত হয় না। গত ১৫ - ২০ বছরের মধ্যে উপজেলায় বৈধ বা অবৈধভাবে চিংড়ী ও লবণ চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এসব এলাকায় কৃষি জমি হূমকীর মধ্যে পড়ছে।

টর্নেডো/ ঘূর্নিঝড়ঃ

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কালভদ্রে টর্নেডো সংঘটিত হয়। তবে ব্যাপক টর্নেডো সংঘটনের কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। দূর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসতভিটা কালবৈশাখী/ টর্নেডো সহনীয় নয়। বড় আকারে টর্নেডো আঘাত হানলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

পাহাড় ধ্বসঃ

বর্ষা মৌসুমে অধিক বৃষ্টিপাত হলে রামু উপজেলার প্রায় সব ইউনিয়নে ছোট বড় পাহাড় ধ্বসের ঘটনা ঘটে থাকে। পাহড়ের আশ পাশের মাটি ও গাছ অবাধে কেটে ফেলা, অবৈধভাবে পাহড়ের কোল ঘেষে বসতি স্থাপন করে বসবাস করা পাহাড় ধ্বসের অন্যতম কারণ। অবাধে ব্যাপকহারে মাটি ও গাছকাটা ও পাহাড়ের নীচে বসবাস

করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেলে আরো বড় আকারে পাহার ধ্বসের ঘটনা ঘটবে বলে এলাকাবাসীর ধারণা। ভবিষ্যতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে ভুমি ধ্বসের ঘটনা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে।

বন্যহাতির আক্রমণঃ

অতীতে হাতির অভয়ারণ্য ও বিচরণ ক্ষেত্র ছিল উপজেলার বিভিন্ন পাহাড় ও জংঙ্গলে। অধিক অর্থ প্রাপ্তির লোভে দিন দিন বৃক্ষনিধন ও পাহাড় কাটার ফলে হাতির আবাসস্থল ও খাদ্যসংকট দেখা দেয়। যার ফলে হাতি খাদ্যের সন্ধানে এলাকায় এসে ফসল ও ঘরবাড়ী নষ্টের পাশাপাশি মানুষের প্রাণহানীর ঘটনা ঘটাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের উপায় বের করা না হলে ভবিষ্যতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি আশংকা রয়েছে।

শৈত্য প্রবাহঃ

বিগত ১০-১২ বছর আগে নির্দিষ্ট সময়ে শীতের আবির্ভাব হত এবং নির্দিষ্ট সময় পার করে চলে যেত। বর্তমানে এ ক্ষেত্রে তারতম্য দেখা যায়। ঋতু অনুযায়ী পৌষ-মাঘ শীতকাল, কিন্তু বিগত ২০০১ সাল থেকে শৈত্যপ্রবাহের ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০০৬ সালের পর থেকে পর্যায়ক্রমে ১৫-২০ দিন হাড় কাপানো শৈত্য প্রবাহ মানুষের জীবনযাত্রাকে অচল করে দেয়। ঘন কুয়াশা ও প্রচন্ড শীতের কারণে শীতকালীন সবজী ও রবিশস্যের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে।

খরাঃ

মাঘ-বৈশাখ পর্যন্ত সেচের পানির অভাবে স্বল্প সময়ের জন্য সেচ ব্যাহত হয়। কিন্তু দেশের অন্যান্য জেলার মত খরা পরিলক্ষিত হয় না। তবে খাল-বিলের পানি শুকিয়ে যাওয়া এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় ফসল উৎপাদন কমে যাচ্ছে, জীব-বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে ও লোকজনের রোগব্যাধি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

রামু উপজেলায় বড়-ছোট পাহাড় ও নদী- খালের আধিক্য এবং সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থানের কারণে জান মালসহ আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থাতে দুর্যোগে ক্ষয় ক্ষতির আশংকা দেখা দেয় এবং তা কোন কোন পর্যায়ে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে অসমর্থ হয়ে থাকে। পাশাপাশি উপজেলায় প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ প্রভৃতির সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রীক অবস্থা, স্থানীয় জনগণ, বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকুল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবেলা করে দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করার ক্ষমতাও রয়েছে। উপজেলায় কোন কোন আপদে কি কি বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা রয়েছে তা তুলে ধরা হলো :

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
নদী ভাঙ্গন	- কৃষি জমি, ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, গাছপালা নদীর দুই পাড়ে হওয়ায় ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে; - নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধে সিমেন্টের ব্লক/বালুর বস্তা ফেলার ক্ষেত্রে সরকারীভাবে বলিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণের অভাব; - দূর্বল বেড়ীবাঁধ; - নদীর ধারে ব্যাপক বনায়ন না থাকা; - অবাধে প্যারাবন ও বৃক্ষ নিধন করা; - বিভিন্ন ইউনিয়নে বিভিন্ন বেড়ীবাঁধের প্রায় বিভিন্ন অংশ ভাঙ্গা ; - বেশ কিছু স্লুইচ গেট অকেজো হয়ে যাওয়া;	- নদীর পাড়ের কোন কোন স্থানে সিমেন্টের ব্লক দেওয়া আছে; - পর্যাপ্ত জায়গা আছে; - মাটি ভরাট করার সুযোগ আছে; - বেড়ীবাঁধ মজবুত করার সুযোগ আছে; - স্লুইচ গেট সংস্কার করার সুযোগ আছে; - নদী ভাঙ্গন রোধে সিমেন্টের ব্লক/বালুর বস্তা ফেলার ক্ষেত্রে সরকারীভাবে কার্যক্রম আছে; - ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, গাছপালা নদী পাড় থেকে দূরে করার সুযোগ আছে; - পাহাড় থাকায় জনগণ পাহাড়ে আশ্রয় নিতে পারে; - বৃক্ষ রোপণ করার সুযোগ আছে;
পাহাড়ী ঢল	- পাহাড় সংলগ্ন ফসলের জমি, ঘর-বাড়ি হওয়ায় ব্যাপক ক্ষতি হয়; - অবৈধভাবে ও অবাধে পাহাড় কেটে ফেলায় পানি সহজেই প্রবাহিত হয় ও নীচু এলাকা তলিয়ে যায়;	- পাহাড়ী ও উঁচু এলাকা হওয়ায় দ্রুত পানি নেমে যায়। - পাহাড়ী ছড়া সংস্কার করা যেতে পারে। - বাঁধ দিয়ে ফসলের জমি রক্ষা করা যেতে পারে; - মূলত অধিকাংশ কৃষক লবণ চাষ এর উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তারা ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারে; - ইউপি এবং এনজিও যৌথ উদ্যোগে মাটি ভরাট কর্মসূচি;
বন্যা	- নদীর দুই পাড়ে কৃষি জমি হওয়ায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়; - দূর্বল বেড়ীবাঁধ ও অধিকাংশ রাস্তাঘাট কাঁচা হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত নষ্ট হয় এবং জনগণের চলাচল খুব কষ্ট হয়;	- বেড়ীবাঁধ মজবুত করার সুযোগ আছে; - বেড়ীবাঁধ ও রাস্তার দুই পাশে এবং বাড়ি ঘরের চারিদিকে গাছ লাগানো বা বনায়ন করার সুযোগ আছে; - ইউনিয়নে আশ্রয় কেন্দ্র আছে;

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
	- ঘরবাড়ী নীচু এলাকা হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্তের পরিমাণ বেশী; - খাবার পানির সংকট হয়; - বিভিন্ন ইউনিয়নে বিভিন্ন বেড়ীবাঁধের প্রায় বিভিন্ন অংশ ভাঙ্গা ; - বন্যার সময় শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে; - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে; - বেশ কিছু স্লুইচ গেট অকেজো হয়ে যাওয়ায়;	- বাড়ি ঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনা ও টিউবওয়েল উঁচুতে স্থাপন করার সুযোগ আছে; - পাহাড় থাকায় জনগণ পাহাড়ে আশ্রয় নিতে পারে;
জলাবদ্ধতা	- নদী ও পাহাড়ের এলাকায় অবস্থান; - তুলনামূলক নীচু এলাকায় বাড়ি ঘর, টিউবওয়েল ও রাস্তাঘাট হওয়ায় ব্যাপক ক্ষতি হয়; - পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় পানি জমে থাকে; - জলাবদ্ধতায় শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে; - মশা, মাছি উপদ্রব ও পানিবাহিত রোগ বেড়ে যায়;	- বাড়ি ঘর ও টিউবওয়েল উঁচু জায়গায় বসানোর সুযোগ আছে; - মাটি ভরাট করার সুযোগ আছে; - সরকারীভাবে পানি নিষ্কাশন করার সুযোগ আছে; - ইউনিয়নে আশ্রয় কেন্দ্র আছে; - ইউপি এবং এনজিও যৌথ উদ্যোগে মাটি ভরাট কর্মসূচি;
সামুদ্রিক জলোচ্ছাস	- সমুদ্র থেকে দূরে হলেও এলাকায় কিছুটা প্রভাব পড়ে; - দূর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসতভিটা হওয়ায় নানাবিধ ক্ষতি হয়;	- মাটি ভরাট ও উঁচু করার সুযোগ আছে; - বাড়ি ঘর ও প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো মজবুত করে বানানোর সুযোগ আছে; - রাস্তা ও খালসমূহের দুই পাশে গাছ লাগানো বা বনায়ন করার সুযোগ আছে; - ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানো ও জনগণকে পূর্ব প্রস্তুতি নেয়ার ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রম আছে; - ইউনিয়নে আশ্রয় কেন্দ্র আছে;
লবণাক্ততা	- লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয় ও সুপেয় পানির অভাব দেখা দেয়; - চাহিদার তুলনায় কম ও দূর্বল বেড়ীবাঁধ হওয়ায় পানি অবাধে কৃষি জমি ও বসতি এলাকায় প্রবেশ করে; - কোন কোন এলাকায় অবৈধভাবে চিংড়ি ও লবণ চাষ করা;	- নতুন বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার সুযোগ আছে; - বেড়ীবাঁধ মজবুত করার সুযোগ আছে; - খালের দু'পাশে বনায়ন করা যাবে; - লবণ ও চিংড়ি চাষ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ আছে; - কৃষি অধিদপ্তরের পরামর্শক্রমে স্যালাইনিটি সহনীয় ধান এর চারা রোপণ করার ব্যাপারে কৃষকদের আগ্রহ ও চাহিদা বাড়ছে; - অধিকাংশ বাড়ীতে গভীর নলকূপের পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে ।
টর্ণেডো/ ঘূর্ণিঝড়	- দূর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসতভিটা	- বাড়ি ঘর মজবুত করে নির্মাণ করার সুযোগ

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
	হওয়ায় নানাবিধ ক্ষতি হয়; - অবাধে পাহাড় ও গাছ কেটে ফেলার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে;	আছে; - বাড়ি ঘরের আশে পাশে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই পাশে গাছ লাগানো বা বনায়ন করার সুযোগ আছে; - ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানো ও জনগণকে পূর্ব প্রস্তুতি নেয়ার ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রম আছে; - ইউনিয়নে আশ্রয় কেন্দ্র আছে;
পাহাড় কাটা	- কঠোর আইনী ব্যবস্থার প্রয়োগ না থাকায় অবৈধভাবে পাহাড় কাটার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে; - প্রাকৃতিক পরিবেশ চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। পাশাপাশি জীব-বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে ও লোকজনের রোগব্যাধি বৃদ্ধি পাচ্ছে;	- অবৈধভাবে পাহাড় কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করার সুযোগ আছে;
পাহাড় ধ্বস	- কঠোর আইনী ব্যবস্থার প্রয়োগ না থাকায় অবৈধভাবে পাহাড়ের গাছ কাটার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাটি দুর্বল হয়ে পড়েছে; - পাহড়ের কোল ঘেষে বসতি স্থাপনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	- অবৈধভাবে পাহাড়ে কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করার সুযোগ আছে;
বৃক্ষ নিধন	- কঠোর আইনী ব্যবস্থার প্রয়োগ না থাকায় অবৈধভাবে গাছ কাটার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে; - প্রাকৃতিক পরিবেশ চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে; - জীব-বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে;	- বাড়ি ঘরের আশে পাশে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই পাশে গাছ লাগানো বা বনায়ন করার সুযোগ আছে; - অবৈধভাবে গাছ নিধন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করার সুযোগ আছে;
তামাক চাষ	- প্রাকৃতিক পরিবেশ চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। পাশাপাশি জীব-বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে ও লোকজনের রোগব্যাধি বৃদ্ধি পাচ্ছে; - অধিক মুনাফার লোভে কৃষকেরা দিন দিন তামাক চাষের দিকে ঝুঁকে পড়ছে; - কৃষি উৎপাদনে জমির উর্বরা শক্তি ব্যাহত হচ্ছে; - তামাকের চাষের কারণে খাল/ছড়াগুলোতে মৎস্য প্রজনন নষ্ট হয়ে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে;	- তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করার সুযোগ আছে; - তামাক চাষের বিকল্প হিসেবে অন্যান্য চাষ যেমন: শাক-সব্জী, মৎস, ফসল চাষ করার সুযোগ আছে; - ইউপি-র উদ্যোগে কৃষি কর্মকর্তার সাথে তামাক চাষের ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ আছে;
বন্য হাতির আক্রমণ	- অধিক অর্থ প্রাপ্তির লোভে দিন দিন বৃক্ষনিধন ও পাহাড় কাটার ফলে হাতির আবাসস্থল ও খাদ্যসংকট দেখা দেয়ায় হাতি খাদ্যের সন্ধানে এলাকায় এসে ফসল ও ঘরবাড়ী নষ্টের পাশাপাশি মানুষের প্রাণহানীর ঘটনা ঘটাচ্ছে;	- অবৈধভাবে গাছ ও পাহাড় কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করার সুযোগ আছে; - টং/মশাল এর মাধ্যমে কিছু কিছু স্থানে স্থানীয় পদ্ধতিতে হাতি তাড়ানোর ব্যবস্থা আছে;
ম্যালেরিয়ায়	- পাহাড়ী এলাকায় ঘর বাড়ি ও জীবিকার উৎস;	- বিশেষ করে এনজিওদের মাধ্যমে

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
আক্রান্ত	- জীবিকার জন্য এলাকার মানুষেরা বাঁশ এবং কাঠ কাটতে গেলে মশার আক্রমণে ম্যালেরিয়া রোগে স্বীকার হয়; - সঠিক চিকিৎসার অভাব;	ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং পাশাপাশি মশারী বিতরণ করা হয়;

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

রামু উপজেলার কোন কোন ইউনিয়ন কোন কোন আপদে বিপদাপন্ন, বিপদাপন্নতার কারণ ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যার তথ্য তুলে ধরা হলো:

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
নদী ভাঙ্গন **বন্যা** **পাহাড়ী ঢল**	ফতেখাঁরকুল, ঈদগড়, গর্জনিয়া, কচ্ছপিয়া, কাউয়ারখোপ, রাজারকূল, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, জোয়ারিয়ানালা, রশিদনগর, খুনিয়া পালং, চাকমারকূল	- নদী ও পাহাড়ের কাছাকাছি এবং নীচু এলাকায় বাড়ি ঘর ও অন্যান্য স্থাপনার অবস্থান। - বাড়ি ঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনার কাঠামো দুর্বল। - অবৈধভাবে নদী দুই ধার ও পাহাড়ের মাটি কাটা। - অনিয়মতান্ত্রিকভাবে পাহাড়সহ বিভিন্ন স্থানের বৃক্ষ নিধন বা গাছ কাটা - রাস্তা ও খালের দুই পাশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাছ রোপণ না করা	১২০০০
জলাবদ্ধতা	কাউয়ার খোপ, কচ্ছপিয়া, ফতেখাঁরকুল, জোয়ারিয়া নালা, চাকমার কুলও দক্ষিণ মিঠা ছড়ি ইউনিয়ন।	- নীচু এলাকায় বাড়ি ঘর তৈরী ও টিউবওয়েল বসানো। - অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বৃক্ষ নিধন, মাটি কাটা ও পাহাড় কাটা।	১০০০০
সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস	খুনিয়াপালং ইউনিয়নের বৃহত্তর ৩নং ওয়ার্ডের ৯নং ব্লক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে রশিদরগর, চাকমারকুল, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নসমূহে ব্যাপক প্রভাব পড়বে।	- বঙ্গোপসাগর থেকে কিছুটা দূরে অবস্থান হলেও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। - বাড়ি ঘরের কাঠামো দূর্বল ও অপরিকল্পিত। - অবৈধভাবে পাহাড় ও গাছ কাটা।	১২০০০
লবণাক্ততা	রশিদরগর, চাকমারকুল, জোয়ারিয়ানালা, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ও খুনিয়াপালং ইউনিয়ন।	- জনবসতিপূর্ণ এলাকায় লবণ মাঠ বেড়ে যাওয়া। - খাস জমি অবৈধ দখল নিয়ে চিংড়ি ঘের তৈরী করা। - স্থানীয় পদ্বতিতে মাটি গর্ত করে লবণ সংরক্ষণ করা।	১০০০০

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
		- চিংড়ি চাষের জন্য লবণ পানি জমিয়ে রাখা ।	
টর্নেডো/ ঘূর্ণিঝড়	সমগ্র উপজেলা	- দূর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসতভিটা/স্থাপনা । - অধিকাংশ বসতভিটা ও স্থাপনা টর্নেডো/ঘূর্ণিঝড় সহনীয় নয় ।	সমগ্র উপজেলার জনগণ
বন্য হাতির আক্রমণ	ঈদগড়, গর্জনিয়া, কচ্ছপিয়া, কাউয়ার খোপ, রাজারকুল, জোয়ারিয়ানালা, রশিদ নগর ও খূনিয়া পালং ইউনিয়ন ।	- বন্যহাতির অভয়ারণ্য ও বিচরণ ক্ষেত্রে জনগণের অবাধ বিচরণ । - অধিক অর্থ প্রাপ্তির লোভে দিন দিন বৃক্ষনিধন ও পাহাড় কাটার ফলে হাতির আবাসস্থল ও খাদ্যসংকট দেখা দেয় । - খাদ্যসংকট দেখা দেয়ায় হাতি খাদ্যের সন্ধানে এলাকায় এসে ফসল ও ঘরবাড়ী নষ্টের পাশাপাশি মানুষের প্রাণহানীর ঘটনা ঘটাচ্ছে ।	৪০০০০
পাহাড় ধ্বস	ফতেখাঁরকুল, ঈদগড়, গর্জনিয়া, কচ্ছপিয়া, কাউয়ারখোপ, রাজারকূল, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, জোয়ারিয়ানালা, রশিদনগর, খুনিয়া পালং, চাকমারকূল ইউনিয়ন ।	- পাহাড়ের কোল ঘেষে বাড়ি ঘর ও অন্যান্য স্থাপনার অবস্থান । - বাড়ি ঘরের কাঠামো দূর্বল ও অপরিকল্পিত । - অবৈধভাবে পাহাড় ও গাছ কাটা ।	১১০০০
ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত	উপজেলায় ঈদগড়, গর্জনিয়া, কচ্ছপিয়া, কাউয়ারখোপ, রাজারকুল, জোয়ারিয়ানালা, রশিদনগর, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ও খূনিয়াপালং ইউনিয়ন ।	- জীবিকার জন্য এলাকার জনগণ বাঁশ ও কাঠ কাটতে বনে গেলে মশার কামড়/আক্রমণে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয় । - সময়মত সঠিক চিকিৎসার অভাব	১৫০০০
তামাক চাষ	উপজেলার গর্জনিয়া, কাউয়ারখোপ, কচ্ছপিয়া ইউনিয়নে তামাক চাষ করার প্রবণতা বেশী ।	- অধিক মুনাফার লোভে কৃষকরা দিন দিন তামাক চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছে । - তামাক কোম্পানী কর্তৃক সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ।	৬০০০

সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকার মানচিত্র

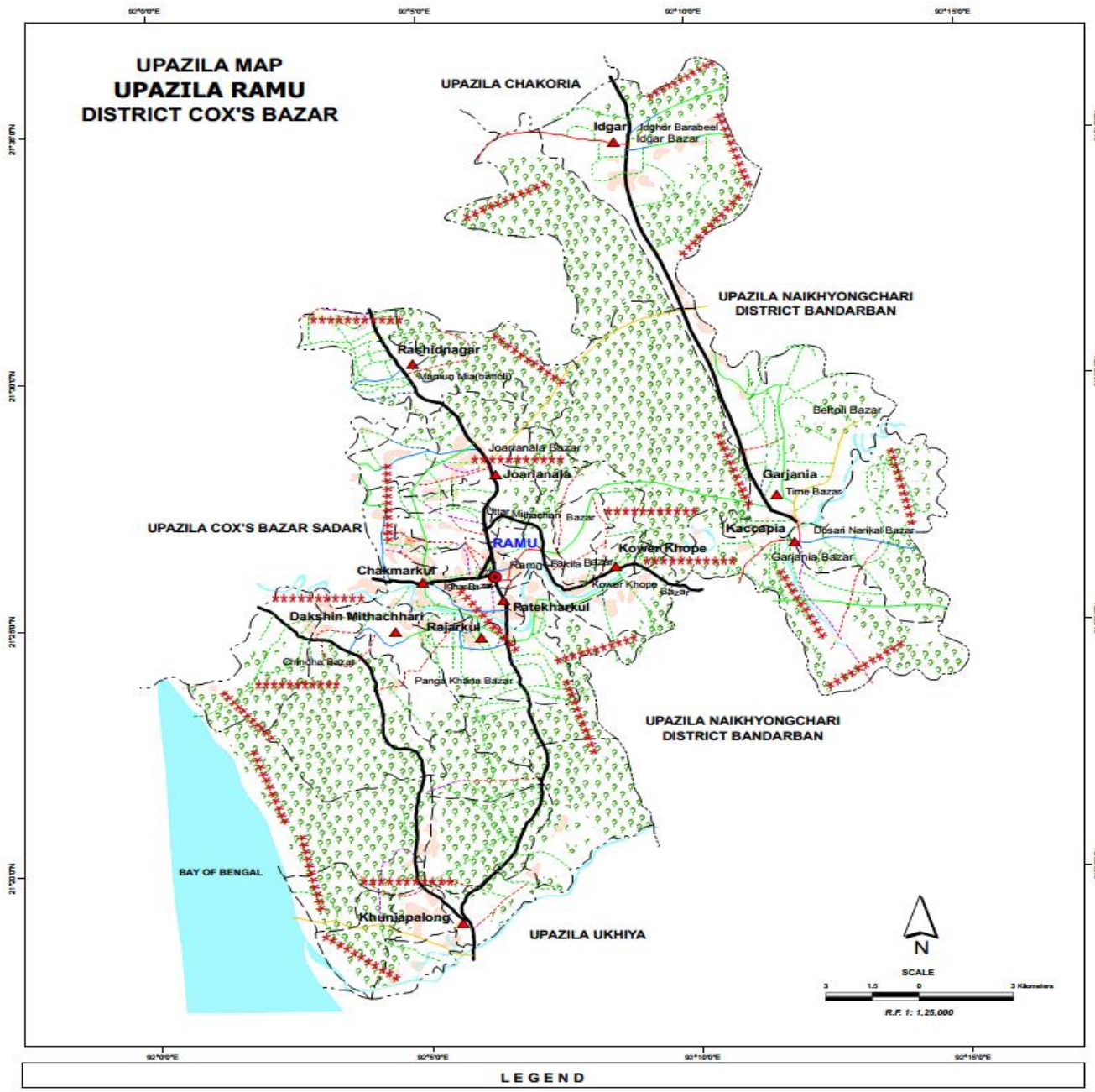

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ

রামু উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান প্রধান খাতসমূহ হলো কৃষি, অবকাঠামো, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, মানব সম্পদ, পরিবেশ, বনজ সম্পদ, মৎস্য। যেহেতু উপজেলাটি অন্যতম ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা হওয়ায় উল্লেখিত খাতসমূহ নানান হুমকির সম্মুখীন হয়ে থাকে। এর ফলে উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম বাঁধাগ্রস্ত হয়। উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম টেকসই করতে হলে দুর্যোগ ঝুঁকি কমানোর কৌশল বাস্তবায়ন করে এসব খাতসমূহকে উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় আনতে হবে।

খাতসমূহের বিস্তারিত বর্ণনাঃ

খাত	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	- উপজেলায় প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে কৃষি ফসল ও শস্য উৎপাদন কম হয়ে থাকে। প্রতিবছর নদী ভাঙ্গনে প্রায় ১৭০০ একর জমির প্রায় ৩০% ফসল এবং পাহাড়ী ঢলের স্রোতে উপজেলার প্রায় ৮০০০ একর জমির প্রায় ৪০% ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। - উপজেলার কাউয়ারখোপ, রশিদনগর, কচ্ছপিয়া, ফতেখাঁরকুল, জোয়ারিয়ানালা, চাকমারকুল, রাজারকুল ও দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নে বর্ষা মৌসুমে নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতা হয়ে প্রায় ১১০০ একর জমির ৩০% ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। - উপজেলার ঈদগড়, গর্জনিয়া, কচ্ছপিয়া, কাউয়ারখোপ, রাজারকুল, জোয়ারিয়ানালা, রশিদনগর, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ও খুনিয়াপালং ইউনিয়নে বন্য হাতির আক্রমণে প্রায় ৩৪০০ একর জমির ৪০% ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। - উপজেলার গর্জনিয়া, কচ্ছপিয়া, কাউয়ারখোপ ইউনিয়নে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে তামাক চাষ করার ফলে প্রায় ৮০০ একর জমি অনাবাদি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। - উপজেলার রশিদনগর, চাকমারকুল, ফতেখাঁরকুল, জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নে বিভিন্ন খাল দিয়ে লবণ পানি প্রবাহিত হয়ে প্রায় ১০০০ একর জমির ৩০% ফসল ও ২০% সব্জি ক্ষেত সম্পূর্ণ বিনষ্ট যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। - উপজেলার খুনিয়াপালং ইউনিয়নের বৃহত্তর ৩নং ওয়ার্ডের ৯নং ব্লক বঙ্গোপসাগরের পাশে হওয়ায় সামদ্রিক জলোচ্ছাস হলে এলাকার প্রায় ৭০ একর	- বেড়ীবাঁধ মজবুত করা। - পাহাড়ী ছড়া সংস্কারের মাধ্যমে ঢলের পানি থেকে ফসল রক্ষা পেতে পারে। - বেড়ীবাঁধ মজবুত করার মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসন করার উদ্যোগ নিতে হবে। - সরকারের কৃষি বিভাগ কর্তৃক জলাবদ্ধ এলাকায় বিকল্প ফসল ফলানোর উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। - ঢলের পানি নদীতে বা খালে পতিত করার ব্যবস্থা করা। - ছড়া বা খালের গভীরতা সৃষ্টি করা। - স্থানীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সমন্বয়ে খাল খনন এর উদ্যোগ গ্রহণ করা। হাতির অভয়ারণ্য সৃষ্টি করে বন্যহাতির আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা পেতে পারে।

খাত	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	জমির কৃষি ফসল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। - উপজেলায় ২০০ থেকে ২২০ কি:মি: বেগে ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হলে প্রায় ৬০% ফসলের ক্ষেত ধংস হয়ে যেতে পারে।	
শিক্ষা	- ১৯৯১ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় হলে ছাত্র ছাত্রীর পড়ালেখা সাময়িক বন্ধ হতে পারে/শিক্ষা ব্যবস্থার ৩০% ক্ষতি হতে পারে। অনেক ছাত্র ছাত্রীর লেখাপড়া সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকতে পারে। - ১৯৯৮ সালের মতো বন্যা হলে বিভিন্ন ইউনিয়নের কয়েক হাজার শিশুর পড়ালেখা সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে । - বিগত বছরগুলোর ন্যায় জলাবদ্ধতা থাকলে গর্জনিয়া, কচ্ছপিয়া, কাউয়ারখোপ চাকমারকূল, ফতেখাঁরকূল, জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নের অনেক ছাত্র ছাত্রীর সাময়িক ভাবে প্রতিষ্ঠানে যাওয়া ও পড়া লেখা বন্ধ হতে পারে।	- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন স্থাপনাসমূহ উপকূল হতে দূরে ও উঁচু স্থানে মজবুতভাবে নির্মাণ করা। - প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা। - খালসমূহ খনন করা। - রাস্তা ও বেড়িবাঁধ উঁচু করা। - গাইড ওয়াল দেয়া। - প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ করা।
অবকাঠামো	- উপজেলায় নদী ভাঙ্গনে প্রায় ৬০০টি বাঁশ/ কাঠ, ৪০০টি কাঁচা ঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। - উপজেলায় পাহাড়ী ঢলের স্রোতে প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে প্রায় ৮০০ - ৯০০টি বাঁশ/কাঠ ও ৪০০-৬০০টি কাঁচা ঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংস হয়ে যেতে পরে। - উপজেলার ঈদগড়, গর্জনিয়া, কচ্ছপিয়া, কাউয়ারখোপ, রাজারকুল, জোয়ারিয়ানালা, রশিদনগর, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ও খুনিয়াপালং ইউনিয়নে বন্য হাতির আক্রমণে প্রায় ৫০০-৭০০টি বাঁশ/কাঠ ও ৩০০ - ৫০০টি কাঁচা ঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।	- ঘূর্ণিঝড় সহনীয় ঘর-বাড়ী নির্মাণ ও সংস্কার করা। - বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা নদী হতে দূরে ও উঁচু স্থানে মজবুতভাবে নির্মাণ করা। - আবহাওয়া সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা ও তাদের সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করা। - বেড়িবাধ নির্মাণ ও সংস্কার করা। - বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনার চারিদিকে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা। - পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা।

খাত	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	- উপজেলার খুনিয়াপালং ইউনিয়নের বৃহত্তর ৩নং ওয়ার্ডের ৯নং ব্লক বঙ্গোপসাগরের পাশে হওয়ায় সামদ্রিক জলোচ্ছ্বাস হলে এলাকার প্রায়১০০-২০০টি বাঁশ/কাঠ ও ২০০- ৩০০টির মত কাঁচা ঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । - উপজেলায় ২০০ থেকে ২২০ কি:মি: বেগে ঘূর্ণিঝড় সংগঠিত হলে প্রায় ৫০% কাচাঁ ঘর বাড়ি ও ১০% আধা পাকা ঘর ধ্বংস হয়ে যেতে পারে ।	
পশু সম্পদ	- পশুর ঘরগুলে নীচু জায়গায় ও ঘরের কাঠামো দুর্বল হওয়ায় উপজেলায় বিগত বছরগুলোর ন্যায় বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড়, পাহাড়ী ঢলে অনেক পশু মারা যেতে ও পঙ্গু হতে পারে ।	- গবাদি পশু ও পাখির আবাস স্থান উপকূল হতে দূরে ও উঁচু স্থানে মজবুতভাবে করা । - বেড়িবাধ নির্মাণ করা ও মেরামত করা । - পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা
যোগাযোগ	- রামু উপজেলায় প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গনে প্রায় ৮০-১০০ কি:মি: কাচাঁ ও পাকা রাস্তা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে । - উপজেলায় প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢলের কারণে প্রায় ৭০ কি:মি: রাস্তা ভেঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে । - উপজেলার ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের বৃহত্তর ৩নং ওয়ার্ডের জলাবদ্ধতার ফলে ফারিরকুল গ্রামে ১.৫ কি:মি: পাকা রাস্তা, ২৫ কি:মি: কাচাঁ রাস্তা চলাচল অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে । - জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নের বৃহত্তর ৩নং ওয়ার্ডের পূর্ব জোয়ারিয়ানালা এলাকায় বর্ষা মৌসুমে পানি নিস্কাশনের ব্যাবস্থা না থাকায় প্রতি বছর জলাবদ্ধতা হয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে ।	- রাস্তা উঁচু করা ও গাইড ওয়াল দেয়া । - প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ করা । - পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা ।

খাত	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
স্বাস্থ্য	- রামু উপজেলায় পর্যাপ্ত নলকূপ না থাকায় ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরাসহ বিভিন্ন পানি বাহিত রোগ দেখা দিতে পারে । - উপজেলার খুনিয়াপালং, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, চাকমারকুল ও রশিদনগর ইউনিয়নে লবণাক্ততা থাকলে পানীয় জলের অভাবে নানাবিধ রোগ বালাই দেখা দিবে । - উপজেলার কাউয়ারখোপ, খুনিয়াপালং, কচ্ছপিয়া, রশিদনগর ইউনিয়নে দূর্গম পাহাড়ী এলাকায় ম্যালেরিয়াজনিত কারণে প্রায় ৪০% লোক স্বাস্থ্যহানী ও ০.৫% লোকের মৃত্যুর ঝুঁকি রয়েছে । - উপজেলার কাউয়ারখোপ, ফতেখারকুল, চাকমারকুল, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নে জলাদ্ধতার কারণে পানি দূষণ হয়ে ৩০% লোক ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড ও চর্ম রোগে আক্রান্ত হতে পারে । - ঈদগড়, গর্জনিয়া, কচ্ছপিয়া, কাউয়ারখোপ, রাজারকুল, জোয়ারিয়ানালা, রশিদনগর, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ও খুনিয়াপালং ইউনিয়নে বন্য হাতির আক্রমণে প্রায় ২% লোক পঙ্গু ও ০.৫% লোকের মৃত্যুর ঝুঁকি রয়েছে ।	- স্যানিটেশন, ম্যালেরিয়া ও বন্য হাতির আক্রমণ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো । - দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা । - পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা ।
পরিবেশ	- উপজেলায় ব্যপকভাবে বৃক্ষ নিধনের কারণে প্রায় ৬০% বনজ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । - অবৈধভাবে বৃক্ষনিধন, পাহাড় কাটা ও তামাক চাষ করলে মারাত্নক পরিবেশ বিপর্যয় হতে পারে । - বিগত বছরগুলোর মতো খুনিয়াপালং, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, চাকমারকুল ও রশিদনগর ইউনিয়নে লবণাক্ততা চলতে থাকলে এলাকায় প্রতি বছর ফলজ গাছে ফলন কম এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে ।	- রাস্তা ও বেড়ী বাঁধের দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ করা । - বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষরোপণ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা । - পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা । - অবৈধভাবে গাছ কাটা ও তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা ।

খাত	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
বনজ সম্পদ	- ১৯৯১ সালের মতো ঘূর্ণিঝড় হলে রামু উপজেলার অধিকাংশ গাছ-পালা ভেঙ্গে বা আংশিক নষ্ট হয়ে গিয়ে কয়েক শত কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। - ১৯৯৮ সালের মতো বন্যা হলে অনেক গাছপালা মরে গিয়ে কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। - বিগত ৪/৫ বছরের মতো খুনিয়াপালং, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, চাকমারকুল ও রশিদনগর ইউনিয়নে লবণাক্ততা চলতে থাকলে এলাকায় প্রতি বছর ফলজ গাছে ফলন কমে এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। - নদী ভাঙ্গনের ফলে এলাকার অনেক গাছ ভেঙ্গে গিয়ে আনুমানিক ২৫-৩০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে। - প্রতি বছরের ন্যায় পাহাড় ধ্বস বা পাহাড়ী ঢল হলে বিভিন্ন ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা বিলুপ্ত হয়ে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে। - প্রতি বছরের ন্যায় টর্নেডো হলে উপজেলার কয়েক লক্ষ গাছপালা ভেঙ্গে গিয়ে কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে।	- রাস্তা ও বেড়ী বাঁধের দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ করা। - বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষ রোপণ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা। - প্যারাবন সৃষ্টি করা। - পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। - অবৈধভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা।
মৎস্য	- উপজেলার গর্জনিয়া ও কচ্ছপিয়া ইউনিয়নে ব্যাপক তামাক চাষে বিষ প্রয়োগের বর্জ্য পানি বিভিন্ন নদী ও খালে পতিত হয়ে মৎস্য শুন্য হয়ে যেতে পারে। - উপজেলার চাকমারকুল ও জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়নে বাকখালি নদী ও সোনাইছড়ি খাল দিয়ে প্রবাহিত পাহাড়ী ঢলে প্রায় ৫০টি ঘেরের ছোট বড় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ভেসে যেতে পারে। - উপজেলার চাকমারকুল ইউনিয়নের বৃহত্তর ২নং ওয়ার্ডের ৬নং ব্লকে পূর্ব মোহাম্মদপুরা নয়াপাড়া গ্রামে লবণ পানির কারণে ১২টি মাছের ঘেরের বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও বাগদা চিংড়ি ভেসে যেতে পারে। - বিগত ৪/৫ বছরের মতো খুনিয়াপালং, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, চাকমারকুল ও রশিদনগর ইউনিয়নে লবণাক্ততা চলতে থাকলে এলাকার নদী/খাল/ পুকুরগুলোতে মিঠা পানির মাছ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।	- মাছ ধরা বোট ও জাল রক্ষা করার জন্য দুর্যোগ সহনশীল ও মজবুত স্থাপনা নির্মাণ করে বোট ও জাল রক্ষা করা ও মৎস্য উৎপাদনকে তরান্বিত করা। - পুকুরের পাড় উঁচুকরণ এবং পুকুর সংস্কার করা। - নদী/সাগর পাড়ের কম পক্ষে ১ কিলোমিটার দূরে বিহিঙ্গি জাল পাতা। - লবণ চাষ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা।

২.৭ সামাজিক মানচিত্র

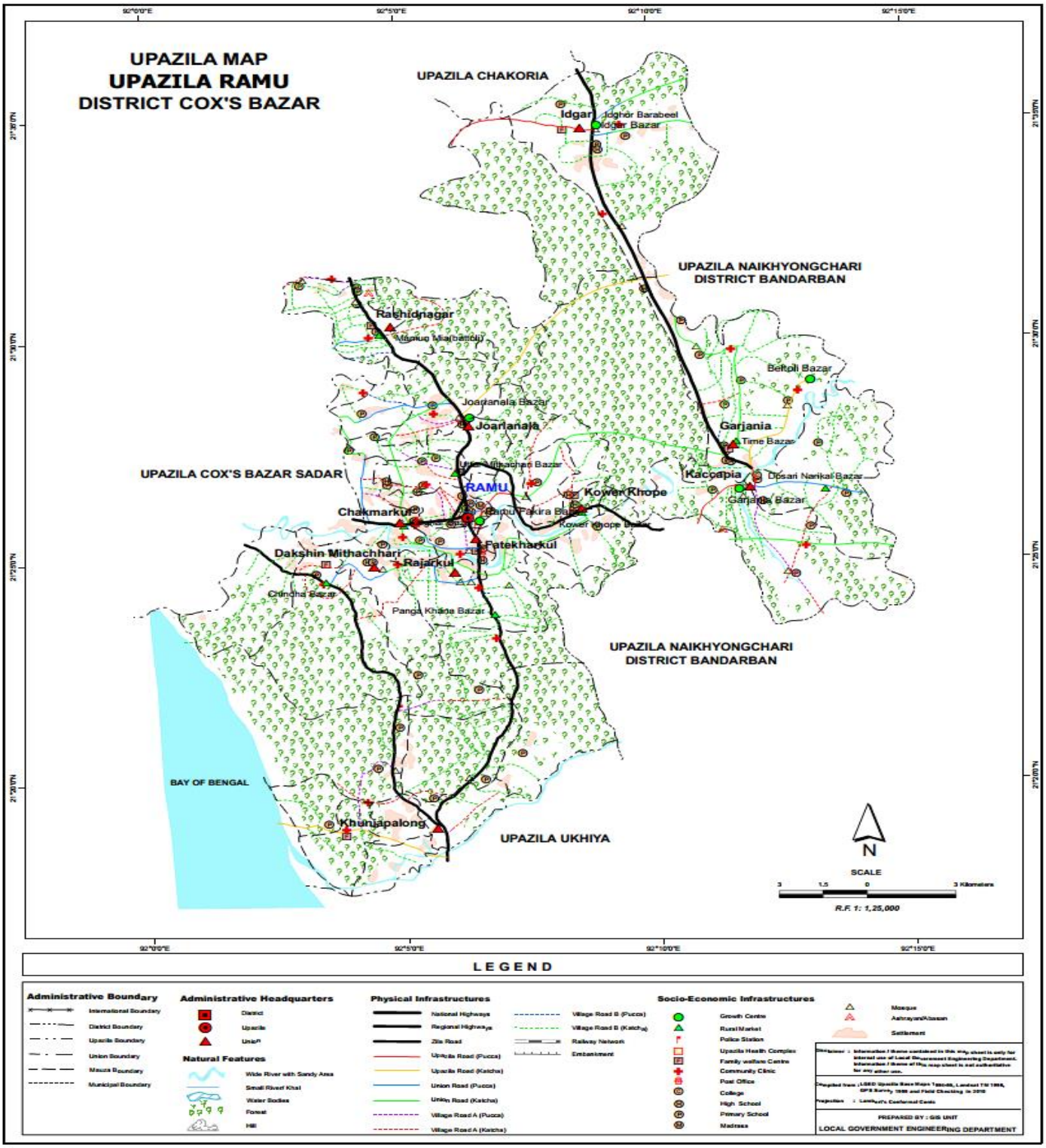

২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র

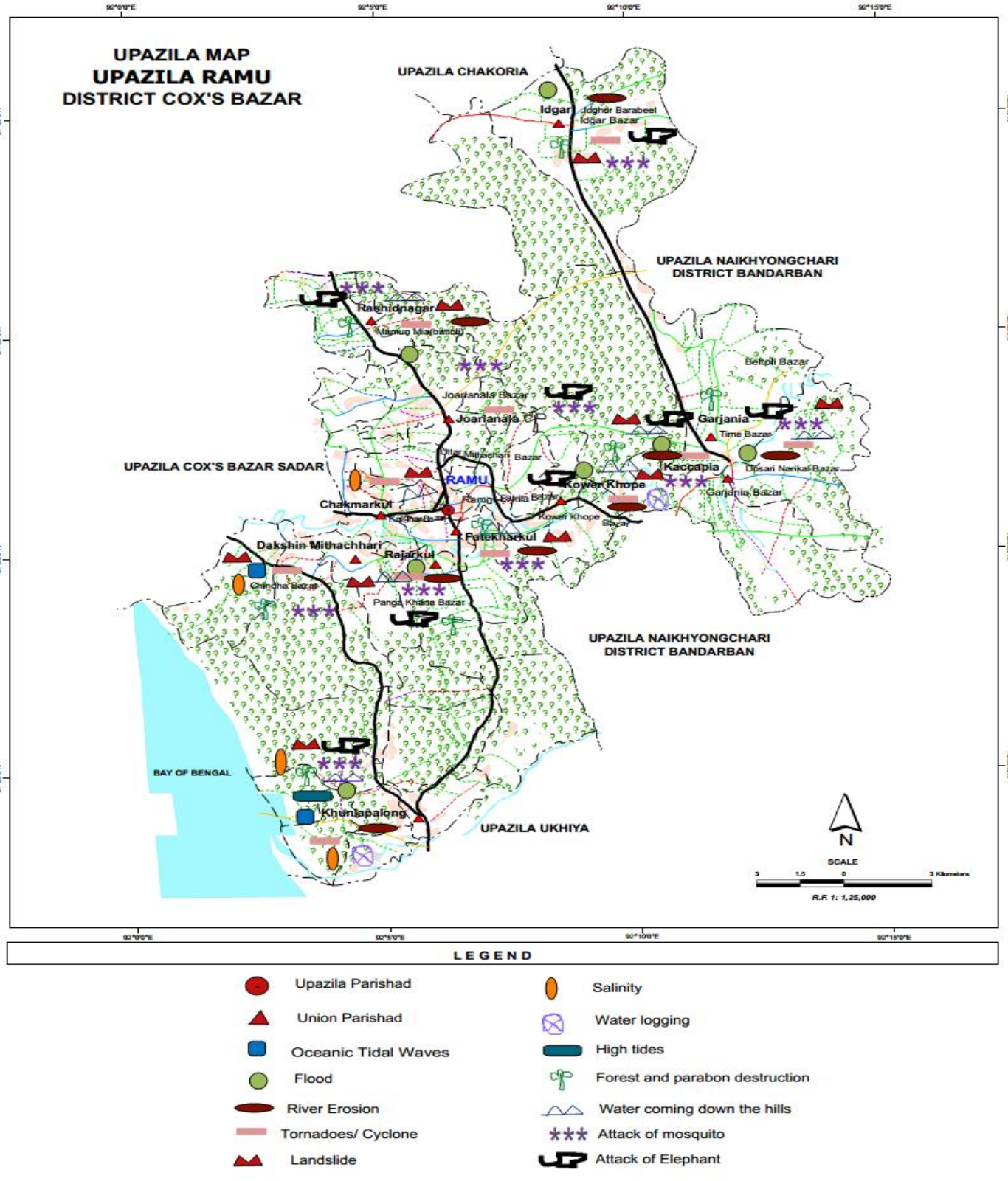

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

ক্রম	আপদ	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	নদী ভাঙ্গন												
২	বন্যা												
৩	পাহাড়ী ঢল												
৪	জলাবদ্ধতা												
৫	পাহাড় ধ্বস												
৬	ঘূর্ণিঝড়												
৭	বন্যহাতির আক্রমণ												
৮	লবণাক্ততা												
৯	সামুদ্রিক জলোচ্ছাস												

আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ

উপরে উল্লেখিত আপদগুলো রামু উপজেলার প্রায় সব ইউনিয়নে সারা বছর কোন না কোন মাসে ঘটে থাকে। কোন্ মাসে কোন্ আপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন ইউনিয়নের অংশগ্রহণকারীদের সাথে এফজিডি'র মাধ্যমে আলোচনার মাধ্যামে জানা যায়:

- এই এলাকায় **নদী ভাঙ্গন ও পাহাড়ী ঢল** হলো অন্যতম আপদ। কাউয়ারখোপ, ফতেখাঁরকুল, রাজারকুল, কচ্ছপিয়া, গর্জনিয়া ইউনিয়ন বাকখালী নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঈদগড়-ঈদগাঁ নদী ঈদগড় ইউনিয়ন, গোয়ালিয়াপালং নদী খুনিয়াপালং ইউনিয়ন, রামাইত্যা নদী রশিদনগর ইউনিয়নর ও দোছড়ি নদী কচ্ছপিয়ার ইউনিয়নের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়ায় পাহাড়ে অধিক বৃষ্টিপাত হলে নদীগুলোতে পাহাড়ী ঢলের সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট ঢলের স্রোতে নদীর দু'কুল ভাঙ্গনের কবলে পড়ে। পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত এই আপদ ২টি সাধারণত: আষার থেকে আশ্বিন মাসের মধ্যে ঘটে থাকে। এতে ঐসব এলাকার ফসলের উৎপাদন ও স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হয়।

- **বন্যা ও জলাবদ্ধতা** এই উপজেলার জন্য একটি আপদ হলেও, বড় আকার ধারণ করেনা। উপজেলার প্রায় সবগুলো ইউনিয়নের ৫০% ভূমি উঁচু ফলে দীর্ঘ মেয়াদী বন্যার সৃষ্টি হয় না। তবে পাহাড়ী ঢলের কারণে কিছু কিছু স্থানে স্বল্পকালীন জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। সাধারণত: আষার থেকে আশ্বিন মাসের মধ্যে ঘটে থাকে।

- **পাহাড় ধ্বস** এই উপজেলার জন্য আর একটি আপদ। উপজেলাটি পাহাড়ী এলাকার কারণে বিশেষ করে আষার থেকে আশ্বিন মাসে অধিক বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ী ঢলের মাত্রা বেশী হলে পাহাড় ধ্বসের ঘটনা ঘটে থাকে।

- **টর্নেডো/ ঘূর্ণিঝড়**ও আর একটি মারাত্মক আপদ। ঘূর্ণিঝড় এই এলাকার ঘরবাড়ি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গাছপালা, মাছের ঘের ও ফসলসহ সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি করে। এটি সাধারণত: বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাস, কার্তিক ও অগ্রাহায়ন এবং চৈত্র মাসে ঘটে থাকে।

- উপজেলার আর একটি আপদ হচ্ছে **বন্য হাতির আক্রমণ**। অধিক অর্থ প্রাপ্তির লোভে দিন দিন বৃক্ষনিধন ও পাহাড় কাটার ফলে হাতির আবাসস্থল ও খাদ্য সংকট দেখা দেয়। যার ফলে হাতি খাদ্যের সন্ধানে এলাকায় এসে ফসল ও ঘরবাড়ী নষ্টের পাশাপাশি মানুষের প্রাণহানীর ঘটনা ঘটাচ্ছে।

- এই উপজেলার বিশেষ করে ৩টি ইউনিয়নের জন্য আরেকটি আপদ হলো **লবণাক্ততা**। রশিদনগর, চাকমারকুল, জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়ন সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায় বছরে বর্ষা মৌসুমে আষাঢ়, শ্রাবণ ও আশ্বিন মাসে লবণাক্ততা সৃষ্টি হয়। বছরের বাকী সময় লবণাক্ততা অনুভূত হয় না।

- এই উপজেলার বিশেষ করে খুনিয়াপালং, দ: মিঠাছড়ি, চাকমারকুল ইউনিয়নের মারাত্মক ভয়ঙ্কর ও আতংকের আপদ হলো **সাইক্লোন/ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস**। ১৯৭০ সাল হতে এ পর্যন্ত ৭০টির মত ছোট বড় সাইক্লোন/ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের শিকার হয়েছে এ উপজেলার মানুষ। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে, গবাদী পশু পাখিও মারা গেছে এবং বিভিন্ন স্থাপনাসহ বিভিন্ন সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই আপদ সাধারণত: বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য ভাদ্র থেকে অগ্রাহায়ন মাসের ঘটে থাকে। সাইক্লোন ঘটার প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে এলাকার লোকজনের ধারণা।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

উপজেলার জীবিকার উৎসগুলো হলো: কৃষিকাজ, ক্ষুদ্রব্যবসা, রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী, জুম চাষ, দিনমজুর, দর্জি, চাকুরী প্রভৃতি । এলাকার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার জনগণের মতামত অনুযায়ী পেশাগুলো চিহ্নিত করা হয় ।

জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

ক্রমিক নং	জীবিকার উৎস	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ন	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	কৃষি												
২	ক্ষুদ্র ব্যবসা												
৩	রাজমিস্ত্রী												
৪	কাঠমিস্ত্রী												
৫	জুমচাষ												
৬	চাকুরী												
৭	দর্জি												
৮	দিনমজুর												
৯	চিংড়ি চাষ												
১০	লবণ চাষ												

কৃষিকাজ ঃ ৫৫%, ক্ষুদ্র ব্যবসাঃ ১০%, দিনমজুরঃ ২০%, চাকুরীঃ ৫%, মৎস্যচাষী ঃ ৫% এবং অন্যান্য পেশাজীবিঃ ৫% ।

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

নানামুখী দুর্যোগের কারণে রামু উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বিন্যস্ত হচ্ছে না কৃষি, শিল্প, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, মৎস্য, শিক্ষা, মানবসম্পদসহ বিভিন্ন জীবিকাসমূহ। বিদ্যমান এবং ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি বা দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ায় বিভিন্ন জীবিকাসমূহ দারুনভাবে বিপদাপন্ন। কোন জীবিকা কোন কোন দুর্যোগে বিপদাপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নিম্নের টেবিলের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক নং	জীবিকাসমূহ	আপদ/ দুর্যোগসমূহ											
		নদী ভাঙ্গন	বন্যা	পাহাড়ী ঢল	জলোচ্ছ্বাস	জলাবদ্ধতা	টর্নেডো / ঘূর্ণিঝড়	পাহাড় কাটা ও ধ্বস	বন্য হাতির আক্রমণ	বৃক্ষ নিধন	লবণাক্ততা	তামাক চাষ	ম্যালে-রিয়া
১	কৃষি	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
২	মৎস্য	■	■	■	■	■	■				■	■	
৪	স্বাস্থ্য	■	■		■		■	■	■	■	■	■	■
৫	শিক্ষা	■	■	■	■	■	■						
৬	পরিবেশ	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
৭	অর্থনৈতিক	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■
৮	অবকাঠামো	■	■	■	■	■	■						
৯	যোগাযোগ	■	■	■	■	■	■						
১০	মানবসম্পদ	■	■		■		■	■	■		■	■	■

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ণনা

প্রায় সারা বছর সংঘটিত কোন না দুর্যোগের কারণে রামু উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বিন্যস্ত হচ্ছে না কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, মৎস্য, মানবসম্পদ প্রভৃতি খাতসমূহ। বিদ্যমান এবং ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান অথবা কোন না কোন দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ায় বিভিন্ন খাত, উপখাত সমাজের বিদ্যমান উপাদানসমূহ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বিভিন্ন এলাকা দারুণভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। কোন্ কোন্ আপদ বা দুর্যোগে কোন্ কোন্ খাত বা উপাদানসমূহ ঝুঁকিপূর্ণ/ বিপদাপন্ন তা তুলে ধরা হলো:

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ													
	ঘরবাড়ী	রাস্তাঘাট	গাছপালা	ফসল	পরিবেশ	হাঁস মুরগী	গরু ছাগল	খাবার পানি	হাট বাজার	নদ-নদী	মৎস্য	স্বাস্থ্য	শিক্ষা	আশ্রয়কেন্দ্র
নদী ভাঙ্গন	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
বন্যা	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
পাহাড়ী ঢল	■	■		■							■			
পাহাড় ধ্বস	■		■		■							■		
জলাবদ্ধতা	■	■		■				■			■			
টর্ণেডো/ ঘূর্ণিঝড়	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
জলোচ্ছ্বাস	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
বন্যহাতির আক্রমণ			■	■								■		
বৃক্ষনিধন			■		■							■		
লবণাক্ততা				■							■	■		
তামাক চাষ			■		■							■		

ম্যালেরিয়া												■		

প্রতিটি খাত/ প্রতিষ্ঠান/ স্থাপনার বিপদাপন্নতার বিস্তারিত বর্ণনাঃ

ভৌগলিক ও অবস্থানগত কারণে রামু উপজেলা দুর্যোগপ্রবণ হওয়ায় এখানকার প্রতিটি খাত, প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা বিভিন্ন আপদে দুর্যোগ ঝুঁকির মধ্যে থাকে এবং কোন না কোনভাবে বিপদাপন্ন । এগুলো কেন বিপদাপন্ন এবং কি করলে বিপদাপন্নতা কমে আসবে তা খাত/ প্রতিষ্ঠান/ স্থাপনাসমূহের আলোকে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

খাত/ প্রতিষ্ঠান/ স্থাপনাসমূহ	কেন বা কিভাবে বিপদাপন্ন	কি করলে বিপদাপন্নতা কমবে
ঘরবাড়ী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান	- নদীর কাছাকাছি ও তুলনামূলক নীচু এলাকায় বসতভিটাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অবস্থান । - অপরিকল্পিত বসতভিটা এবং দূর্বল অবকাঠামো ।	- বসতভিটাসহ সকল প্রতিষ্ঠানের অবস্থান নদী হতে দূরে করতে হবে । - মাটি ভরাট করে বসতভিটাসহ সকল স্থাপনা উঁচু করতে হবে । - ঘরবাড়িসহ সকল স্থাপনার কাঠামো মজবুত করতে হবে । - ঘর বাড়ি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চারপাশে বেশী বৃক্ষরোপণ করতে হবে ।
রাস্তাঘাট	- নদীর কাছাকাছি ও তুলণামূলক নীচু এলাকায় রাস্তার অবস্থান । - অপরিকল্পিত ও দূর্বল উপকরণ ব্যবহার - নিয়মিত সংস্কার না করা । - অবাধে গাছ কেটে রাস্তার পাড় দুর্বল করে ফেলা । - প্রয়োজনীয় ব্রীজ বা কালভার্ট না থাকা ।	- মাটি ভরাট করে রাস্তা তুলণামূলক উঁচু করতে হবে । - চাহিদা অনুযায়ী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে । - নিয়মিত সংস্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে । - রাস্তার দুই পাশে বেশী বেশী গাছ লাগানো ও বনায়ন করতে হবে । - রাস্তা, বেড়ীবাঁধ এর দুই পাশে বেশী বেশী বৃক্ষ রোপণ করতে হবে । - জনগণকে গাছ লাগাতে উৎসাহিত করতে হবে । - প্রয়োজনীয় স্থানে ব্রীজ বা কালভার্ট নির্মাণ করতে হবে ।
গাছপালা	- নদীর কাছাকাছি ও তুলণামূলক নীচু এলাকায় গাছ লাগানো ।	- অবৈধভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কঠোরভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে

খাত/ প্রতিষ্ঠান/ স্থাপনাসমূহ	কেন বা কিভাবে বিপদাপন্ন	কি করলে বিপদাপন্নতা কমবে
	- প্রয়োজনীয় গাছ রোপণ না করে অবাধে গাছ কেটে ফেলা । - অবৈধভাবে চিংড়ি ও লবণ চাষের জন্য লবণাক্ত পানি গাছের গোড়ায় প্রবেশ করা । - অবৈধভাবে পাহাড় কাটা ।	হবে । - বাড়ির আশে পাশে, রাস্তা, বেড়ীবাঁধ ও খালের দুই পাশে বেশী বেশী বৃক্ষরোপণ করতে হবে । - গাছ লাগাতে জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে । - লবণ ও চিংড়ি চাষ নিয়মতান্ত্রিকভাবে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
ফসল	- নদীর কাছাকাছি ও তুলণামূলক নীচু এলাকায় ফসলী জমির অবস্থান । - প্রয়োজনীয় বেড়ী বাঁধ না থাকা । - সময়মত বেড়ীবাঁধ সংস্কার না করা । - অবৈধভাবে চিংড়ি ও লবণ চাষ করার ফলে লবণাক্ত পানি ফসলের জমিতে প্রবেশ করা ।	- প্রয়োজনীয় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করতে হবে । - ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো দ্রুত সংস্কার করতে হবে । - লবণ ও চিংড়ি চাষ নিয়মতান্ত্রিকভাবে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশু	- তুলণামূলক নীচু এলাকায় হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশুর থাকার স্থান এবং থাকার স্থান অপরিকল্পিত, দূর্বল অবকাঠামো ও নাজুক উপকরণ ব্যবহার ।	- মাটি ভরাট করে হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশুর থাকার স্থান উঁচু করতে হবে । - থাকার স্থানের অবকাঠামো মজবুত করা ও ভাল উপকরণ ব্যবহার করতে হবে ।
খাবার পানি	- তুলণামূলক নীচু এলাকায় খাবার টিউব-ওয়েলের অবস্থান এবং কিছু কিছু এলাকায় আর্সেনিকের মাত্রা প্রকট । - দীর্ঘ ৭/৮ বছরের মধ্যে সরকারিভাবে আর্সেনিক চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয় নি ।	- মাটি ভরাট করে টিউবওয়েলের স্থান উঁচু করতে হবে । - সরকারিভাবে আর্সেনিক চিহ্নিত করার - উদ্যোগ নেওয়া এবং নিরাপদ স্থানে টিউব-ওয়েল স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে ।
স্বাস্থ্য	- লবণাক্ত ও আর্সেনিক পানির ব্যবহার - ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়া । - স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের অবস্থান দূরে । - স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতার অভাব । - অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করা । - পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ থাকা ।	- তুলণামূলক উঁচু স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ করতে হবে । - স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারে ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সামাজিক ও প্রশাসনিকভাবে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে - টিউবওয়েলের চারপাশ পাকা করতে হবে ।

খাত/ প্রতিষ্ঠান/ স্থাপনাসমূহ	কেন বা কিভাবে বিপদাপন্ন	কি করলে বিপদাপন্নতা কমবে
	- জলাবদ্ধতা/বাড়ি ঘরে পানি জমে থাকা ।	- স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করতে হবে । - ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে ।
শিক্ষা	- তুলণামূলক নীচু এলাকায় স্কুলের অবস্থান । - স্কুলের কাঠামো মজবুত নয় । - প্রয়োজনীয় বেড়ীবাঁধ না থাকা । - জলাবদ্ধতা ।	- তুলণামূলক উঁচু স্থানে মজবুত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে । - প্রশাসন কর্তৃক দুর্যোগকালীন সময় স্কুল চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে ।
মৎস্য	- নদীর কাছাকাছি ও তুলণামূলক নীচু এলাকায় পুকুরের অবস্থান । - পুকুরের পাড় উঁচু না করা । - পুকুরের চার পাশে গাছ না লাগানো । - লবণাক্ত পানি সহজে পুকুরে প্রবেশ করে ।	- মাছ ধরা বোট ও জাল রক্ষা করার জন্য দুর্যোগ সহনশীল ও মজবুত স্থাপনা নির্মাণ করে বোট ও জাল রক্ষা করতে হবে । - পুকুরের পাড় উঁচু এবং পুকুর সংস্কার করতে হবে । - পুকুরের চার পাশে গাছ লাগাতে হবে । - নদী পাড়ের কম পক্ষে ১ কিলোমিটার দূরে বিহিঙ্গি জাল পাতাতে হবে ।
হাট-বাজার	- সমুদ্র উপকূলবর্তী ও তুলণামূলক নীচু এলাকায় হাট বাজারের অবস্থান । - দুর্বল ও দুর্যোগ অসহনশীল অবকাঠামো ।	- তুলণামূলক উঁচু স্থানে মজবুত করে হাট বাজারের ঘরসমূহ স্থাপন করতে হবে । - চারপাশে বনজ ও ফলজ গাছ লাগাতে হবে ।

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব

রামু উপজেলা একটি দুর্যোগপ্রবণ এলাকা। এই উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন নদী ভাঙ্গন, বন্যা, পাহাড়ী ঢল, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, বন্যহাতির আক্রমণ প্রভৃতি আপদ/ দুর্যোগে আক্রান্ত। অবৈধভাবে বৃক্ষ নিধন, পাহাড়ের মাটি কাট, লবন ও চিংড়ী চাষ, তামাক চাষ ও ক্ষতিকর রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে এসব আপদ আগের চেয়ে ভয়াবহতার রূপ নিচ্ছে। যা জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে কৃষি, মৎস্য, পরিবেশ/গাছপালা, জীবিকা, পানি, স্বাস্থ্য, অবকাঠামোসহ নানান খাতসমূহ। নিম্নে বিভিন্ন খাতসমূহের আলোকে জলবায়ু পরির্তনের প্রভাব তুলে ধরা হলো:

খাতসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
কৃষি	অস্বাভাবিক নদী ভাঙ্গন, পাহাড়ী ঢল বন্যা ও বৃদ্ধি লবণাক্ততা পাওয়ায় কৃষি খাত হুমকির মুখে পড়েছে। কৃষি উৎপাদন পূর্বেও সময়ের চেয়ে প্রায় ২০% কমে এসেছে। নদী ভাঙ্গন, বন্যা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতার জন্য ক্রমান্বয়ে কৃষি জমি কমে আসছে। এলাকার লোকজন কৃষি নির্ভর পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছে। শহর ও শিল্পের প্রতি মানুষের আগ্রহ তৈরি হয়েছে। অস্বাভাবিক নদী ভাঙ্গন, পাহাড়ী ঢল ও বন্যার আলোকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে চাকমারকুল, ঈদগড়, ফতেখাঁরকুল, জোয়ারিয়ানালা, কচ্ছপিয়া, কাউয়ারখোপ, খুনিয়াপালং, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, রাজারকুল, রশিদনগর, ইউনিয়নের প্রায় ৭০০ একর কৃষি জমি নদী গর্ভে বিলীন হবে এবং লবণাক্ততার জন্য চাকমারকুল, খুনিয়াপালং, রশিদনগর, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের লবণ পানি প্রবাহিত হওয়ায় প্রায় ১৫০০ একর জমির প্রায় ৩৫% ফসল সম্পূর্ণ ধবংস হয়ে যাবে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হবে এবং খাদ্য ঘাটতি দেখা দিবে।
মৎস্য	নদীর গতি পথ পরিবর্তন হওয়া ও লবণের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশীসহ অনেক প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। দেশী ও মিঠা পানির মাছের উৎপাদন আগের চেয়ে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ ভাগ কমে এসেছে। বিদেশী জাতসহ বিভিন্ন মাছ চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে মাছের প্রজনন স্থান ধবংস হয়ে যাবে ও মাছ এর খাদ্য ঘাটতি হবে। মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ায় চাহিদা এই খাতে মৎসজীবিরা আগ্রহ হারাবে এবং পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হবে।
পরিবেশ/ গাছপালা	সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপকূলীয় ও নদী তীরবর্তী গ্রামগুলো প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন ফলজ, বনজ গাছসহ প্রভৃতি গাছ বিলুপ্ত হচ্ছে। পূর্বের চেয়ে প্রায় ১৫ ভাগ গাছ পালা কমে এসেছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে খরা, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির মত আপদ আসবে।

খাতসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
	পাশাপাশি পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হবে।
জীবিকা	অস্বাভাবিক বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন আপদ অসময়ে হওয়ায় কৃষি, মৎস্যসহ বিভিন্ন খাতসমূহ হুমকির মুখে পড়ায় জীবিকা নির্বাহের জন্য এলাকার জনগণ পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছে। শহরের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। নতুন পেশায় দক্ষতা কম থাকায় কাজ পেতে কষ্ট হচ্ছে এবং আর্থিক সংকটে পড়ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাবে।
শিক্ষা	আর্থিক সংকটে পড়ায় শিশুরা লেখা পড়ার চেয়ে কাজের দিকে ঝুঁকে পড়বে।
পানি	ভু- গর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। ১৫ - ২০ বছর পূর্বে যেখানে ৪০ থেকে ৫০ ফিট নীচে গেলে টিউবওয়েলে পানি আসত, আর এখন ১০০ - ১৫০ ফিট নীচে যেয়েও পানি পাওয়া যাচ্ছেনা। বর্তমানে পানির স্বাভাবিক স্তর সর্বনিম্ন ১৭০ ফুট, সর্বোচ্চ ৮০০ ফুট। অদূর ভবিষ্যতে বিকল্প ব্যবস্থা গৃহীত না হলে পরিস্থিতির আরো অবনতি হবে। এই অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে পানি সংকট তীব্র আকার ধারণ করবে, পানি দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সাথে পানিবাহিত রোগ বাড়বে ।
স্বাস্থ্য	অবৈধভাবে গাছ ও পাহাড় কর্তন, তামাক চাষ ও রায়ায়নিক সারের ব্যবহারে ফলে রোগ ব্যাধি বৃদ্ধি পাচ্ছে, নতুন নতুন রোগ এর অবির্ভাব হচ্ছে। সুবিধাবঞ্চিতরা সঠিক চিকিৎসা সেবা না পাওয়ায় অসুস্থতার জন্য আয়মূলক কাজে অংশ নিতে পারছে না। ফলে আর্থিক সংকট দেখা দিচ্ছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে ভবিষ্যতে গ্রামগুলোতে দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাবে। যার প্রভাব পড়বে জাতীয় অর্থনীতিতে।
অবকাঠামো	জলমগ্নতা বাড়বে, বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকা সমুদ্র গর্ভে ও নদী তীরবর্তী এলাকা নদী গর্ভে বিলীন হবে। ফলে রাস্তাঘাটসহ সকল অবকাঠমো রক্ষা করা কঠিন হবে। এছাড়া অমাবশ্যা পূর্ণিমার নিত্য জোয়ার ভাটার প্রভাবে গ্রামগুলো প্লাবিত হবে। লোকজন এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় স্থানান্তরিত হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস

৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চুড়ান্ত
নদী ভাঙ্গন চাকমারকুল (১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ড), ঈদগড়, ফতেখাঁরকুল, জোয়ারিয়ানালা, কচ্ছপিয়া, কাউয়ারখোপ, খুনিয়াপালং, দক্ষিণ মিঠাছড়ি (১নং ওয়ার্ড), রাজারকুল, রশিদনগর, ইউনিয়নের প্রায় ৭০০ একর কৃষি জমি, প্রায় ১৫ কি:মি: রাস্তা ও ৫০০টি বাড়ি নদীগর্ভে বিশেষ করে বাকখালী নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে।	- বাঁধ কেটে গ্রীষ্মকালীন সেচ ব্যবস্থা করা। - ভাঙ্গন রোধ না করা। - খালের নাব্যতা কমে যাওয়া। - নদীর স্রোতের পরিবর্তন - নদী ভরাট ।	- বেড়ীবাঁধ না থাকা বা উঁচু না করা। - ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় পাইলিং না করা। - নদীর দুই পাড়ে বনায়ন না করা । - প্রবল স্রোতের কারণে । - বিহিন্ধি জাল বসানোর ফলে নদীর স্রোত কুলের দিকে এসে কুল ভাঙ্গা।	- সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে নদী ড্রেজিং না করা। - ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় ব্লক প্রোটেকশন না দেওয়া। - স্থানীয় পরিষদ কর্তৃক যাতায়াতের তদারকি না থাকা। - পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদী ড্রেজিং না করা ।
পাহাড় ধ্বস অতি বৃষ্টি হলে পাহাড় ধ্বসের ঘটনা ঘটে থাকে। বড় আকারে ধ্বস হলে মৃত্যু ও স্বাস্থ্যহানী ঘটতে পারে।	- পাহাড় কেটে ফেলা। - অবাধে গাছ কাটা। - পাহাড়ের কোল ঘেষে বাড়ি ঘর বানানো।	- ঢলের পানি প্রবাহের গতিপথে বালির বস্তা দিয়ে বাধা সৃষ্টি না করা। - পাহড় উজার করা। - পর্যাপ্ত বৃক্ষ না থাকা।	- সরকারী উদ্যোগে পাহাড়ের কোল ঘেষে বাড়ি ঘর বানানো,গাছ ও মাটি কাটার মত অপরাধ বন্ধ না করা। - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির এ ব্যাপারে করনীয় কাজ সম্পন্ন না করা।
লবণাক্ততা চাকমারকুল, খুনিয়াপালং, রশিদনগর, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের লবণ পানি প্রবাহিত হওয়ায় প্রায় ১৫০০	- লবণ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা। - চিংড়ি উৎপাদনের জন্য লবণের পানি জমা করে রাখা।	- বেড়ীবাঁধ ভেঙ্গে যাওয়া - বেড়ীবাঁধ/খালের দুই পাড়ে বনায়ন না করা।	- স্থানীয় পরিষদের যথাযথ তদারকি না থাকা। - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ না নেয়া।

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
একর জমির প্রায় ৩৫% ফসল সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে ।	- লবণাক্তার ক্ষতি সম্পর্কে অসচেতনতা ।		- পরিকল্পিত ও অবৈধভাবে লবণ ও চিংড়ি চাষ করা । - অবৈধভাবে লবণ ও চিংড়ি চাষ নিয়ন্ত্রণ করার কঠিন আইন গ্রহণ ও প্রয়োগ না করা ।
বন্য হাতির আক্রমণ ঈদগড়, গর্জনিয়া, রাজারকুল, খুনিয়াপালং, রশিদনগর ইউনিয়নের মুড়া এলাকায় বন্যহাতির আক্রমণে প্রায় ২০০০ একর জমির প্রায় ৪০% ফসল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে	- হাতির আবাসস্থল ধ্বংস হয়ে যাওয়া । - হাতির খাবারের অভাব । - পাহারার ব্যবস্থা না থাকা ।	- বৃক্ষ নিধন । - পাহাড়ে ঘরবাড়ী তৈরী করা । - বন উজার করা । - হাতির আবাসনে মানুষের আগ্রাসন ।	- সরকারের সংশিষ্ট বিভাগ কর্তৃক যথাযথ দায়িত্ব পালন না করা । - স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে হাতি প্রতিরোধের ব্যবস্থা না থাকা । - বনবিভাগ কর্তৃক অভয়ারণ্য সৃষ্টি না করা ।
সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস খুনিয়াপালং ইউনিয়নের বৃহত্তর ৩নং ওয়ার্ডের ৯নং বক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে । তবে রশিদনগর, চাকমারকুল, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নসমূহে ব্যাপক প্রভাব পড়বে ।	- মৌসুমী বায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট নিম্নচাপ । - দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণে অনীহা । - দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি কম । - সচেতনতার অভাব ।	- বেড়ীবাঁধ ভেঙ্গে যাওয়া । - প্যারাবন না থাকা । - বেড়ীবাঁধ ও বসতি থেকে আশ্রয় কেন্দ্রে সংযোগ না থাকা । - বেড়ীবাঁধের গাছ না থাকা । - আশ্রয় কেন্দ্রে নারীদের আলাদা ব্যবস্থা না থাকা । - আশ্রয় কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা না থাকা ।	- বেড়ীবাঁধ সংস্কারের পরিকল্পনা না থাকা ।
জলাবদ্ধতা ফতেখাঁরকুল, জায়ারিয়ানালা, কচ্ছপিয়া, কাউয়ারখোপ, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের বর্ষা মৌসুমে নীচু এলাকায় জলাবদ্ধতা হয়ে প্রায় ৭০০ একর জমি ৪০% ফসল বিনিষ্ট হতে পারে ।	- অতিবৃষ্টি । - নিচু এলাকা ।	- ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকার কারণে ।	- নদী ও খাল দিয়ে পাহাড়ী ঢলের পানি প্রবাহিত হওয়া ।
ঘূর্ণিঝড় উপজেলার প্রায় সবকয়টি ইউনিয়নে ২০০-২২০ কিঃ মিঃ বেগে ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হলে	- ঘূর্ণিঝড় সহনীয় ঘর-বাড়ী তৈরী না করা । - মৌসুমী বায়ুর পরিবর্তন । - গাছের ডাল-পালা নিয়মিত ছাটাই না করা ।	- আবহাওয়া সম্পর্কে জনগণ সচেতন নয় । - বাড়ি আশে পাশে পর্যাপ্ত শক্ত কাঠের গাছ না থাকা । - বেড়ীবাঁধ উঁচু ও মজবুত না	- ইউনিয়ন পরিষদ/ BWDB, বনবিভাগ ও সংশিষ্ট দপ্তরের নিয়মিত তদারকি না থাকা । - কার্যকর সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি না থাকা ।

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
৬০% কাঁচা ঘর-বাড়ী ও ১০% আধা পাকা ঘর ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তবে খুনিয়াপালং ইউনিয়নে বৃহত্তর ১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ডে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।	- দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের জন্য গাছ কেটে ফেলা।	থাকা।	

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

ঝুঁকি বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
নদী ভাঙ্গন চাকমারকুল (১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ড), ঈদগড়, ফতেখাঁরকুল, জোয়ারিয়ানালা, কচ্ছপিয়া, কাউয়ারখোপ, খুনিয়া পালং, দক্ষিণ মিঠাছড়ি (১নং ওয়ার্ড), রাজারকুল, রশিদনগর, ইউনিয়নের প্রায় ৭০০ একর কৃষি জমি, প্রায় ১৫ কি:মি: রাস্তা ও ৫০০টি বাড়ি নদীগর্ভে বিশেষ করে বাকখালী নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে।	- নদীপাড় কাটা বন্ধ করা। - বাঁধ সংস্কার করা। - বালির বস্তা ফেলে ভাঙ্গন রোধ করা।	- নদীর পাড়ে বনায়ন করা - নদীর পাড় শক্ত এবং উঁচু করে বাধা।	- সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্যেগে নদী ড্রেজিং করা। - ভাংঙ্গন কবলিত এলাকায় পাথরের ব্যবস্থা করা। - পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ভাঙন কবলিত এলাকায় সিমেন্টের ব্লক প্রোটেকশন দেওয়া।
লবণাক্ততা চাকমারকুল, খুনিয়াপালং, রশিদনগর, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের লবণ পানি প্রবাহিত হওয়ায় প্রায় ১৫০০ একর জমির প্রায় ৩৫% ফসল সম্পণর্ন ধবংস হয়ে যেতে পারে।	- বসতি এলাকায় চিংড়ি চাষ উৎপাদন নিষিদ্ধ করার জন্য সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ। - লবণাক্ততায় কিভাবে বসতি ও জন জীবনের ক্ষতি হচ্ছে সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।	- বেড়ীবাঁধ দ্রুত সংস্কার করা - বেড়ীবাঁধের দুই পাশে ব্যাপক গাছ লাগানো।	- লবণ সহনীয় ধান ও ফসল উৎপাদনে বীজ ও প্রযুক্তি গত সহায়তা প্রদান। - পরিকল্পিত ও অবৈধভাবে লবণ ও চিংড়ী চাষ করা - বৈধভাবে লবণ ও চিংড়ি চাষ নিয়ন্ত্রণ করার কঠিন আইন গ্রহণ ও প্রয়োগ নাই।

ঝুঁকি বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
ম্যালেরিয়া ঈদগড়, কচ্ছপিয়া, গর্জনিয়া, কাউয়ারখোপ, রশিদনগর, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের দূর্গম ও পাহাড়ী এলাকায় মশার আক্রমণে ম্যালেরিয়া জনিত কারণে প্রায় ৪০% লোকের স্বাস্থ্যহানী ও ১% লোকের মৃত্যু হতে পারে।	- বাড়ীর আশ-পাশ পরিস্কার করা। - স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক ঝোপঝাড় পরিস্কার করা। - মশারি ব্যবহার করা। - ডোবা-খাল পরিস্কার করা। - ম্যালেরিয়া রোগ সম্পর্কে সচেতন করা।	- স্থানীয় সরকার কর্তৃক মশা নিধনের জন্য ঔষধ ছিটানোর ব্যবস্থা করা। - মশার জন্মস্থল ধ্বংস করা। - ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ অভিযান। - ম্যালেরিয়া রোগ সম্পর্কে সচেতন করা।	- যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ম্যালেরিয়া কেন্দ্র স্থাপন করা। - সরকার কর্তৃক মশা নিধনের জন্য ইউপিকে - অর্থ বরাদ্দ দেওয়া এবং কারিগরী সহায়তা প্রদান। - সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে কার্যকর দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ।
পাহাড়ী ঢল বিগত বছরের মতো পাহাড়ী ঢল হলে ঈদগড়, গর্জনিয়া, চাকমারকুল, ফতেখাঁরকুল, কচ্ছপিয়া, কাউয়ারখোপ, খুনিয়া পালং, দক্ষিণ মিঠাছড়ি, রাজারকুল ও রশিদনগর ৩৬০০ একর জমির প্রায় ৬০% ফসল বিনষ্ট হতে পারে এবং প্রায় ৮০০ মাটির বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।	- পাহাড় না কাটা। - ঢলের পানি প্রবাহের গতিপথে বালির বস্তা দিয়ে বাধা সৃষ্টি করা। - পানি প্রবাহের বিকল্প উপায় নির্ধারণ করা।	- বন সৃষ্টি করা। - নদী বা খাল ড্রেজিং করা। - ঢলের পানি নদীতে পতিত করার ব্যবস্থা করা।	- সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক নদীর পাড় উঁচু করা। - নদীর পাড়ে বনায়ন করা। - নদী শাসনের কার্যকর প্রয়োগ।
পাহাড় ধ্বস অতি বৃষ্টি হলে পাহাড় ধ্বসের ঘটনা ঘটে থাকে। বড় আকারে ধ্বস হলে মৃত্যু ও স্বাস্থ্যহানী ঘটতে পারে।	- পাহাড়ের মাটি কাটা বন্ধ করা। - অবাধে গাছ কাটা বন্ধ করা। - পাহাড়ের কোল ঘেষে বাড়ি ঘর বানানো বন্ধ করা।	- ঢলের পানি প্রবাহের গতিপথে বালির বস্তা ফেলে তা বন্ধ করা। - পাহাড়ে পর্যাপ্ত বৃক্ষ রোপণ করা।	- পাহাড়ের কোল ঘেষে বাড়ি ঘর বানানো, গাছ ও মাটি কাটার মত অপরাধ দমনে কঠিন আইনের প্রয়োগ করা। - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির এ ব্যাপারে করনীয় কাজ সম্পন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করা।
জলাবদ্ধতা ফতেখাঁরকুল, জোয়ারিয়ানালা, কচ্ছপিয়া, কাউয়ারখোপ, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের বর্ষা মৌসুমে নীচু এলাকায় জলাবদ্ধতা হয়ে প্রায় ৭০০	- আরসিসি পাইপ দিয়ে পানি সরানোর ব্যবস্থা করা।	- পানি নিষ্কাশনের জন্য স্লুইচ গেট সঠিকভাবে ব্যবহার করা। - স্লুইচ গেটের সাথে খাল বা নালা দেয়া। - খাল পুন: খনন করা। - গ্রামের মধ্যে সংযোগ	- বসতি এলাকায় চিংড়ি চাষ বন্ধ করা ও চাষের জন্য জমির লিজ বন্ধ করার কঠিন আইন গ্রহণ ও প্রয়োগ করা। - পরিকল্পিত রাস্তা ঘাট তৈরি করা। - বেড়ী বাঁধের সাথে স্লুইচ

ঝুঁকি বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
একর জমি ৪০% ফসল বিনিষ্ট হতে পারে ।		রাস্তা নির্মাণের সময় পানি সরানোর ব্যবস্থা না রাখা ।	গেট দেয়া ।
বন্য হাতির আক্রমণ ঈদগড়, গর্জনিয়া, রাজারকুল, খুনিয়া পালং , রশিদনগর ইউনিয়নের মুড়া এলাকায় বন্যহাতির আক্রমণে প্রায় ২০০০ একর জমির প্রায় ৪০% ফসল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে ।	- হাতির আবাসস্থল নিরাপদ করা । - হাতির খাবার হয় এমন গাছ না কাটা । - জনবহুল এলাকায় হাতির প্রবেশ বন্ধ করার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করা ।	- গাছ লাগানো । - পাহাড়ে ঘরবাড়ি তৈরী না করা । - হাতির আবাসনে মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা ।	- সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক যথাযথ দায়িত্ব পালন করা । - স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে হাতির জনবহুল এলাকায় প্রবেশ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা । - বনবিভাগ কর্তৃক অভয়ারণ্য সৃষ্টি করা ।
সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস খুনিয়াপালং ইউনিয়নের বৃহত্তর ৩নং ওয়ার্ডের ৯নং ব্লক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে । তবে রশিদরগর, চাকমারকুল, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নসমূহে ব্যাপক প্রভাব পড়বে ।	- ব্যাখ্যাসহ বিপদ সংকেত প্রচার । - আশ্রয় কেন্দ্র মেরামত করা । - দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করা । - দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি নেয়ার জন্য এলাকাবাসীকে উৎসাহিত করা । - সচেতনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা ।	- বেড়ী বাঁধ সংস্কার । - আশ্রয় কেন্দ্রের সংযোগ রাস্তা সংস্কার । - আশ্রয় কেন্দ্রে মহিলাদের আলাদা ব্যবস্থা করা ও পানীয় জল ও পয়:নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করা । - বেড়ীবাঁধের উপর শক্ত কাঠের বনায়ন করা ।	- নতুন আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা । - আশ্রয় কেন্দ্রসমুহ একতলাসহ দ্বিতল বিশিষ্ট করা । - বেড়ী বাঁধ সংস্কারের মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা থাকা । - প্রশাসনিক মনিটরিং জোড়দার করা । - BWDB, UP ও স্থানীয় জনগণের সমন্বয়ে বাঁধ সংরক্ষণ কমিটি করা এবং এর মাধ্যমে নিয়মিত তদারকি করা ।
তামাক চাষ গর্জনিয়া ইউনিয়নের তামাক চাষের কারণে ৫০০ একর জমি অনাবাদী থেকে যেতে পারে । ব্যাপক তামাক চাষের কারণে তামাকে বিষ প্রয়োগ, তামাকের বর্জ্য পানি পতিত হয়ে নদী ও খালে মৎস্য শূন্য হয়ে যেতে পারে ।	- তামাক চাষের ক্ষতিকর দিক ব্যাপক সচেতন করা ।	- তামাকের বিকল্প চাষে উদ্বুদ্ধ করা ।	- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক তামাক চাষের ফলে জমির উর্বরতা কমে যাওয়ার বিষয়টি কৃষকদেরকে জানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা । - বিকল্প চাষে কৃষকদের সরকারের কৃষি বিভাগ, সামাজিক সংগঠন ও স্থানীয় সরকারের পরামর্শ বা সহযোগিতা করা ।
বৃক্ষ নিধন চাকমারকুল, ঈদগড়, গর্জনিয়া, রাজারকুল, দক্ষিণ	- গাছপালার সুফল সম্পর্কে সচেতন না থাকা । - গাছ কেটে জীবিকার	- অল্প পরিশ্রমে অধিক অর্থ প্রাপ্তির লোভ । - বিলাস বহুল আসবাবপত্র	- সরকার কর্তৃক সামাজিক বনায়নের উপর গুরুত্ব না দেয়া ।

ঝুঁকি বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
মিঠাছড়ি ইউনিয়নের বৃক্ষ নিধনের প্রবণতা বেশী হওয়ার কারণে আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়ে মারাত্নক পরিবেশ বিপর্যয় হতে পারে ।	নির্বাহ করা । - অসৎ উপার্জনে লোভ ।	তৈরী ।	- বনবিভাগের একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারীর যোগসাজশে কতিপয় প্রভাবশালী মহলের নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলা । - সরকারের পক্ষ থেকে বৃক্ষ নিধন আইনের সঠিক প্রয়োগ না করা ।
ঘূর্ণিঝড় উপজেলার প্রায় সব কয়টি ইউনিয়নে ২০০-২২০ কিঃ মিঃ বেগে ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হলে ৬০% কাঁচা ঘর-বাড়ী ও ১০% আধা পাকা ঘর ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । তবে খুনিয়াপালং ইউনিয়নে বৃহত্তর ১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ডে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী ।	- পূর্ব প্রস্তুতি নেয়ার জন্য এলাকাবাসীকে উৎসাহিত করা । - সচেতনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা । - বছরে কমপক্ষে ১বার গাছের ডালপালা ছাটাই করা ।	- বাড়ি আশে পাশে শক্ত কাঠের গাছ লাগানো । - বাড়ি ঘর শক্ত করে তৈরী করা ।	- স্থায়ী ভাবে শক্ত কাঠের নার্সারী করা । - দুই স্তর বিশিষ্ট বন সৃষ্টি করা (বেড়ী বাধের বাইরে সমুদ্র চরে) । - গাছ নিধন নিয়ন্ত্রণ আইন গ্রহণ ও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা ।

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমান/সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১.	রিক	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	উপজেলার সকল জনগণ		জুলাই-২০১৪

সারা বছর বিভিন্ন দুর্যোগে পতিত হলেও বিগত সময়ে দুর্যোগ প্রতিরোধ বা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা এবং মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য উপজেলা পর্যায়ে কোন সুদুরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি । সেদিক বিবেচনা করে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে উপজেলার সকল ইউনিয়নের আর্থ-সামাজিক ও দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য, জলবায়ুর প্রভাব, দুর্যোগ বিপদাপন্নতা, ঝুঁকি এবং ঝুঁকি হ্রাস করার কৌশল ও কার্যক্রম নিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কাজটি **রিক** বাস্তবায়ন করছে ।

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে–

- এলাকার আর্থ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় ।
- দুর্যোগের ঝুঁকি ও বিপদাপন্ন এলাকা ও খাত চিহ্নিত করা সহজ হয় ।
- দুর্যোগ মোকাবেলা করার সক্ষমতাগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ সহজ হয় ।
- দ্রুততার সঙ্গে জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব হয় ।
- জরুরী সাড়া প্রদানের আওতায় প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যক্তি, কোন্ কাজটি, কখন, কিভাবে করবে সে বিষয়ে সঠিক দিক নিদের্শনা পাওয়া যায় ।
- জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রয়োজনীয় সম্পদ, সরঞ্জামাদি ও উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সঠিক দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় ।
- প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মীদের জরুরী সাড়া প্রদানে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ।
- জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর সহজ হয় ।

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন. জি.ও %	
১	ওয়ার্ড বা গ্রাম পর্যায়ে জরুরী সাড়া দল গঠন	১১টি ইউনিয়ন	-	উপজেলা ও ইউপি	মার্চ		সকলে সমন্বয় করে কাজ করবে			কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে । ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে । কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে
২	স্থানীয় পর্যায়ে বার্তা প্রচারে স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ	ঐ	-	উপজেলা ও ইউপি	মার্চ		সকলে সমন্বয় করে কাজ করবে			
৩	বন্যার আগাম বার্তা প্রচারে পতাকা ও সংকেত ব্যবস্থার উন্নয়ন	ঐ	-	উপজেলা ও ইউপি	মার্চ		সকলে সমন্বয় করে কাজ করবে			
৪	স্থানীয় পর্যায়ে বন্যার আগাম সংবাদ প্রচারে লক্ষে পরিকল্পনা প্রণয়ন	ঐ	-	উপজেলা ও ইউপি	মার্চ		সকলে সমন্বয় করে কাজ করবে			
৫	স্থানীয় বিপদ সীমা নির্ধারণ	ঐ		উপজেলা ও ইউপি	মার্চ		সকলে সমন্বয় করে কাজ করবে			

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন. জি.ও %	
৬	পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি	ঐ		উপজেলা ও ইউপি	মার্চ		সকলে সমন্বয় করে কাজ করবে			বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে ।
৭	দুর্যোগ বিষয়ে স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রতিটি স্কুলে		স্কুলে	মার্চ		সকলে সমন্বয় করে কাজ করবে			
৮	শুকনো খাবারসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করা	১১টি ইউনিয়ন		উপজেলা ও ইউপি	আপদ বার্তা প্রচারের সাথে সাথে		সকলে সমন্বয় করে কাজ করবে			
৯	আশ্রয়কেন্দ্র গুলে কে জনগণের বসবাস উপযোগী করার ব্যবস্থা করা			উপজেলা ও ইউপি	মার্চ	৩৫%	সকলে সমন্বয় করে কাজ করবে	৪০%	১৫%	

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি. ও %	
১	ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ ।	১১টি ইউনিয়ন	-	উপজেলা ও ইউপি	মার্চ- মে ও সেপ্টেম্বর- নভেম্বর		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে ।			কার্যক্রমগুলো এলাকার দুর্যোগ কালীন সময়ে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে ।
২	প্রতিদিন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ।	১১টি ইউনিয়ন	১০০% -	উপজেলা ও ইউপি	মার্চ- মে ও সেপ্টেম্বর- নভেম্বর		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে ।			
৩	উজানে নিকটস্থ নদীর পানি অথবা ঝড়ের গতি বিপদ সীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকলে জরুরী সভা আয়োজন এবং বার্তা প্রচারের	১১টি ইউনিয়ন	-	উপজেলা ও ইউপি	মার্চ- মে ও সেপ্টেম্বর- নভেম্বর		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে ।			কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
	জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ।									ইতিবাচক অবদান রাখবে।
৪	বিপদ সীমার অতিক্রম করলে পরিকল্পনা অনুযায়ী বার্তা প্রচার।	১১টি ইউনিয়ন	-	উপজেলা ও ইউপি	মার্চ- মে ও সেপ্টেম্বর-নভেম্বর		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে।			
৫	বন্যা, ঝড়সহ যে কোন আপদের আগাম বার্তা প্রচারে মাইকিং করা ও পতাকা টানা।	১১টি ইউনিয়ন	-	উপজেলা ও ইউপি	মার্চ- মে ও সেপ্টেম্বর-নভেম্বর		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে।			
৬	ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ।	১১টি ইউনিয়ন	-	উপজেলা ও ইউপি	মার্চ- মে ও সেপ্টেম্বর-নভেম্বর		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে।			
৭	অপেক্ষাকৃত ঝুঁকিপ্রবণ এলাকাসমূহ হতে জনগণ ও মালামাল নিরাপদ স্থানে আনা	১১টি ইউনিয়ন		উপজেলা ও ইউপি	মার্চ- মে ও সেপ্টেম্বর-নভেম্বর		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে।			

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১	নির্দিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক দলের মাধ্যমে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু এবং প্রয়োজনে অন্যান্য উদ্ধারকারী দলকে উদ্ধারকার্যে সহায়তা প্রদান।	১১টি ইউনিয়ন		ইউপি ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামে	দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে।			দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে।
২	উদ্ধার কার্যক্রম চলাকালে অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে জীবন	১১টি ইউনিয়ন		ইউপি ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামে	ঐ		সবাই সমন্বয় করে কাজ			

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
	রক্ষাকারী প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান।						করবে।			
৩	দূর্ঘটনা স্থান থেকে দূর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তিকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে অপসারণ করা।	১১টি ইউনিয়ন		ইউপি ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামে	ঐ		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে।			দ্রুত পূণর্বাসন জীবিকায় সহায়তা করা হলে ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে।
৪	মৃত মানুষ দাফন ও গবাদি পশু অপসারণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	১১টি ইউনিয়ন		ইউপি ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামে	ঐ		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে।			
৫	৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপন ও চাহিদা পুরণ এবং চাহিদা পত্র দাখিল করা।	১১টি ইউনিয়ন		ইউপি ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামে	ঐ		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে।			
৬	জরুরীভাবে চাহিদার নিরীখে ত্রাণ বিতরণ	১১টি ইউনিয়ন		ইউপি ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামে	ঐ		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে।			
৭	প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা।	১১টি ইউনিয়ন		ইউপি ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামে	ঐ		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে।			
৮	জরুরী পূণর্বাসন ও জীবিকা সহায়তা করা	১১টি ইউনিয়ন		ইউপি ও ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামে	ঐ		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে।			

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ	১১টি ইউনিয়ন		ইউপি	মার্চ		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে।			কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে স্থায়ী দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে পূর্ব
২	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দিনে	১১টি		ইউপি	মার্চ		সবাই সমন্বয়			

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
	বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুর্যোগ দিবস পালন করা।	ইউনিয়ন					করে কাজ করবে।			প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
৩	স্থানীয় জনগণের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও দুর্যোগ মোকাবেলা পদ্ধতি উদ্ভাবনের স্ব স্ব এলাকার স্বেচ্ছাসেবক দলের মাধমে সব ধরণের কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা	১১টি ইউনিয়ন		ইউপি	মার্চ		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে।			
৪	প্রতি দু'মাসে একবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ব্যবস্থা করা।	১১টি ইউনিয়ন		ইউপি	মার্চ		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে।			
৫	স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন বা পূণঃগঠন।	১১টি ইউনিয়ন		ইউপি	মার্চ		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে।			
৬	দুর্যোগ সম্পর্কিত কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদকরণ ও পরিক্ষণ।	১১টি ইউনিয়ন		ইউপি	মার্চ		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে।			
৭	ঝুঁকি মানচিত্র তৈরী করা।	১১টি ইউনিয়ন		ইউপি	মার্চ		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে।			
৮	স্থানীয় দুর্যোগকালীন জরুরী সাড়া দল গঠন।	১১টি ইউনিয়ন		ইউপি	মার্চ		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে।			
৯	বাড়িঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনা উঁচু ও মজবুত করা।	১১টি ইউনিয়ন		ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম	মার্চ		সবাই সমন্বয় করে কাজ করবে।			

চতুর্থ অধ্যায়

জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)

দুর্যোগকালে রামু উপজেলায় একটি জরুরী অপারেশন সেন্টার গঠিত হয়। উক্ত সেন্টার দুর্যোগকালে জরুরী সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। পাশাপাশি সকল কাজের সমন্বয় করে থাকে। উল্লেখ্য যে, জনসাধারণের সুবিধার্থে দুর্যোগকালীন সময়ে জরুরী অপারেশন সেন্টার ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। উক্ত সময়ে ঐ সেন্টার তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন এবং সম্পদর ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জরুরী অপারেশন সেন্টারটি উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার এর তত্বাবধানে খোলা হয়। মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন তথ্য জানানোর সুবিধার্থে ঐ সেন্টারে একটি টেলিফোন ব্যবহার করা হয়। অপারেশন সেন্টারে একটি কন্ট্রোল রুম ও ১টি যোগাযোগ সেল থাকে। নিম্নে জরুরী অপারেশন সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম,পদবী ও মোবাইল নম্বর প্রদান করা হলো:

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মোঃ মাসুদ হোসেন	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১৫৪০৭১৩৯
২.	রাজ কুমার শীল	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮১৯০৬৫৯৯৫
৩.	আব্দুল করিম	চেয়ারম্যান, রশিদনগর ইউনিয়ন পরিষদ	০১৮৩৩৮১৭১৩১
৪.	নুরুল আমিন কোম্পানী	চেয়ারম্যান, কচ্ছপিয়া ইউনিয়ন পরিষদ	০১৮২৫০২৩৭৫৭

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা

- দুর্যোগ হওয়ার সাথে সাথেই প্রতিটি ইউপি কার্যালয়ের জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও চৌকিদার হাজির থাকবে।
- উপজেলা সদরের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।
- প্রতিটি কন্ট্রোলরুমে একটি রেজিস্টার খাতা থাকবে, সেখানে কোন সময় কে দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং দায়িত্বকালীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন এলাকা, কোন রাস্তা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কন্ট্রোলরুমে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে রেডিও, টর্চ লাইট, চার্জার লাইট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোর্ট প্রভৃতি চাহিদা অনুযায়ী মজুদ থাকবে

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১.	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	১১টি ইউনিয়নে	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন, মিটিং	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
							যোগাযোগ ।
২.	সতর্ক বার্তা প্রচার	১১টি ইউনিয়নে	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন, মিটিং	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।
৩.	নৌকা, গাড়ী, ভ্যান প্রস্তুত রাখা	১১টি ইউনিয়নে	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন, মিটিং	ঐ
৪.	জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা	১১টি ইউনিয়নে	মহা বিপদ সংকেত প্রচারের সাথে সাথে	দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক	ঐ	সচেনতার মাধ্যমে	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৫.	উদ্ধার কাজ ব্যবস্থাপনা	১১টি ইউনিয়নে	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন, মিটিং	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।
৬.	প্রাথমিক চিকিৎসা/স্বাস্থ্য সেবা	১১টি ইউনিয়নে	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন, মিটিং	উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ ।
৭.	মৃত ব্যবস্থাপনা	১১টি ইউনিয়নে	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন, মিটিং	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।
৮.	শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	১১টি ইউনিয়নে	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন, মিটিং	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।
৯.	গবাদী পশু চিকিৎসা, টিকা	১১টি ইউনিয়নে	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন, মিটিং	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এবং উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা সাথে যোগাযোগ ।

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১০.	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ	১১টি ইউনিয়নে	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন, মিটিং	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।
১১.	ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা	১১টি ইউনিয়নে	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন, মিটিং	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।
১২	মহরা আয়জন করা	১১টি ইউনিয়নে	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন, মিটিং	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।
১৩.	দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি, চাহিদা নিরূপণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা	১১টি ইউনিয়নে	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	ঐ	দুর্যোগ হওয়ার পরপরই সরেজমিনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে ।	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
১৪.	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	১১টি ইউনিয়নে	মার্চ মাসে	ইউনিয়ন পরিষদ	জিও,এনজিও, কমিউনিটি	ট্রেনিং, ওরিয়েন্টেশন, মিটিং	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ ।

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশনা:

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ১১টি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ওয়ার্ড পর্যায়ে ছোট ছোট দল তৈরী করা ।
- স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর ইউনিয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা ।
- প্রত্যেক দলের সদস্যদের জন্য সতর্ক বার্তা প্রচার, উদ্ধার কার্যক্রম, অপসারণ প্রক্রিয়া, আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনাসহ প্রয়োজনীয় ও জরুরী সকল কাজের উপর ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা ।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সকলের মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করা ।

৪.২.২ সতর্ক বার্তা প্রচার করা

- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় আবহাওয়ার তথ্য ও সতর্ক বার্তা প্রচার করা।
- প্রত্যেক ইউপি ও পৌরসভার সদস্য নিজ দায়িত্বে তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক বার্তা ও সংকেত প্রচারের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
- এলাকার জনগণকে দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারে সচেতন করা।
- মহা বিপদ সংকেত রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারের সাথে মসজিদ থেকে মাইকের মাধ্যমে এবং স্কুল মাদ্রাসায় একটানা ঘন্টা বাজিয়ে এলাকার জনগণকে জানানো।

৪.২.৩ জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা

- রেডিও ও টেলিভিশনে মহা বিপদ সংকেত প্রচারের সাথে যাতে করে জনগণ নিকটস্থ আশ্রয়কেন্দ্রে যায় সে বিষয়ে তাদেরকে সচেতন ও উদ্যোগী করা।
- প্রতি পরিবার বা বাড়ির প্রধান বা দায়িত্বশীল কাউকে এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করা।
- মসজিদ ও স্কুল মাদ্রাসায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব প্রদান করা।
- কোন এলাকার মানুয় কোথায় আশ্রয় নিবে তার একটি পরিকল্পনা করে রাখা।

৪.২.৪ নৌকা, গাড়ী, ভ্যান প্রস্তুত রাখা

- রেডিও ও টেলিভিশনে মহা বিপদ সংকেত প্রচারের সাথে সাথে অথবা দুর্যোগ ঘটে গেলে যাতে করে অসুস্থ ব্যক্তি, প্রবীণ ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী, শিশুসহ সকলকে যথসময়ে নিরপদে আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছানার জন্য সঠিক স্থানে নৌকা, গাড়ী, ভ্যান প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা করা।
- কোন এলাকার জন্য কারা দায়িত্ব পালন করবে তার একটি পূর্ব পরিকল্পনা প্রস্তুত রাখা।
- চালক ও মাঝিদের ফোন নংগুলো জরুরী কন্ট্রোল রুমে সংরক্ষিত রাখা।
- পাশাপাশি সকলের ফোন নং দায়িত্বপ্রাপ্তদের কাছে রাখার বিষয়ে নিশ্চিত করা।

৪.২.৫ উদ্ধার কাজ ব্যবস্থাপনা

- উদ্ধার কাজ করতে পারবে এমন কিছু স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা।
- কে কোন এলাকার উদ্ধার কাঝে অংশ নিবে তার একটি পরিকল্পনা করে রাখা।
- উদ্ধার কর্মীদের ফোন নংগুলো সকরের কাছে সংরক্ষিত রাখা।

৪.২.৬ প্রাথমিক চিকিৎসা/ স্বাস্থ্য সেবা

- বিপদাপন্ন/ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য একটি তহবিল গঠন করা।
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপনের একটি পরিকল্পনা করা।
- সম্ভাব্য চিকিৎসা প্রদানকারীদের সাথে যোগাযোগ করা এবং তাদের ফোন নং সংরক্ষণ রাখার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কয়েক জনকে দায়িত্ব প্রদান করা।
- দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে প্রবীণ ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী, শিশুসহ অসুস্থ ব্যক্তিদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করা এবং তাদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা।

৪.২.৭ মৃত প্রাণীর (মানুষ ও গবাদী পশু পাখি) ব্যবস্থাপনা

- স্বেচ্ছসেবকদের মধ্যে এই যারা কাজে অভিজ্ঞ তাদের নির্বাচন করে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা।
- কে কোন এলাকার কী দায়িত্ব পালন করবে তার উপর একটি পূর্ব পরিকল্পনা করা।

- মৃত ব্যক্তি সৎকার ও গবাদি পশু পাখি মাটি চাপা দেয়ার কাজে দায়িত্ব পালনকারী স্বেচ্ছাসেবকদের ইউপি সদস্যরা কিভাবে সহায়তা করবেন সেটিও নিশ্চিত করবেন । ।

৪.২.৮ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- এলাকার ধনী ব্যক্তিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যারা খাবার ও ঔষধ দিতে পারে তাদের সাথে যোগাযোগ করে ফোন নং সংরক্ষণ করা ।
- বাজারের বিভিন্ন দোকানে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় মালামাল (চিড়া, মুড়ি, চাল, ডাল, আলু, তেল, শিশু কাদ্য, টিন, পলিথিন, দিয়াশলাই প্রভৃতি) সংরক্ষণে রাখার ব্যবস্থা করা ।
- কারা কি সরবরাহ করবে, কোন এলাকায় সরবরাহ করবে তার একটি তালিকাসহ পূর্ব পরিকল্পনা প্রস্তুত করা ।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের সাথে বসে প্রয়োজনীয় ঔষধের তালিকা প্রস্তুত করা এবং স্থানীয় বাজার ও কোম্পানীর কাছ থেকে সংগ্রহ করে রাখা ।
- মালামাল বহন করার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা রাখা ।
- ওয়ার্ড পর্যায় থেকে ইউপি সদস্যসহ কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে এই দায়িত্ব প্রদান করা ।

৪.২.৯ গবাদী পশু পাখির চিকিৎসা ও টিকার ব্যবস্থা

- ইউপি সদস্য ও ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের গবাদী পশু পাখির চিকিৎসা ও টিকার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদেও সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে দুর্যোগ মোকাবেলার কাজে সম্পৃক্ত করা ।
- উপজেলা প্রানী সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংরক্ষণ করা ।
- প্রানী সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মীদের ফোন নং সংরক্ষণে রাখা ।

৪.২.১০ আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ

- ওয়ার্ডভিত্তিক আশ্রয় কেন্দ্রের তালিকা সংরক্ষণ করা ।
- বন্যায় ডুবেনা অথবা নদী ভাঙ্গন এলাকা থেকে দুরে এবং কাঠামোগতভাবে মজবুতও উঁচু, এমন রাস্তা, বেড়ীবাধঁ চিহ্নিত করে তালিকা করে রাখা ।
- নির্ধারিত আশ্রয় কেন্দ্র ছাড়া স্থানীয় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত পাওে তার তালিকা তৈরি করা ।
- দুর্যোগের মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই আশ্রয় কেন্দগুলোর প্রযোজনীয় মেরামত ও সংস্কার করে ব্যবহার উপযোগী করে রাখা ।
- আশ্রয় কেন্দ্রগুলো নিরাপদ পানি ও পয়; নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ।
- কোন্ এলাকার মানুষ কোন্ আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তার তালিকা করে রাখা ।
- দুর্যোগকালীন সময়ে প্রবীণ, শিশু, অসুস্থ ও গর্ভবতী নারী বিবেচনা করে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা ।
- গবাদি পশু পাখি, জরুরী খাদ্য, মূল্যবাণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ নিরাপদ স্থানে রাখতে সহায়তা করা ।
- কোন্ এলকার মানুষ কোন্ আশ্রয় কেন্দ্রে যাবে, তার তালিকা ও পরিকল্পনা কওে রাখা ।

৪.২.১১ ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা

- উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কমকর্তা এবং ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সহায়তাকারী দল ও সংস্থার কাজ সমন্বয় করবেন ।
- বাইরের কোন ব্যক্তি সংস্থা ত্রাণ কার্যক্রম করতে আসলে তাদের নাম ও ঠিকানা, ত্রাণ সামগ্রীর নাম ও পরিমাণ কন্ট্রোল রুমের রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা ।
- কারা কোন্ এলাকায় ত্রাণ দিবে তার তালিকা সংগ্রহ করা এবং বিতরণে সহায়তা ও সমন্বয় করা ।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুর্যোগের ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ক্রাণ সামগ্রীর বরাদ্দের পরিমাণ ঠিক করা ।
- কমিটি বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর পরিমাণ ও সংখ্যা জনগণের মাঝে প্রচারের ব্যবস্থা করা ।

৪.২.১২ দুর্যোগ মহড়ার আয়োজন করা

- দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে কিভাবে দায়িত্ব পালন করবে তার উপর আপদভিত্তিক সতর্ক বার্তা ও পূর্বাভাস প্রচার, উদ্ধার/ অপসারণ ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে বেশ কয়েকটি মহড়া ওয়ার্ড পর্যায়ে আয়োজন করা ।
- সাইক্লোন ও বন্যাপ্রবণ এলাকাসমূহে বেশী বেশী মহড়ার আয়োজন করা ।
- প্রতি বছর মার্চ/ এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর/ অক্টোবর মাসে প্রয়োজনীয় মহড়ার মাধ্যমে নিজেদেও প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা ।
- মহড়া অনুষ্ঠান সরাসরি ঝুঁকি প্রবণ এলাকায় পরিচালনা করা ।
- মহড়া অনুষ্ঠানে অসুস্থ, প্রবীণ, শিশু, প্রতিবন্ধী ও গর্ভবতী নারীদের কিভাবে নিরাপদ স্থানে নেয়া যাবে, সে বিষয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া ।

৪.২.১৩ দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি, চাহিদা নিরূপণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা

- দুর্যোগ ঘটার পর সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে 'এস ও এস' ফরম ও ৭ দিনের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে পাঠাবেন ।
- ইউনিয়নের চেয়ারম্যানগণ স্ব স্ব ওয়ার্ডের প্রাপ্ত তথ্য ইউনিয়ন সচিব কমিটির সদস্যদের সহায়তায় একত্রিত করে ১২ ঘন্টার মধ্যে প্রতিবেদন আকারে উপজেলায় পাঠাবেন ।

৪.২.১৪ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ঘটার সাথে সাথে উপযুক্ত স্থানে জরুরী কন্ট্রোল রুম চালু করা ।
- দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনার জন্য সার্বিক দায়িত্ব প্রদান করা ।
- কন্ট্রোল রুমের কাজে সহায়তা করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের সরকারী বেসরকারী সংস্থার কর্মী, ইউপি'র চৌকিদার নিয়োগ করে তাদের তালিকা তৈরি করা ।
- জরুরী কন্ট্রোল রুমে কোন্ সময় কে দায়িত্ব পালন করবে তার তালিকা করা (ব্যবস্থাপনা পর্যায় ও কাজ বাস্তবায়ন পর্যায়) ।
- রুমে দায়িত্ব পালনকালীন যত তথ্য ও সংবাদ পাওয়া যাবে, সাথে সাথে তা লিপিবদ্ধ করা ।
- দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন এলাকা, কোন রাস্তা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা চিহ্নিত করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা ।
- ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জন্য সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিতরণকৃত ত্রাণ সামগ্রীর তথ্য সংরক্ষণ করা ।

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থানসমুহের তালিকা ও বর্ণনা

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারণ ক্ষমতা	মন্তব্য
স্কুল কাম সেল্টার- ৬টি ১৯৯৩-১৯৯৫ সালের মধ্যে সৌদি, কর্তৃক ৩য় তলা বিশিষ্ট শেল্টার নির্মাণ করা হয় ।	হাসনাকাটা সঃ প্রাঃ বিঃ, ঈদগড় সঃ প্রাঃ বিঃ, বড়বিল সঃ প্রাঃ বিঃ করলিয়ামুরা সঃ প্রাঃ বিঃ ঈদগড় এমবি উচ্চ বিদ্যালয় বদরমোকারম ফেরদৌসিয়া দাখিল মাদ্রাসা	**ঈদগড়**	**২৮০০**	প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে । টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী মেরামত ও সংস্কার করা প্রয়োজন ।
স্কুল কাম সেল্টার- ৫টি ১৯৯৩ -১৯৯৫ সালের মধ্যে সৌদি, কর্তৃক ৩য় তলা বিশিষ্ট শেল্টার নির্মাণ করা হয় ।	উখিয়ারঘোনা টিলাপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ মইশকুম আলহাজ ওসমান সরওয়ার আলম চৌঃ বেঃ প্রাঃ বিঃ লর্ড উখিয়ার ঘোনা বেঃ প্রাঃ বিঃ উখিয়া স্যাটেলাইট সঃ প্রাঃ বিঃ কাউয়ারখোপ হাকিম রকিমা উচ্চ বিদ্যালয়	**কাউয়ারখোপ**	**২৭০০**	প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে । টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী মেরামত ও সংস্কার করা প্রয়োজন ।
স্কুল কাম সেল্টার- ৪টি ১৯৯৩ -১৯৯৫ সালের মধ্যে সৌদি, কর্তৃক ৩য় তলা বিশিষ্ট শেল্টার নির্মাণ করা হয় । **আশ্রয়কেন্দ্র-** ৩টি	গোয়ালিয়াপালং সঃ প্রাঃ বিঃ পেঁচারদ্বীপ সঃ প্রাঃ বিঃ দারিয়ারদীঘি সঃ প্রাঃ বিঃ পশ্চিম ধেচুয়াপালং সঃ প্রাঃ বিঃ কারিতাস আশ্রয়কেন্দ্র (হিমছড়ি) সৌদি নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্র (পেঁচারদ্বীপ) গ্রামীণ ব্যাংক আশ্রয়কেন্দ্র (পঃ ধেচুয়াপালং)	**খুনিয়াপালং**	**৪৯০০** **৩৯০০**	প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে । টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী মেরামত ও সংস্কার করা প্রয়োজন ।
স্কুল কাম সেল্টার- ৫টি ১৯৯৩ -১৯৯৫ সালের মধ্যে সৌদি, কর্তৃক ৩য় তলা বিশিষ্ট শেল্টার নির্মাণ করা হয় ।	ঘোনার পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ নন্দাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ নোনাছড়ি সঃ প্রাঃ বিঃ উঃ মিঠাছড়ি সঃ প্রাঃ বিঃ পঃ জোয়ারিয়ানালা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	**জোয়ারিয়ানালা**	**৩৫০০**	প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে । টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী মেরামত ও সংস্কার করা প্রয়োজন ।
স্কুল কাম সেল্টার- ৭টি ১৯৯৩ -১৯৯৫ সালের মধ্যে সৌদি, কর্তৃক	কচ্ছপিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ দোছড়ি সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় গর্জনীয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় ফাক্রীকাটা সঃ প্রাঃ বিঃ	**কচ্ছপিয়া**	**৬৪০০**	প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে । টিউবওয়েল ও

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারণ ক্ষমতা	মন্তব্য
৩য় তলা বিশিষ্ট শেল্টার নির্মাণ করা হয় ।	মৌলভী কাটা সঃ প্রাঃ বিঃ সুখমনিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ কচ্ছপিয়া উচচ বিদ্যালয়			ল্যাট্রিনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী মেরামত ও সংস্কার করা প্রয়োজন ।
স্কুল কাম সেল্টার- ৮টি ১৯৯৩ -১৯৯৫ সালের মধ্যে সৌদি, কর্তৃক ৩য় তলা বিশিষ্ট শেল্টার নির্মাণ করা হয় ।	চেইন্দা সঃ প্রাঃ বিঃ উমখালী সঃ প্রাঃ বিঃ পানের ছড়া সঃ প্রাঃ বিঃ দঃ মিঠাছড়ি সঃ প্রাঃ বিঃ দঃ মিঠাছড়ি উচ্চ বিঃ চাইল্যাতলী আদর্শ উচ্চ বিঃ নিজের পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ চেইন্দা রোশন আলী সঃ প্রাঃ বিঃ	**দক্ষিণ মিঠাছড়ি**	৬৩০০	প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে । টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী মেরামত ও সংস্কার করা প্রয়োজন ।
স্কুল কাম সেল্টার- ৮টি ১৯৯৩ -১৯৯৫ সালের মধ্যে সৌদি, কর্তৃক ৩য় তলা বিশিষ্ট শেল্টার নির্মাণ করা হয় ।	থোয়াংগাকাটা সঃ প্রাঃ বিঃ জাউচ পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ বেসরকারী আলীম মাদ্রাসা মাঝিরকাটা সঃ প্রাঃ বিঃ পোয়াংখেরখিল সঃ প্রাঃ বিঃ ক্যজরবিল সঃ প্রাঃ বিঃ জুমছড়ি সঃ প্রাঃ বিঃ বড়বিল সঃ প্রাঃ বিঃ	**গর্জনিয়া**	২৮০০	প্রায় প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে । টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী মেরামত ও সংস্কার করা প্রয়োজন ।
স্কুল কাম সেল্টার- ১টি **ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র- ২টি** ১৯৯৩ -১৯৯৫ সালের মধ্যে সৌদি, কর্তৃক ৩য় তলা বিশিষ্ট শেল্টার নির্মাণ করা হয় ।	রাজারকুর সঃ প্রাঃ বিঃ হালদারকুল সাইক্লোন সেল্টার ও পূর্ব রাজারকুল সাইক্লোন সেল্টার	**রাজারকুল**	৫০০ ১০০০	প্রায় প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে । টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী মেরামত ও সংস্কার করা প্রয়োজন ।
স্কুল কাম সেল্টার- ৪টি ১৯৯৩ -১৯৯৫ সালের মধ্যে সৌদি, কর্তৃক ২তলা বিশিষ্ট শেল্টার নির্মাণ করা হয় ।	জারাইলতলী সঃ প্রাঃ বিঃ মোহম্মদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ শ্রীমুড়া সঃ প্রাঃ বিঃ পশ্চিম চাকমারকুল সঃ প্রাঃ বিঃ	**চাকমারকুল**	৩০০০	প্রায় প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে । টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী মেরামত ও সংস্কার করা প্রয়োজন ।
স্কুল কাম সেল্টার- ৬টি ১৯৯৩ -১৯৯৫ সালের মধ্যে সৌদি, কর্তৃক ৩য় তলা বিশিষ্ট	উঃ কাহাতিয়া পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ ফরিদা রশিদ সঃ প্রাঃ বিঃ নাছিরাপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ বড় ধলীরছড়া হাজী মতিউর রহমান সঃ প্রাঃ বিঃ	**রশিদনগর**	১০৫০০	প্রায় প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে । টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনসহ বিভিন্ন

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারণ ক্ষমতা	মন্তব্য
শেল্টার নির্মাণ করা হয় ।	উল্টাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ ধলীরছড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়			প্রয়োজনীয় সামগ্রী মেরামত ও সংস্কার করা প্রয়োজন ।
স্কুল কাম সেল্টার- ৭টি ১৯৯৩ -১৯৯৫ সালের মধ্যে সৌদি, কর্তৃক ৩য় তলা বিশিষ্ট শেল্টার নির্মাণ করা হয় ।	রামু কেন্দ্রীয় সঃ প্রাঃ বিঃ দঃ ফতেখাঁরকুল সঃ প্রাঃ বিঃ মন্ডল পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ লম্বরী পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ পঃ মেরংলোয়া সঃ প্রাঃ বিঃ রামু গালর্স উচ্চ বিঃ রামু ডিগ্রী কলেজ	**ফতেখাঁরকুল**	**৪১০০**	টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী মেরামত ও সংস্কার করা প্রয়োজন ।
সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	-	-	-	-
ইউপি ভবন	৪টি ইউপি কমপ্লেক্স ভবন ও ৭টি ১১টি ইউপি অফিস ভবন	-	-	দুর্যোগকালীন সময়ে চাহিদার ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয় ।

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনঃ

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । দুর্যোগের সময় মানুষের জীবন ও সম্পদ বাঁচানো, গবাদী পশু পাখির জীবন রক্ষা এবং আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি খুবই জরুরী । এই কমিটিতে ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, নারী মেম্বার, সমাজসেবক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষক থাকবে । এই কমিটি এলাকাবাসীর সহায়তায় আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে ।

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
স্কুল কাম সেল্টার	হাসনাকাটা সঃ প্রাঃ বিঃ	গৌরাঙ্গ শর্মা	০১৮১৩০৩৮১৭৫	
	বড়বিল সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আব্দুল লতিফ	০১৮২২৩৩৫০২১	
	ঈদগড় সঃ প্রাঃ বিঃ	বদরুদ্দোজা	০১৭২১১৬১৫৭৭	
	করলিয়ামুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	নুরুল আমিন	০১৮১৫০৯৩৬৪৬	
	ইউপি ভবন	ফিরোজ আহম্মদ ভূট্টো	০১৮১৯৩৩২৩৪০	
	ঈদগড় এমবি উচ্চ বিদ্যালয়	মতিলাল	০১৭১৪৬২২১০৪	
	বদরমোকারম ফেরদৌসিয়া দাখিল মাদ্রাসা	মৌঃ সিরাজুল ইসলাম	০১৮২২৩২৪২৭৭	
	থোয়াংগাকাটা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ কামাল	০১৮১৮৫৮১৯৫	
	বড়বিল সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আলী	০১৮৩৭৮৮১৬১৮	
	জুমছড়ি সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ ফয়জুল্লাহ	০১৮১১২৭৪৮৮১	
	পোয়াংখেরখিল সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আজিজ	০১৮১১২৬৯৯৭০	
	জাউচ পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আলী	০১৮১৭৫১৫৯১০	

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	মাঝিরকাটা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ ইউনুচ	০১৮১১১০৪২৮৯	
	ইউপি ভবন	তৈয়ব উল্লাহ চৌধুরী	০১৮১৮৭০০২৮৮	
	কচ্ছপিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	মাষ্টার নুরুল আমিন	০১৮১৩৯৭২৬৭৭	
	দোছড়ি সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মাষ্টার শাহ আলম	০১৮১৮১২৯৪৫৩	
	গর্জনীয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মুজিবুর রহমান	০১৮১৫৮১৬০৮২	
	ফাক্রীকাটা সঃ প্রাঃ বিঃ	ইছহাক আহামদ	০১৮১১১৯৮৪১৬	
	মৌলভী কাটা সঃ প্রাঃ বিঃ	মাষ্টার আহামদ কবির	০১৮১৯৬১৭৪৬৪	
	সুখমনিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	সবুজ শর্মা	০১৮১৪৪৭৩৩৪৩	
	মনিরঝিল সঃ প্রাঃ বিঃ	নুর মোহাম্মদ	০১৮১৫১৩১২২০	
	কাউয়ারখোপ মডেল সঃ প্রাঃ বিঃ	তাজউদ্দিন	০১৮১৮৫১১৩৬৩	
	কাউয়ারখোপ হাকিম রকিমা উচ্চ বিদ্যালয়	প্রণব বড়ুয়া	০১৮১৮৮৮২৭২৬	
	উখিয়ারঘোনা টিলারপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	স্বপন বড়ুয়া	০১৮১৯৯১৫৩৬৫	
	রামু কেন্দ্রীয় সঃ প্রাঃ বিঃ	সিরাজুল ইসলাম	০১৯১১১৭৪৭৩৪	
	দঃ ফতেখাঁরকুল সঃ প্রাঃ বিঃ	সন্তোষ শর্মা	০১৮৩৪৬৩৪৪১৪	
	মন্ডল পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	আসম আজগর হোসেন	০১৮১৭২২৫৫৬৯	
	পঃ মেরংলোয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	বেবী বড়ুয়া	০১৮১২৭৬৪২৫২	
	জোয়ারিয়ানালা সঃ প্রাঃ বিঃ	আমজাদ হোসেন	০১৭২৪২৬৬০২৬	
	নন্দাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	জয়নাল আবেদীন	০১৮১৩৮০৩২৮০	
	নোনাছড়ি সঃ প্রাঃ বিঃ	আব্দুস ছোবাহান	০১৮১২৩৬৯৫৭২	
	উঃ মিঠাছড়ি সঃ প্রাঃ বিঃ	ফজলুল করিম	০১৮১১৯০০৯৩৮	
	পঃ জোয়ারিয়ানালা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ আনিছুল হক	০১৮১৬২৩৩৫৫৯	
	ঘোনার পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	নজরুল ইসলাম	০১৮১৬২৫২১৩৮	
	জেয়ারিয়া এইচএম হাকিম উচ্চ বিঃ	আজিজুল হক সিকদার	০১৮৭১৩৬৩২২৩২	
	উঃ মিঠাছড়ি হেলথ বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আমিনুর রশিদ	০১৮১৮৭৬৪৯৯৯	
	রাজারকুল সঃ প্রাঃ বিঃ	নন্দিতা দে	০১৮১৮৫৩৩৭৩২	
	হালদারকুল সাইক্লোন সেল্টার	আনোয়ারুল হক	০১৮১১১৩০২৯৮	
	পূর্ব রাজারকুল সাইক্লোন সেল্টার	মোঃ নাছির	০১৮১৬১৩০৪৭৬	
	চেইন্দা সঃ প্রাঃ বিঃ	নুর আহম্মদ কুতুবী	০১৮২৫০২৩৭৯২	
	উমখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ ফরিদুল আলম	০১৮১২৯৮০০৬৯	
	চেইন্দা আদর্শ উচ্চ	মৌছা কলিমুল্লাহ	০১৮১৪২০১৯০১	

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
	বিদ্যালয়			
	গোয়ালিয়াপালং সঃ প্রাঃ বিঃ	হামিদুর রহমান	০১৮১৩৩৮৫৭৪৯	
	পেঁচারদ্বীপ সঃ প্রাঃ বিঃ	মোছাঃ তাহমিনা খাতুন	০১৮২৫৮২০১৬৭	
	দারিয়ারদীঘি সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ জহির উলাহ	০১৮১৫৪৩৮৩৯৯	
	পশ্চিম ধেচুয়াপালং সঃ প্রাঃ বিঃ	জালাল আহমদ	০১৮১৬১১৬১০৩	
	জারাইলতলী সঃ প্রাঃ বিঃ	আব্দুর রহিম (তফসিলদার)	০১৮১৭৭১৯৯২৮	
	মোহম্মদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোস্তফা কামাল	০১৮১৪০০০৪৭৬৭	
	শ্রীমুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	নুরুল আমিন	০১৮১৯৬৩৮৪৯৮	
	পশ্চিম চাকমারকুল সঃ প্রাঃ বিঃ	নুরুল ইসলাম সিকদার	০১৮১৯০৪২৫৪৪	
	উঃ কাহাতিয়া পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	সুনিল কুমার শর্মা	০১৮১৯৯৯৬৮০১	
	ফরিদা রশিদ সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ শফি	০১৮১৬৪৩৭১৪৫	
	নাছিরাপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	তৌহিদুল ইসলাম	০১৮১৪৭৭০৬৯৬	
	বড় ধলীরছড়া হাজী মতিউর রহমান সঃ প্রাঃ বিঃ	হামিদুল করিম	০১৮১৮৯৬৭১০৯	
	উল্টাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	আনোয়ারল হক	০১৮১৫১৪১৫৮৩	
	রশিদনগর নাদেরুজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয়	রমিজ আহম্মদ	০১৮১৬৮০৫৬৬৩	
	ধলীরছড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	ওয়াসিম উদ্দিন ছিদ্দিকি	০১৮২৪৮৫৭৮০০	

৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
স্কুল কাম সেল্টার	৬১টি	সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষক ও চেয়ারম্যান	৬১টি স্কুল কাম সেল্টারে প্রায় ৩৮০০০ জন আশ্রয় নিতে পারে। দীর্ঘ দিন বড় কোন দুর্যোগ না হওয়ায় প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী। টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী মেরামত ও সংস্কার করা প্রয়োজন।
ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	৫টি	চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি	৫টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় ৩৯০০ জন আশ্রয় নিতে পারে। দীর্ঘ দিন বড় কোন দুর্যোগ না হওয়ায়

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
			প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী। টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী মেরামত ও সংস্কার করা প্রয়োজন।
ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	১১টি (৪টি কমপ্লেক্স ভবনসহ)	সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান	বড় ধরণের দুর্যোগ হলে ৪টি হমপ্লেক্স ভবনে গড়ে প্রায় ১০০০-১২০০ লোক আশ্রয় নিতে পারে। অন্যান্য ইউপি অফিস ভবনে সাময়িক আশ্রয় নেয়া যেতে পারে।
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	-	সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	বড় ধরণের দুর্যোগ হলে প্রয়োজনে কোন কোন ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেগুলোতে গড়ে প্রায় ৫০০-৬০০ লোক আশ্রয় নিতে পারে।
মেগাফোন	পাওয়া যায়নি	সিপিপি টিম লিডার ও ইউপি	দীর্ঘ দিন বড় কোন দুর্যোগ না হওয়া সমস্ত সম্পদ ইউনিয়ন পরিষদের তত্বাবধানে সিপিপি ইউনিয়ন টিম লিডারের কাছে রয়েছে। অধিকাংশ ইউনিয়নে লাইফ জ্যাকেট, গামবুট, রেইন কোর্ট, রেডিওসহ প্রায় সব জিনিষই নষ্ট হয়ে গেছে।
লাইফ জ্যাকট		ঐ	
রেইন কোর্ট		ঐ	
বাইসাইকেল		ঐ	
রেডিও		ঐ	
হেলমেট		ঐ	
গামবুট		ঐ	
স্ট্রেচার		ঐ	
সাইরেন		ঐ	
টর্চ লাইট		ঐ	
ইঞ্জিন চালিত বোট/ট্রলার		বোট মালিক	

৪.৬ অর্থায়ন: পরিষদের আয়

নীচে ইউনিয়নভিত্তিক প্রাপ্ত তথ্য/ হিসাব তুলে ধরা হলো: (ইউনিয়ন পরিষদের সচিব কর্তৃক যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে ততটুকু তুলে ধরা হলো)।

(ক) নিজস্ব উৎস

উৎস্য/ ধরণ / ইউনিয়ন	বাৎসরিক আয় (টাকা)							
	বসত বাড়ীর বাৎসরিক ট্যাক্স	ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লইসেন্স)	ইজারা বাবদ (হাট, ঘাট, বাজার, পুকুর, ঘাট, খোয়াড়)	ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস	মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর	সম্পত্তি হতে আয়	ইউপি সাধারণ তহবিল ওয়ারিশ জন্ম ও মৃত্যু সনদ	বিনোদন কর
ঈদগড়	৬৭,০০০	৬৫,০০০	৩৯,৪৩০	১৫৪,২১৫	২১,১৫০	১৮,৭৬১	২২৪১৫০	-

কাউয়ারখোপ	৫০,০০০	২৫,০০০	১৬১০০০	-	৫০০০	৫৭০০০০	৩০০০০	-
খুনিয়াপালং	-	১৫,০০০	৪৫,০০০	-	১৭,০০০	-	-	-
জোয়ারিয়ানালা	১৫০,০০০	৩০০,০০০	৩৬,২০০	-	৬,০০০	-	-	-
কচ্ছপিয়া	১৮০,০০০	৮০,০০০	৪২০০০০	২৫,০০০	৭০০০০	১১১২০০	৫০০০০	১৫০০
দক্ষিণ মিঠাছড়ি	-	১৫০০০	৪০০০০	-	১৫০০০			-
গর্জনিয়া	৫৫০০০০	৩৩০০০০	২০০০০০০	১৬০০০০	১৫০০০০	৩০০০০০	৩৫০০০০	-
রাজারকুল	১০০০০০	১০০০০	-	-	-	-	-	-
চাকমারকুল	৯৪৪০০	৩৬২০০	৭০০০	-	-	-	১৫৮০০	-
রশিদনগর	৪৮০০০	৪২০০০	৪০০০০	-	-	-	-	-
ফতেখাঁরকুল	১২০,০০০	২২৬,০০০	৭৫,৩৫০	-	৭,০০০	-	-	-

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

উৎস্য/ ধরণ / ইউনিয়ন	বাৎসরিক আয় (টাকা)								
	উন্নয়ন খাত: কৃষি:	স্বাস্থ্য ও পয়ঃ নিস্কাশন	রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত	শিক্ষা খাত	সেচ ব্যবস্থা	মূল্যায়ণ ও কর্ম দক্ষতা পুরস্কার	এলজিএসপি	ইউপি বরাদ্দ	রপ্তানী আয়
ঈদগড়	৩১,৯২৫	৯৯,৭৫০	৩১,৭৭,৭২৯	১৭,৮৩,৯২৩	৩৩৮,৮৫২	-	১২৫০০০০	-	-
কাউয়ারখোপ	-	-	-	-	-	-	১১,০০,০০০	-	১০,০০০
খুনিয়াপালং	-	-	-	-			১৭০০০০০	-	-
জোয়ারিয়ানালা	-	-	-	২৪,৩৫০		-	১২,৫০,০০০	-	-
কচ্ছপিয়া	-	-	-	-	-	২৮০,০০০	১১৬৬০০০	১০০০০০০	-
দক্ষিণ মিঠাছড়ি	-	-	-	-	-		১৩,০০,০০০	-	-
গর্জনিয়া	-	-	-	-	-		১২২৩৮৯৪	-	-
রাজারকুল	-	-	-	-	-		১২০০০০০	-	-
চাকমারকুল	-	-	-	-	-	-	৮৫১০০০	-	-
রশিদনগর	-	-	-	-	-	-	৯৫০০০০	-	-
ফতেখাঁরকুল	-	-	-	২৮,০০০	-	-	১৪,৫০,০০০	-	-

- **সংস্থাপন:**

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা:

চেয়ারম্যান (১১জন) প্রতি: সরকারী: ১৪৭৫ এবং পরিষদ থেকে: ১৫২৫/-

এম ইউ পি (১৩২জন) প্রতি: সরকারী: ৯৫০/-,পরিষদ থেকে: ১,২০০/-

সচিব (স্কেল) ১১জন প্রতি: ৫২,০০০

দফাদার (১১টি ইউনিয়ন) প্রতি জন: ২১০০/-

গ্রাম পুলিশ(১১টি ইউনিয়ন) প্রতি জন: ১৯০০/-

ভূমি হস্তান্তর কর ১% ও অন্যান্য:

উৎস্য/ ধরণ / ইউনিয়ন	বাৎসরিক আয় (টাকা)	
	ভূমি হস্তান্তর কর ১%	অনান্য

ঈদগড়	২৪৪,৫০০	
কাউয়ারখোপ	৫৫০০০০	২০০০০
খুনিয়াপালং	১৫০,০০,০০	
জোয়ারিয়ানালা	৬৭০,০০০	
কচ্ছপিয়া	১০০০০০০	৯৮৬২০০
দক্ষিণ মিঠাছড়ি	১০০০০০০	
গর্জনিয়া	৬৯,৭০০	
রাজারকুল	৫৮০০০০	
চাকমারকুল	৫৭৫০০০	
রশিদনগর	৪৫০০০০	
ফতেখাঁরকুল	৮০৮৮০০	

(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে : তথ্য পাওয়া যায়নি ।

(ঘ) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা: তথ্য পাওয়া যায়নি ।

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদকরণ ও পরীক্ষাকরণ

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মোঃ মাসুদ হোসেন	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১৫৪০৭১৩৯
২.	আলহাজ আব্দুল করিম	চেয়ারম্যান, রশিদনগর ইউনিয়ন	০১৮৩৩৮১৭১৩১
৩.	এম, নুরুল কাদের	সচিব, রশিদনগর ইউনিয়ন	০১৮১২৯৪৩৫৫৫
৪.	খন্দকার দেলোয়ার হোসেন	FDSR (NGO)	০১৭১৩৬০১৯৪৭
৫.	রাজ কুমার শীল	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮১৯০৬৫৯৯৫
৬.	মোঃ আলাউদ্দিন	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	

কমিটির কাজ

- ✓ স্বাভিবক সময়ে কমিটি নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও মত বিনিময় অব্যাহত রাখবেন ।
- ✓ নিজেদের কাজের সুবিধার্থে কমিটি একটি কাজের ছক তৈরি করবে ।
- ✓ প্রতি বৎসর এপ্রিল/ মে মাসে বর্তমান পরিকল্পনা পুংখানুপুংখভাবে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে হালনাগাদ পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে । কমিটির সদস্য সচিব এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন ।
- ✓ প্রত্যক্ষ দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনার করে পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে ।

- ✓ প্রতি বৎসর এপ্রিল/ মে মাসে জাতীয় দুর্যোগ দিবসে ব্যবস্থাপনা ব্যুরো নির্দেশনা মত কমপক্ষে একবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর মহড়া অনুষ্ঠান করতে হবে ।
- ✓ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন করতে হবে ।
- ✓ পরিকল্পনা মাফিক কাজ বাস্তবায়ন তদারকি করতে হবে এবং ফিডব্যাক প্রদান করতে হবে ।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মোঃ মাসুদ হোসেন	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১৫৪০৭১৩৯
২.	রাজ কুমার শীল	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮১৯০৬৫৯৯৫
৩.	আলহাজ আব্দুল করিম	চেয়ারম্যান, রশিদনগর ইউনিয়ন	০১৮৩৩৮১৭১৩১
৪.	এম, নুরুল কাদের	সচিব, রশিদনগর ইউনিয়ন	০১৮১২৯৪৩৫৫৫
৫.	সোনিয়া বড়ুয়া	মহিলা সদস্য	০১৮১৯৯৪১৪১৯
৬.	আজগর হোছাইন	প্রধান শিক্ষক	০১৮১৭২২৫৫৬৯
৭.	জনার্দন কর্মকার	এনজিও- ডোকভাঙ্গা	০১৮১৯৯২৮৭৫১
৮.	শামসুল আলম	রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব	০১৮১৮০৬০৩৭৬
৯.	রিয়াজুল আলম	রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব	০১৮১৯৮৯৩৬৩২

কমিটির কাজ

- ✓ পরিকল্পনা মাফিক কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে ।
- ✓ ভলান্টিয়ারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় করতে হবে ।
- ✓ উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে ।
- ✓ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নে কোন সমস্যা হলে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে ।
- ✓ পরিকল্পনা মাফিক কাজের অগ্রগতি যাচাই ও ফিডব্যাক প্রদান করতে হবে ।

পঞ্চম অধ্যায়

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন

খাতসমূহ	বর্ণনা
কৃষি	২০০-২২০ কি:মি: বেগে ঘূর্ণিঝড় হলে জমির প্রায় ৬০% ফসল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। ২০০৭ সালের মতো জোয়ারের পানি হলে জমির প্রায় ৪০% ফসল বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলের কারণে কৃষি জমির প্রায় ৫০% ফসল বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। উৎপাদিত পাকা ধানের প্রায় ৭০% ফসল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রতিবছর পোকার আক্রমণে জমির প্রায় ৫০% ধান নষ্ট হয়ে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির হতে পারে। জমির প্রায় ৫০% ফসল বন্যহাতির আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।
অবকাঠামো	২০০-২২০ কি:মি: বেগে ঘূর্ণিঝড় হলে ৪০% মাটির ও ২০% টিনের বাড়ির ক্ষতি হতে পারে। বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলের কারণে নীচু এলাকার প্রায় ৬০% ঘরবাড়ী নষ্ট হতে পারে। পাহাড়ের পাদদেশে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামগুলোতে পাহাড় ধ্বস হলে ৬০% ঘর বাড়ী সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। কালবৈশাখী হলে উপজেলার ৪০% মাটির বাড়ি ও ২০% টিনের বাড়ী ক্ষতি হতে পারে
যোগাযোগ	১৯৯১ সালের মত ঘূর্ণিঝড় হলে চলাচল উপযোগী রাস্তার যোগাযোগ বিছিন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেতে পারে। অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলের কারণে উপজেলার কাঁচা রাস্তার যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে যেতে পারে।
মানব সম্পদ	বর্ষা মৌসুমে পাহাড় ধ্বস এ পাহাড়ী এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ী বসতিগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে । ১৯৯১ সালের মত ঘূর্ণিঝড় হলে উপজেলার পাহাড়ী এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার ৫০% লোক আহত ও প্রায় ৩০০০ পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে পারে। কাল বৈশাখী হলে ৫% লোকের প্রাণহানি ঘটতে পারে।
পরিবেশ ও গাছ পালা	বৃক্ষ নিধন, লবণাক্ততা, তামাক চাষ, রাসায়নিক সারের ব্যবহারের কারণে ৮০% বনজ সম্পদ নষ্ট হতে পারে এবং পাশাপাশি পরিবেশ বিপর্যয় হতে পারে
মৎস্য	বৃক্ষ নিধন, লবণাক্ততা, তামাক চাষ, রাসায়নিক সারের ব্যবহারের কারণে মাছের প্রজনন ও আবাসস্থল মারাত্মকভাবে ক্ষতির সম্মূখীন হতে পারে। অতিবৃষ্টি, বন্যা, নদী ভাঙ্গন ও পাহাড়ী ঢলের কারণে মৎস চাষ ক্ষতির সম্মূখীন হতে পারে ।
পান	২০০-২২০ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় হলে পাহাড়ী জমির ৬০% পান ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টির ও পাহাড়ী ঢলের কারণে প্রায় ৫০% পানের ক্ষতি হতে পারে। কালবৈশাখী হলে জমির ৩০% পান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রতিবছর পোকার আক্রমণে জমির ৫০% পান নষ্ট হয়ে প্রায় ২০০কোটি টাকার ক্ষতি হতে পারে।
লবণ	২০০-২২০ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় হলে ২০০ একর লবণ মাঠ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

	পাহাড়ী ঢলের কারণে প্রায় ২০০ একর লবণ মাঠ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে ।

৫.২ দ্রুত/আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মোঃ মাসুদ হোসেন	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১৫৪০৭১৩৯
২.	রাজ কুমার শীল	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮১৯০৬৫৯৯৫
৩.	মোঃ শওকত হোসেন	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০১৮৩৪৬৭৯৬৯৭

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মনুহর আলম	দফাদার (চাকমারকুল)	০১৮১১৮৩১৭৯২
২.	আব্দুল মান্নান	দফাদার (ফতেখাঁরকুল)	০১৮২৫১৮৫৯৫৩
৩.	মোঃ শফি	দফাদার (রাজারকুল)	০১৮২০১৮৫০৪৫

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মোঃ মাসুদ হোসেন	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১৫৪০৭১৩৯
২.	রাজ কুমার শীল	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৮১৯০৬৫৯৯৫
৩.	মোঃ শওকত হোসেন	মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০১৮৩৪৬৭৯৬৯৭

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন	মোবাইল
১.	জয়নাল আবেদীন, MUP	৩নং ওয়ার্ড, কচ্ছপিয়া	০১৮১৫১৫৬৪১৫
২.	রমজান আলী, MUP	১নং ওয়ার্ড, রশিদনগর	০১৮১৯৯৯৭০১৯

৩.	মোক্তার আহামেদ, MU P	৪নং ওয়ার্ড, জোয়ারিয়ানালা	০১৮১৯৬২১৮০২

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেক লিষ্ট

রেডিও ও টিভি মারফত আপদ/দুর্যোগের বিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক্রঃ নং-	বিষয়	হ্যাঁ/না
১.	সতর্ক বার্তা প্রচারে নির্বাচিক স্বেচ্ছাসেবকদলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	হ্যাঁ
২.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা দল ঠিক করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৩.	২/৩ দিনের জন্য শুকনো খাবার ও নিরাপদ পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নিচে পুতে রাখার জন্য প্রচার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৪.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৫.	ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষণিক চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৬.	ইউনিয়ন খাদ্যগুদাম/ত্রাণ গুদাম এর প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।	হ্যাঁ
৭.	অন্যান্য	হ্যাঁ

চেক লিষ্ট

প্রতি বছর এপ্রিল-মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নলিখিত ছক পুরণ করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা প্রশাসনে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক্রমিক নং	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে টিক চিহ্ন
১.	প্রতিটি ইউনিয়নের খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য মজুদ আছে	✓
২.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ভ্যাকসিক দেয়া হয়েছে	✓
৩.	১ - ৬ বছরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে	✓
৪.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে	✓
৫.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে	✓
৬.	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ঔষধ ও ওরস্যালাইন মজুদ আছে	
৭.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি ও ঔষধ আছে	
৮.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	✓
৯.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ব্যবহার উপযোগী নলকূপ আছে	
১০.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার উপযোগী ল্যাট্রিন আছে	
১১.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা ঠিক আছে	
১২.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা নিরাপদ ব্যবস্থা আছে	✓
১৩.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ার টেকার উপস্থিত আছে	
১৪.	প্রতিটি আশয়কেন্দ্রে গর্ভবতী মায়েদের দেখা শুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী আছে	

১৫.	গরু-ছাগল হাস মুরগী রাখার জন্য উঁচু স্থান কিংবা কিল্লা নির্ধারণ করা হয়েছে	✓
১৬.	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে	✓
১৭.	কমপক্ষে ২/ ৩ দিনের জন্য শুকনো খাবার, পানীয় জল সংরক্ষণ করার জন্য জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে	✓
১৮.	অন্যান্য	✓

সংযুক্তি ২

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্র:নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
১.	জনাব মোঃ মাসুদ হোসেন	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি	০১৭১৫৪০৭১৩৯
২.	জনাব ফজলুল্লাহ মোহাম্মদ হাসান	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	সদস্য	০১৮১৬৮০৮১৩৮
৩.	জনাব মুসরাত জাহান মুন্নী	ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) উপজেলা পরিষদ	সদস্য	০১৮১৬৭০৫২৫৯
৪.	জনাব ফিরোজ আহমেদ ভূট্টো	চেয়ারম্যান, ঈদগড় ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৮১৯৩৩২৩৪০
৫.	জনাব তৈয়ব উল্লাহ চৌধুরী	চেয়ারম্যান, গর্জনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৮১৮৭০০২৮২
৬.	জনাব নুরুল আমিন কোম্পানী	চেয়ারম্যান, কচ্ছপিয়া ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৮২৫০২৩৭৫৭
৭.	জনাব নুরুল হক	চেয়ারম্যান, কাউয়ারখোপ ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৮১৯৮৯৩৪৩৮
৮.	জনাব সিরাজুল ইসলাম ভূট্টো	ফতেখাঁরকুল ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৮১৯৬২৩৫৯১
৯.	জনাব এম,এম নুরুচ্ছফা	চেয়ারম্যান, জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১১৭৮৩২০৫
১০	জনাব আলহাজ্জ আব্দুর রহিম	চেয়ারম্যান, রাজারকুল ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৮১১৫৮৫০৫৪
১১	জনাব মোঃ সাইফুল আলম	চেয়ারম্যান, দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৮১৯৩৯৯৭৩৮
১২	জনাব আব্দুল মাবুদ	চেয়ারম্যান, খুনিয়াপলং ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৮১৮৬২৬৫০০
১৩	জনাব মুফিদুল আলম	চেয়ারম্যান, চাকমারকুল ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৮১৯০৬৪৬৪৪
১৪	জনাব আবদুল করিম	চেয়ারম্যান, রশিদনগর ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৮৩৩৮১৭১৩১
১৫	জনাব মোঃ আল আমিন	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য	০১৮১৬৬৫৮৫৬৭
১৬	জনাব আকতারুজ্জামান	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য	০৩৪২৫৫৬১১৯
১৭	জনাব রুপেন চাকমা	উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য	০৩৪২৫৫৬০৮২
১৮	জনাব আবুল কালাম	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য	০৩৪২৫৫৬১৬৭
১৯	জনাব মশিউর রহমান	উপজেলা উৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৩২৩১১৮৬
২০	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য	০৩৪২৫৫৬১৫৩
২১	জনাব ছালামত উল্লাহ	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	০৩৪২৫৫৬০২৫
২২	জনাব অরূপ চাকমা	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৮১৯৬৯৭৭৪০
২৩	জনাব ইকবাল হোসেন	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত)	সদস্য	০১৮১৯৫১৯৫৪৪
২৪	জনাব মোঃ শওকত হোসেন	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য	০১৮৩৪৬৭৯৬৯৭
২৫	জনাব আবুল মঞ্জুর	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	সদস্য	০১৭১০১০৮০৯৩
২৬	জনাব বোরহান উদ্দিন	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য	৫৬১৬৩
২৭	জনাব মাহবুবুর রহমান	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৯১১৭৩৪৫৮৭
২৮	জনাব ফরিদুল আলম	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকতা	সদস্য	০১৮১৮১২৯৫২৪
২৯	জনাব জসিম উদ্দিন মোঃ ইউছুপ	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য	০৩৪২৫৫৬১৪১
৩০	জনাব	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পুলিশ)	সদস্য	
৩১	জনাব জাহাঙ্গীর আলম	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য	০১৮১৯৮৯৫৪৯৪
৩২	জনাব	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	সদস্য	

ক্র:নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
৩৩	জনাব খন্দকার দেলোয়ার হোসেন	ক্লিনিক ম্যানেজার, সূর্যের হাসি স্বাস্থ্য ক্লিনিক	সদস্য	০১৭১৩৬০১৯৮৭
৩৪	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	ম্যানেজার, ব্রাক রামু শাখা	সদস্য	০১৭৩০৩৫১২৬৬
৩৫	জনাব নুরুল ইসলাম	সভাপতি, প্রেস ক্লাব	সদস্য	
৩৬	জনাব মোঃ ফেরদৌস	সভাপতি, রামু বনিক সমিতি	সদস্য	
৩৭	জনাব নুরুল হক	সভাপতি, মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটি	সদস্য	
৩৮	জনাব রাজ কুমার শীল	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	০১৮১৯০৬৫৯৯৫

সংযুক্তি ৩

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ইউনিয়নভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা তুলে ধরা হলো:

ঈদগড়

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	মোঃ আলী -গ্রাম পুলিশ	মৃঃ ঠান্ডা মিয়া	১নং ওয়ার্ড	দুর্যোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	০১৮২৪৩০৩৫৪৯
০২	শাহজাহান	হাজী ছৈয়দ নুর	১নং ওয়ার্ড	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	
০৩	আবুল কাশেম	আমির হামজা	১নং ওয়ার্ড	ঐ	
০৪	আবুল হোসন	হাজী নুরুল আলম	১নং ওয়ার্ড	ঐ	
০৫	রশিদ আহম্মদ	মৃঃ উজির আলী	২নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৯৫১৮৭২৩
০৬	দিদারুল ইসলাম	মৃঃ এজাহার মিয়া	২নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৭১৪৩৭৫০৫৮
০৭	ওছিউর রহমান	মোঃ নাজির হোসন	২নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২১৪৫৪৯৯৬
০৮	জসিম উদ্দিন বাবুল	মৌঃ সুলতান আহম্মদ	২নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৪৩৭২৪৯৯৭
০৯	আবুল বশর	মৃঃ আহম্মদ হোসন	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৭৪০৪১৭৮
১০	ছৈয়দ করিম	মৃঃ বশত আলী	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	
১১	আবুল বশর	মোঃ কালু	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	
১২	নাজির হোসন	ইউসুপ আলী	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১১৮০৪৩৭১
১৩	নুরুল কবির	আবুল ফজল	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১২৫৭৪৯২০
১৪	আবু বক্কর সিদ্দিক	মনজুর আলম	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২২৩০১৩৩১
১৫	শাহাব উদ্দিন	মৃঃ মোঃ ইসহাক	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৩৪৪৩১২৫৯
১৬	নুরুল আবছার	ফোরকান আহম্মদ	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৫২৫৮৫৭৭
১৭	নুরুল আমিন	শামসুল আলম	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	
১৮	আমির সুলতান	আহম্মদ হোসন	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	
১৯	সাহাব উদ্দিন	মনির আহম্মদ	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	
২০	জয়নাল আবেদীন	মোঃ হানিফা	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	
২১	নুরুল হুদা	মৃঃ হামিদুর রহমান	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২১৮১৮৪৪৯
২২	আবুল হোসন	হাজী গুরা মিয়া	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৩৬২৭৩৫০
২৩	বাবুল ইব্রাহীম	ফকির মোহম্মদ	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৪৯৯৪৫৬৪
২৪	হামিদুল হক	ছৈয়দ আহম্মদ	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২০২৯৮৬৫৫
২৫	নুর মোহাম্মদ	মৃঃ বশর আলী	৭নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৪৪৬৬২১২
২৬	মফজল আহম্মদ	মোঃ হোসন	৭নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৫২৪৮৫৯৫৮
২৭	আবুল কালাম	ছৈয়দ আলম	৭নং ওয়ার্ড	ঐ	

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
২৮	হাজী ছৈয়দ	মৃঃ জুলু মিয়া	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৩৭২৭১২৭৪
২৯	হাজী আশরুজ্জামান	হাজী অহম্মদ	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	
৩০	ওমর সুলতান	মোঃ বকশী	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	
৩১	রমজান আলী	মৃঃ ফরিদুল আলম	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	
৩২	আমির হামজা	আলী আহম্মদ	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	
৩৩	আহম্মদ ছৈয়দ	মৃঃ আহমত উল্লাহ	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৭৯২৯৫৭০
৩৪	জসিম উদ্দিন	আলী আহম্মদ	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	
৩৫	চিংহ্লামং	মশিভং	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৭৩১৮০২৫২৬
৩৬	মোঃ হোসন	বদরুজ্জামান	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	

কাউয়ারখোপ

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	রফিকুল আলম	আব্দুল খালেক	১নং ওয়ার্ড	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	-
০২	ফরিদুল আলম	রশিদ আহমদ	১নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৩	আবুল কাশেম	মোঃ কালু	১নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৪	আবুল হোসন	আলী আহমদ	১নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৫	আব্দুল মালেক	পিয়ার মোহামদ	১নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৬	আব্দুল খালেক	মোঃ আলী	২নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৭	আয়ুব আলী	মোঃ কাশেম	২নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৮	মোঃ আলম	নজির আহমদ	২নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৯	মোঃ হোসন	মোঃ ইব্রাহীম	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১০	মোস্তাক আহমদ	রশিদ আহমদ	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১১	নুরুল হুদা	সিদ্দিক আহমদ	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১২	ফরিদুল আলম	মৃঃ ফজল করিম	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৩	তাজউদ্দিন	মোঃ মোস্তফা	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৪	আব্দু রহিম	মোঃ সোলেমান	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৫	নুরুল হাকিম	মোঃ শফি সওদাগর	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৬	মোঃ আবদুল্লাহ	সুলতান আহমদ	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৭	নুরুল আমিন	মোঃ হোসন	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৮	নুরুল ইসলাম	সুলতান আহমদ	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৯	নুরুল আলম	গোলাম হোসন	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২০	রমিজ আহমদ	মোঃ কালু	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২১	মঞ্জুর আলম	সিরাজুল ইসলাম	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২২	মোঃ হোসন	আলী আহমদ	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৩	আব্দু শুক্কুর		৭নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৪	হামিদুল্লাহ	ফারুক আহমদ	৭নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৫	আমানুল হক	মৌঃ অফজুলুর রহমান	৭নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৬	দিদারুর আলম	ছিদ্দিক আহমদ	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৭	মোঃ আবদুল্লাহ	নুর আহমদ	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৮	ফারুক	আমির হামজা	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	-

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
২৯	তৈয়বুল্লাহ	আব্দুল হাকিম	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	-
৩০	জামাল উদ্দিন	শহর মিয়া	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	-
৩১	হোছন আহমদ	মৃঃ আমির হোছন	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	-
৩২	সাইফুল ইসলাম	মোঃ হোসন	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	-
৩৩	ওবায়দুর রহমান	মোঃ হোসন	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	-

খুনিয়াপালং

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	আবদু শুক্কুর	রশিদ আহমদ	০১নং ওয়ার্ড	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	০১৮২৮৯০৭৬৬৪
০২	আক্কাসু মিয়া	নুরুল হক	০১নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১২৫৮৬৯৮৩
০৩	জহির উলাহ	মোশারফ আলী	০১নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৫৮৩৫০৭৯২
০৪	ছৈয়দ আলম	মকবুল শরীফ	০২নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৩৯০৮৪৫৬
০৫	আবদু সালাম	মৃঃ সলিম উল্লাহ	০৭নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১২০১৬৬২৩
০৬	কামাল উদ্দিন	মোঃ হোসন	০৮নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৪৩৭২১২৩৮
০৭	মোঃ ইব্রাহীম	বশির আহমদ	০৪নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৭২৬১২৮৬
০৮	জাফর আলম	ঈমাম শরীফ	০৪নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৪৫২২০২৭০
০৯	কহিনুর আক্তার	পিঃ আবু তাহের	০৪নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৩৩৭১৯১৭৫
১০	আবদুল হক	মুক্তার আহমদ	০৪নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৪৬৯৯৩৯১
১১	নুরুল আলম দফাদার	বদিউজ্জামান	০৫নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৩১১০৫৯৪৪
১২	হামিদুল হক	মৃঃ বশির আহম্মদ	০৫নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৫৯৫৮৮৮৫
১৩	সুজন বড়ুয়া	বাবুল বড়ুয়া	০৫নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৯২৫৬৮১০
১৪	মোঃ শফি	মৃঃ বদিউজ্জামান	০৫নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৯৭৭৬৩৯১
১৫	শফিকুর রহমান	মোহামদ উল্লাহ	০৬নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৫১১২৭৪৯৫
১৬	নুরুল ইসলাম	মকবুল আহমদ	০৬নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৯২৭০৯৩৯৬৬
১৭	জাফর আলম	মৃঃ ইব্রাহীম	০৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৮	আবদু সালাম	মৃঃ আবদুল মজিদ	০৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৯	হোসেন আহমদ	মৃঃ আবদু রহমান	০৩নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৮১০৯৫৯১
২০	বেলাল উদ্দিন	আবদু রহমান	০৯নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২০১৯১৬৩৭
২১	নুর আয়েশা	মির আহমদ	০১নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৩৪৫৪২০৩১

জোয়ারিয়ানালা

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	ছিদ্দিক আহমদ	মৃঃ আব্দুল করিম	৭নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১১৬৮১৬০৪
০২	জসিম উদ্দিন	হোসন আলী	১নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৯৩৭১৫৪৫৭৮
০৩	দিল মোহাম্মদ	মৃঃ ঠান্ডা মিয়া	২নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৯২০১২৬২৯৫

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০৪	সিরাজুল হক	আহম্মদ মিয়া	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৪৩৫২৯৭৩৬
০৫	নুরুল আমিন	মমতাজ আহম্মদ	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১২৪৩০৩৬৭
০৬	জিয়া উদ্দিন	আব্দু ছমদ	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৭৬৫৬৯৬২
০৭	নুরুল হুদা	আব্দু ছমদ	৭নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২২২৩৫৪৫৪
০৮	নাজিম উদ্দিন	আলী আহমদ	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৫৩৩৪২২৪
০৯	আবুল কাশেম	মোহাম্মদ হোসন	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৫১৩৮০৯৫
১০	মোঃ আলী	মৃঃ আব্দু রশিদ	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৩৫৮৩৬৫৭০
১১	মনির আহমদ	পিয়ার মোহাম্মদ	২নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৪৭০২৪৯২৫
১২	নজির আলম	কবির আহম্মদ	২নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৯২২৫০৬২৪৮
১৩	আব্দুল আজিজ	নুর হোসন	২নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১১৭৪৪৪৭১
১৪	রমজান আলী	শহর আলী	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২২২৪২৮০২
১৫	মাহাবুবুল আলম	আলী হোসন	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৩৭১৯৮১৫৯
১৬	জমির উল্লাহ	মোহাম্মদ	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৩২৪৭৫৬৩৮
১৭	মোঃ কাশেম	মৃঃ আতর আলী	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৪০৭৪১৮২
১৮	এনামুল হক	ওসিউর রহমান	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৭২২৩৬৩৫
১৯	আব্দু রহিম	সুলতান আহম্মদ	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৭৬২৬৫৪৮
২০	মিজানুর রহমান	কালু মিয়া	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৩১৯০২৩৩৬
২১	ওসমান	সোলেমান	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৭৭৫৯৩২৭
২২	আবু তাহের	মনসুর আলী	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৮৮৮৮৯৯৩
২৩	কালা মিয়া	করম আলী	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৫১২৩৫৬৬৪
২৪	মনজুর আলম	মমতাজ আহমদ	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৬৯৮০৫৬৫
২৫	আলী আহমদ	নুর আহমদ	১নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৯২১৮৬৪৯৪৪
২৬	নুর হোসেন	আলী হোসেন	১নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৯১৮৫০৮১২৩
২৭	সলিমুল হক	সিরাজুল হক	১নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৪০০০৩৯০২
২৮	আজিজুল হক	আব্দুল জব্বার	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৩০৩২৯৩৮০
২৯	আরমান	নাজির হোসন	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৫৫৩৬২৫১২
৩০	কাদের	আব্দু রহমান	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৯৬৫৩৮১২
৩১	ইসলাম	মোঃ হোসন	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৭৭৮১৩৪১
৩২	কাদের	মিয়া হোসন	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৬১৩৩৯৬৮
৩৩	দিলরুবা (অনুরোধে)	ছৈয়দ আহম্মদ	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৫১৩৮০৯৫
৩৪	ফাতেমা বেগম (অনুরোধে)	মৌলভী আজিম মোর্শেদ	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৫১৩৮০৯৫

কচ্ছপিয়া

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	মোহাং ইছমাইল		০১নং ওয়ার্ড		-
০২	ওসমান		০১নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৩	নুরুল আলম		০১নং ওয়ার্ড	ঐ	-

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০৪	মোস্তাক আহামদ		০১নং ওয়ার্ড	ঐ	
০৫	মোক্তার আহামদ		০২নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৬	ছিদ্দিক আহামদ		০২নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৭	ছালামত উল্লাহ		০২নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৮	কবিতা শর্মা		০২নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৯	নাছির উদ্দিন সোহেল		০৩নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১০	ছৈয়দ আহামদ		০৩নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১১	আবুল হাশেম পেঠান		০৩নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১২	জাফর আলম		০৩নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৩	আবু চেহের		০৪নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৪	জেবর মল্লুক		০৪নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৫	মোজাহের মিয়া		০৪নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৬	সুলতান আহামদ		০৪নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৭	মোঃ আবদুল্লাহ		০৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৮	মোঃ ইদ্রিছ		০৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৯	মোঃ ইদ্রিছ		০৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২০	জাফর আলম		০৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২১	ছৈয়দ আহামদ		০৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২২	কলিম উল্লাহ		০৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৩	শফিউল আলম		০৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৪	মোঃ শফি (মাংস ব্যবসায়ী)		০৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৫	মোহাং হাশেম		০৭নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৬	মোহাং ইউনুচ		০৭নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৭	মোক্তার আহামদ		০৭নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৮	মোজাফফর আহামদ		০৭নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৯	আবদুল মন্নান		০৮নং ওয়ার্ড	ঐ	-
৩০	মোহাং ওসমান		০৮নং ওয়ার্ড	ঐ	-
৩১	আমিনুর রশিদ		০৮নং ওয়ার্ড	ঐ	-
৩২	সলিম উল্লাহ		০৮নং ওয়ার্ড	ঐ	-
৩৩	ছৈয়দ নুর		০৯নং ওয়ার্ড	ঐ	-
৩৪	বাহাদুর আলম		০৯নং ওয়ার্ড	ঐ	-
৩৫	হাফেজ আহামদ		০৯নং ওয়ার্ড	ঐ	-

দক্ষিণ মিঠাছড়ি

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	ইসমাইল	সিকদার আহম্মদ	০১নং ওয়ার্ড		০১৮৩০৭৪১০৫৬
০২	রফিক সওদাগর	মোঃ নুর	০১নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৩	মোঃ শফি	মৃঃ জাফর আলম	০১নং ওয়ার্ড	ঐ	-

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০৪	সালাউদ্দিন	মৃঃ জালাল আহম্মদ	০১নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৫	ছাইদুর আকবর	মোঃ হামিদুর রহমান	০১নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৬	আবুল কাশেম কালু	মৃঃ ফজল করিম	০২নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৩১৯৮৯৯৮৬
০৭	শামসুল আলম	মৃঃ আব্দুল কাশেম	০২নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৮	আব্দুল কাদের	আব্দু সালাম	০২নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৯	দিদারুল আলম	ডাঃ মোঃ ইদ্রিস	০২নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১০	আব্দুর হুমায়ন	মৃঃ হাজী মোহাম্মদ আলী	০২নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১১	ফরিদুল আলম	মৃঃ জাবের আহম্মদ	০৩নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৩৬৮৫০১৭
১২	নুরুল আলম	মৃঃ গোলাম বারী	০৩নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৩	ওমর আলী	নুরুল ইসলাম	০৩নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৪	রামপদ	হরিকৃষ্ট	০৩নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৫	ছালামত উল্লাহ	মৃঃ হাবিবুর রহমান	০৩নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৬	সুধাম ধর	মৃঃ দুলাল চন্দ্র ধর	০৪নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৮৯০৬২৭৫
১৭	আবুল ফজল	নুর হুদা	০৪নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৮	নিবেদন ধর	মৃঃ প্রফুল্ল ধর	০৪নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৯	আফসার কামাল	হাফেজ আহম্মদ	০৪নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২০	সজল ধর	মৃঃ মনিন্দ্র ধর	০৪নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২১	মোঃ ইসলাম	মৃঃ লাল মিয়া	০৫নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৫৬৮১৮২৪
২২	মৌঃ হাসেম	নাজির হোসন	০৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৩	মৌঃ ফরিদ	মৃঃ আলী মিয়া	০৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৪	মোঃ মিয়া	মৃঃ ছুরত আলম	০৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৫	ফরিদ আলম	শফিকুর আহম্মদ	০৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৬	কাদের হোসেন	মৃঃ সুলতান আহম্মদ	০৬নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৫৪৯০৩৩৬
২৭	আলী আকবর	মৃঃ এনায়েত আলী	০৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৮	শফিকুল হাসান	মৃঃ লাল মিয়া	০৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৯	জাকির হোসেন	মোঃ শফি	০৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
৩০	ছলিম উল্লাহ	মোঃ হোসন	০৭নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৫১৯৫৪৩২
৩১	ছৈয়দ নুর	মৃঃ মোহাব্বত আলী	০৭নং ওয়ার্ড	ঐ	-
৩২	ছব্বির আহম্মদ	আবুল হোসন	০৭নং ওয়ার্ড	ঐ	-
৩৩	দিল মোহাম্মদ	ছিদ্দিক আহম্মদ	০৮নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৪০৮৭৬৮৩২
৩৪	ফরিদুল আলম		০৯নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৩৩৭১৬২৯৬

গর্জনিয়া

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	নুরুল আজিম গ্রাম পুলিশ		১নং ওয়ার্ড		-
০২	আমানুল হক		১নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৩	আবুল শ্যামা গ্রাম পুলিশ	মৃঃ নুর আহমদ	১নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৪০৬৩২৭৩৮

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০৪	শহিদুল্লাহ	মৃঃ হাবিব আহমদ	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৫	আব্দুল হাকিম	মৃঃ আবু তাহের	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৬	মোক্তার আহমদ	মোজাহের মিয়া	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৭	আক্তার কামাল	ছৈয়দ আলম	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৮	ছৈয়দ আলম	মোঃ ইসলাম	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৯	জসিম	মৃঃ ইসলাম	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১০	জয়নাল আবেদিন	মৃঃ আমিন উল্লাহ	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১১	শামসুল ইসলাম	মৃঃ সুলতান আহমদ	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১২	আব্দুল হামিদ	মৃঃ আশরফ জামান	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৩	নুরুল আলম	সুলতান আহমদ	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৪	নুরুল আলম	মৃঃ ঠান্ডা মিয়া	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৫	আব্দু রহিম	মৃঃ আবু বক্কর	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৬	কবির আহমদ	মৃঃ হাকিম মিয়া	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৭	জকরিয়া	মৃঃ ফজল আহমদ	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৮	ওবায়দুল হক	হাফেজ আহমদ	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৯	আব্দুল গফুর	মৃঃ হাসান জামান	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২০	জাহেদ	মৃঃ ফজল করিম	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২১	ইসমাইল	নুরুল আলম	৭নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২২	নুরুল ইসলাম	সিরাজদুল্লাহ চৌধুরী	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৩	মোঃ ইউসুপ	মোক্তার আহমদ	৭নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৪	ছৈয়ফুল ইসলাম	সুলতান আহমদ	৭নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৫	জায়তুল চন্দ্র নাথ	মৃঃ লবাচন্দ্র নাথ	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৬	ছিদ্দিক আহমদ	মৃঃ আবুল কাশেম	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৭	মোঃ ওসমান	মৃঃ জাফর আলম	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৮	মোঃ আইয়ুব	আব্দুল কাশিম	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৯	শাহ আলম	মৃঃ আশু মিয়া	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	-
৩০	আব্দুল মালেক	মৃঃ আব্দুল মতলব	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	-
৩১	মোকারমা আক্তার	শামসুল আলম	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
৩২	মরিয়ম বেগম	আবুল কাশেম	২নং ওয়ার্ড	ঐ	-
৩৩	নুরুচ্ছফা বেগম এম. ইউপি	জয়নাল আবেদিন	৪,৫,৬নং ওয়ার্ড		-
৩৪	রওশন আক্তার এম. ইউপি	ওমর আলী	১,২,৩নং ওয়ার্ড		-

রাজারকুল

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	অনিল চন্দ্র ধর	-	০১নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৩৪৩১৭১২৪
০২	আবদু জলিল		০১নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৩	পুলক পাল	-	০১নং ওয়ার্ড	ঐ	-

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০৪	মোঃ আব্দুল্লাহ	-	০২নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৪৩৬৬৯৫৮
০৫	আব্দুল মজিদ	-	০২নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৬	নুরুল হক	-	০২নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৭	মোঃ হাশেম	-	০৩নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৪৯৯২৫৩১৭
০৮	নুরুল আজম	-	০৩নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৯	মতুর্জা হাসান মানিক	-	০৩নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১০	আবু সৈয়দ	-	০৪নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৮৪১০৬৩৫
১১	আব্দুল করিম	-	০৪নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১২	নুর মোহাম্মদ	-	০৪নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৩	মোঃ শফি	-	০৫নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২০১৮৫০৪৫
১৪	নুরুল ইসলাম	-	০৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৫	মোঃ নবী বাবুল	-	০৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৬	মোঃ ইউনুচ	-	০৬নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৪৬২৮৪১৫১
১৭	মোঃ ইউনুচ	-	০৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৮	মোঃ বাবুল	-	০৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৯	শামসুল আলম	-	০৭নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৩০৫৭৯৯৫
২০	কামাল উদ্দিন	-	০৭নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২১	হাকিম চৌধুরী	-	০৭নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২২	মহেন্দ্র বড়ুয়া	-	০৮নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৪৩৭২২৭৮৬
২৩	কামাল	-	০৮নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৪	নুরুল আলম	-	০৮নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৫	সুরেশ বড়ুয়া	-	০৯নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২০৯৩১৬৪৩
২৬	বিপন বড়ুয়া	-	০৯নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৭	রিটন বড়ুয়া	-	০৯নং ওয়ার্ড	ঐ	

চাকমারকুল

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	আহমদ সৈয়দ ফরমান	মৌঃ সৈয়দ আকবর	০১	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	০১৮১৫১৪৩০০১
০২	সালাউদ্দিন	সলিমুল্লাহ	০১	ঐ	-
০৩	আনছার উল্লাহ	মোহেছেনউল হক	০১	ঐ	-
০৪	মোঃ শহিদুল্লাহ	মোঃ ইউনুছ	০২	ঐ	-
০৫	জাহাঙ্গীর আলম	মৃঃ মোঃ মোহসিন	০২	ঐ	-
০৬	মোঃ ইমরান	আনোয়ারুল হক	০২	ঐ	-
০৭	সাদ্দাম হোসেন	মোহিবুল হক	০২	ঐ	-
০৮	মোঃ শাহজাহান	আতর আলী	০২	ঐ	-
০৯	হাবিবা আক্তার	মৃঃ মোস্তাফিজুর রহমান	০৩	ঐ	০১৮৩২৪৬৫৩৭৯
১০	জাকেরুল হক	ছানাউল্লাহ	০৩	ঐ	-
১১	রুপিয়া আক্তার	ওয়াজেদ আলী	০১	ঐ	০১৮১৫৪৩৮৮২০
১২	আরিফুল ইসলাম	হাফেজ আহম্মদ	০৩	ঐ	-

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
১৩	ছালমা আক্তার	ফরিদুল আলম	০২	ঐ	-
১৪	জাহেদুল হক	আব্দুল মান্নান	০৩	ঐ	-
১৫	শফিক আহমদ	জেবর মল্লুক	০১	ঐ	-
১৬	নজির হোসেন	আব্দুল কাদের	০৬	ঐ	-
১৭	জহিরুল ইসলাম	মৃঃ হাবিবুর রহমান	০২	ঐ	-
১৮	মকতুল হোসন	মৃঃ ইসমাইল	০৩	ঐ	-
১৯	সুজিত মল্লিক	মৃঃ উমেশ চন্দ্র মল্লিক	০৪	ঐ	-
২০	মনির আহমদ	মৃঃ আব্দুল মতলব	০৫	ঐ	-
২১	শামসুল আলম	মৃঃ গোলাম আকবর	০৯	ঐ	-
২২	হাছিনা আক্তার	আব্দুর শুক্কুর	০৪	ঐ	-
২৩	রাশেদা বেগম	মৃঃ মৌলভী হাবিব আহমদ	০৫	ঐ	-
২৪	ফরিদুল আলম	মৃঃ নুরুল ইসলাম	০৭	ঐ	০১৮১৫৫১৯৩৬১
২৫	মোঃ করিম উল্লাহ	মৃঃ শামসুল আলম	০৭	ঐ	০১৮৩৪১৬৩৩৮৬
২৬	নবী হোসন	আব্দুর রশিদ	০৭	ঐ	০১৮১৭৫৮৭৩০৭
২৭	হাফেজ আহমদ	মৃঃ আজিজুর রহমান	০৭	ঐ	০১৮৩৭১৯৩৬৩৪
২৮	মাহবুব আলম	বদরুজ্জামান	০৭	ঐ	০১৮৩৯০৩৬৫৬২
২৯	মনির আহমদ	কবির আহমদ	০৭	ঐ	০১৮৩২৯৭৪৭৬৫
৩০	তফুরা বেগম	মনহর আলম	০৭	ঐ	-
৩১	হুমাইরা আক্তার	নুরুল আলম	০৭	ঐ	০১৮২৫৩৯৭৯৬৬
৩২	দিল আফরোজ	মৃঃ ছৈয়দ আকবর	০৭	ঐ	-
৩৩	হাছিনা আক্তার	হামিদুল হক	০৮	ঐ	-
৩৪	কুলসুমা বেগম	কামাল	০৯	ঐ	-

রশিদনগর

ক্রঃ নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	সোলেমান	আব্দু শুক্কুর	৬নং ওয়ার্ড	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	০১৮১৫৬৭৫২৬১
০২	মোঃ হোসন	মৃঃ আব্দুল হাকিম	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১২৪২৭৮৪৮
০৩	মোঃ ছাদু	মৃঃ আব্দুল মজিদ	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৫৩৩৫৬৭৬
০৪	মোঃ আনোয়ার	মৃঃ শফি আলম	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২২৮৪৯১৪৬
০৫	কালা মিয়া	মৃঃ এজাহার মিয়া	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৩১৫০৮৯০২
০৬	হারুন রশিদ	কালা মিয়া	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৭	নুরুল হক	আজিজুর রহমান	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৮	মোঃ হোসন	মৃঃ এজাহার মিয়া	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৯	আমির হোসন	এজাহার মিয়া	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১০	ছৈয়দ নুর	এজাহার মিয়া	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৪৮৩৩৪৩৮
১১	নুরুল আমিন	মৃঃ কালা মিয়া	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১২	মোঃ হামিদুর	ছৈয়দ নুর	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৫১৬২৫৪২

ক্রঃ নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
১৩	মোঃ সলিম	মমতাজ আহম্মদ	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৫৬৩৮০৭৬
১৪	জাফর আলম	মৃঃ এজাহার মিয়া	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৫৫৪৬২৬৬
১৫	মোঃ জসিম উদ্দিন	মৃঃ মির আহম্মদ	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২১৪৫৭০০০
১৬	আব্দু রহিম বাবুল	ফরিদ আহম্মদ	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৮৯৬৪৫৩১
১৭	সাজ্জাদ ইসলাম	সিরাজুল ইসলাম	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৫৫৪০৫৭৯
১৮	মোঃ হোসন	মোঃ কালু	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৩৩৭১৮৫৪৫
১৯	সুলতান আহম্মদ	আব্দু রশিদ	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৫৬৪৯৬৬২
২০	জাহাঙ্গীর আলম	ছৈয়দ আহম্মদ	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২২২৫৬১৯৫
২১	মিজানুর রহমান	মকবুল আহম্মদ	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২২	নজরুল ইসলাম	ছুরত আলম	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৩৩২৭৯৬১১
২৩	কালা মিয়া	মকতুল হোসন	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৪৬৭৭৪২২
২৪	কামাল উদ্দিন	হাকিম আলী	৭নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৩৮৩৬৮৬৭১
২৫	রাজ্জাক	আমির হোসন	৭নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২১৪৩১২৬৪
২৬	মোঃ হাসান	সিকান্দর	৭নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৩০৭৩৯০৮৯
২৭	মুছা করিম	মোজাম্মেল	৭নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৪০৮৭৭৬৪
২৮	আব্দু সাত্তার	মৃঃ আবু শামা	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৫১১৯১৬২
২৯	নুর আহম্মদ	মৃঃ সোনালী	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৪৮১৩০২৩৬
৩০	আছিয়া খাতুন	ছিদ্দিক আহম্মদ	২নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৩৩২৭৯৬১৯
৩১	মিনুয়ারা বেগম	ফারুক	২নং ওয়ার্ড	ঐ	ঐ

ফতেখাঁরকুল

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	আবদু সালাম	মৃঃ সুলতান আহমদ	১নং ওয়ার্ড	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	-
০২	জাফর আলম	মৌঃ কালু সওদাগর	১নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৩	মোঃ ইলিয়াছ	মৃঃ সুলতান আহম্মদ	১নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৪	ফারবিন্দু বড়ুয়া	মৃঃ বিরেন্দ্রলাল বড়ুয়া	২নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৫	ফখরুল হাসান	মৃঃ মৌঃ আহমদ হোসেন	২নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৬	মোস্তফা হাসান শাহীন	মৃঃ আজিজুল ইসলাম	২নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৭	জাকের আহম্মদ	মৃঃ আব্দুল গণি	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৮	আবু তাহের	-	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	-
০৯	ছৈয়দ কাশেম	-	৩নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১০	রমজান আলী	-	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১১	আবু বক্কর	মৃঃ আবুল কাশেম	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১২	মোঃ জোনাইদ	রশিদ আহম্মদ	৪নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৩	বিমল বড়ুয়া	মিলন বড়ুয়া	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৪	মনির আহমদ	ছিদ্দিক আহমদ	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৫	রাজু বড়ুয়া	প্রিয়দর্শী বড়ুয়া	৫নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৬	মনোয়ার হোসেন	মৌঃ মোজাম্মেল হক	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৭	এবাদুল হক	আশরফ জামান	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-
১৮	হামিদুল হক	নুরুল কাদের	৬নং ওয়ার্ড	ঐ	-

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
১৯	সুরেশ বড়ুয়া	সুখেন্দ্র বড়ুয়া	৭নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২০	মৃনাল বড়ুয়া		৭নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২১	ইমন বড়ুয়া	অরবিন্দু বড়ুয়া	৭নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২২	হেলাল উদ্দিন	ফজল করিম	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৩	দিদারুল আলম	এনামুল হক	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৪	আব্দুল মালেক	হাফেজ আহমদ	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৫	আমির হোসেন	মোঃ হোসেন	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৬	নবী হোসেন	আব্দুল হাকিম	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	-
২৭	আবুল হোসন	-	৯নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৫৬৫৩৯৪৬
২৮	আব্দুল মান্নান	-	১নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৫১৮৫৯৫৩
২৯	মোঃ ইসলাম	-	১নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২১৫৭৬০৬৬
৩০	রমজান আলী		৪নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮২৫৭০৮৪০৪
৩১	হেমলা বড়ুয়া	-	৭নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১২৬০৯৮২৭
৩২	মোঃ আলী	-	২নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১৮০১৯৭২০
৩৩	নুরুল আলম	-	৮নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮৪০৮৮৩৭৫৩
৩৪	সুমন বড়ুয়া	-	৭নং ওয়ার্ড	ঐ	০১৮১২৬০৯৮২৭

সংযুক্তি ৪

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

মাটির কিল্লা

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
নাই			

স্কুল কাম শেল্টার

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
হাসনাকাটা সঃ প্রাঃ বিঃ	গৌরাঙ্গ শর্মা	০১৮১৩০৩৮১৭৫	
বড়বিল সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আব্দুল লতিফ	০১৮২২৩৩৫০২১	
ঈদগড় সঃ প্রাঃ বিঃ	বদরুদোজা	০১৭২১১৬১৫৭৭	
করলিয়ামুড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	নুরুল আমিন	০১৮১৫১৯৩৬৪৬	
থোয়াংগাকাটা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ কামাল	০১৮১৮৫৮১৯৫	
বড়বিল সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আলী	০১৮৩৭৮৮১৬১৮	
জুমছড়ি সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ ফয়জুল্লাহ	০১৮১১২৭৪৮৮১	
পোয়াংখেরখিল সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আজিজ	০১৮১১২৬৯৯৭০	
জাউচ পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আলী	০১৮১৭৫১৫৯১০	
মাঝিরকাটা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ ইউনুচ	০১৮১১১০৪২৮৯	
ইউপি ভবন	তৈয়ব উল্লাহ চৌধুরী	০১৮১৮৭০০২৮৮	

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
দোছড়ি সঃ প্রাঃ বিঃ	শাহ আলম	০১৮১৮১২৯৪৫৩	
গর্জনিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	মুজিবুর রহমান	০১৮১৫৮১৬০৮২	
ফাক্রীকাটা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ ইসহাক	০১৮১১১৯৮৪১৬	
সুখমনিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	সবুজ শর্মা	০১৮১৪৪৭৩৩৪৩	
মনিরঝিল সঃ প্রাঃ বিঃ	নুর মোহামদ	০১৮১৫১৩১২২০	
কাউয়ারখোপ মডেল সঃ প্রাঃ বিঃ	তাজউদ্দিন	০১৮১৮৫১১৩৬৩	
লর্ড উখিয়ারঘোনা বেসঃ কমিউনিটি প্রাঃ বিঃ	শাপলা বড়ুয়া	০১৮১৩৮০৩২৩০	
দঃ ফতেখাঁরকুল সঃ প্রাঃ বিঃ	সন্তোষ শর্মা	০১৮৩৪৬৩৪৪১৪	
রামু কেন্দ্রীয় সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	সিরাজুল ইসলাম সেলিম	০১৯১১১৭৪৭৩৪	
লম্বরী পাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মিজানুর রহমান	০১৮১২৪২৫৯৩১	
মন্ডল পাড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	আসম আজগর হোসাইন	০১৮১৭২২৫৫৬৯	
পঃ মেরংলোয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যায়	বেবী বড়ুয়া	০১৮১২৭৬৪২৫২	
জোয়ারিয়ানালা সঃ প্রাঃ বিঃ	আমজাদ হোসেন	০১৭২৪২৬৬০২৬	
নন্দাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	জয়নাল আবেদীন	০১৮১৩৮০৩২৮০	
নোনাছড়ি সঃ প্রাঃ বিঃ	আব্দুস ছোবাহান	০১৮১২৩৬৯৫৭২	
উঃ মিঠাছড়ি সঃ প্রাঃ বিঃ	ফজলুল করিম	০১৮১১৯০০৯৩৮	
পঃ জোয়ারিয়ানালা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ আনিছুল হক	০১৮১৬২৩৩৫৫৯	
ঘোনার পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	নজরুল ইসলাম	০১৮১৬২৫২১৩৮	
রাজারকুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	নন্দিতা দে	০১৮১৮৫৩৩৭৩২	
হালদারকুল সাইক্লোন সেল্টার	আনোয়ারুল হক	০১৮১১১৩০২৯৮	
পূর্ব রাজারকুল সাইক্লোন সেল্টার	মোঃ নাছির	০১৮১৬১৩০৪৭৬	
চেইন্দা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	নুর আহাম্মদ কুতুবী	০১৮২৫০২৩৭৯২	
উমখালী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ ফরিদুল আলম	০১৮১২৯৮০০৬৯	
চেইন্দা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়	মোছা কলিম উল্লাহ	০১৮১৪২০১৯০১	
গোয়ালিয়াপালং সঃ প্রাঃ বিঃ	হামিদুর রহমান	০১৮১৩৩৮৫৭৪৯	
পেঁচারদ্বীপ সঃ প্রাঃ বিঃ	মোছাঃ তাহমিনা খাতুন	০১৮২৫৮২০১৬৭	
দারিয়ারদীঘি সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ জহির উল্লাহ	০১৮১৫৪৩৮৩৯৯	
পশ্চিম ধেচুয়াপালং সঃ প্রাঃ বিঃ	জালাল আহমদ	০১৮১৬১১৬১০৩	
জারাইলতলী সঃ প্রাঃ বিঃ	আব্দুর রহিম	০১৮১৭৭১৯৯২৮	
পূর্ব মোহম্মদপুরা সঃ প্রাঃ বিঃ	মোস্তফা কামাল	০১৮৪০০০৪৭৬৭	
শ্রীমুড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	নুরুল আমিন	০১৮১৯৬৩৮৪৯৮	
পশ্চিম চাকমারকুল সঃ প্রাঃ বিঃ	নুরুল ইসলাম সিকদার	০১৮১৯০৪০৫৪৪	
উঃ কাহাতিয়া পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	সুনিল কুমার শর্মা	০১৮১৯৯৯৬৮০১	
ফরিদা রশিদ সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ শফি	০১৮১৬৪৩৭১৪৫	
নাছিরাপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	তৌহিদুল ইসলাম	০১৮১৪৭৭০৬৯৬	
বড় ধলীরছড়া হাজী মতিউর রহমান সঃ প্রাঃ বিঃ	হামিদুল করিম	০১৮১৮৯৬৭১০৯	
উল্টাখালী সঃ প্রাঃ বিঃ	আনোয়ারুল হক	০১৮১৫১৪১৫৮৩	
ধলীরছড়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	ওয়াসিম উদ্দিন ছিদ্দিকি	০১৮২৪৮৫৭৮০০	

সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
ঈদগড় এমবি উচ্চ বিদ্যালয়	মতিলাল	০১৭১৪৬২২১০৪	
বদরমোকারম ফেরদৌসিয়া দাখিল মাদ্রাসা	মৌঃ সিরাজুল ইসলাম	০১৮২২৩২৪২৭৭	
ইউপি ভবন	ফিরোজ আহম্মদ ভূট্টো	০১৮১৯৩৩২৩৪০	
বড়বিল সঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আলী	০১৮৩৭৮৮১৬১৮	
ক্যজরবিল সঃ প্রাঃ বিঃ	ওবায়দুল হক	০১৮১৫৪৭১৩০৫	
গর্জনিয়া হাকিমিয়া উচ্চ বিঃ	মনিরুল আলম	০১৮১৬৭৬৪০৪৮	
কচ্ছপিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ	নুরুল আমিন	০১৮১৩৯৭২৬৭৭	
কচ্ছপিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	অনিল চন্দ্র দাশ	০১৮২৩৯১৩২০৭	
ষ্টারপার্ক কমিউনিটি সেল্টার	মফিদুল আলম		
তিতার পাড়া কমিউনিটি সেল্টার	বদিউল আলম	০১৮১২৯৪৩৫২৩	
কচ্ছপিয়া ডাকবাংলো	আবছার (মাষ্টার)	০১৮২০৫২৫৩৬৫	
কাউয়ারখোপ হাকিম রকিমা উচ্চ বিঃ	প্রণব বড়ুয়া	০১৮১৮৮৮২৭২৬	
উখিয়া সওদাগর পাড়া স্যাটেলাইট প্রাঃ বিঃ	মনি বড়ুয়া	০১৮৫৫৬৭৬৭০৭	
লর্ড উখিয়ারঘোনা বেঃ প্রাঃ বিঃ	শাপলা বড়ুয়া	০১৮১৩৮০৩২৩০	
মইশকুম আলহাজ ওসমান সরওয়ার আলম চৌঃ বেঃ প্রাঃ বিঃ	আবুল কালাম	০১৮১৮১৪২১২৪	
উখিয়ারঘানা টিলাপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	স্বপন বড়ুয়া	০১৮৯৯১৫৩৬৫	
রামু ডিগ্রী কলেজ	আব্দুল হক (ডাক্তার)	০১৮৪৫১০১৬৭৭	
রামু গালর্স উচ্চ বিদ্যালয়	ছৈয়দ করিম	০১৮১৮৫১০২২৮	
রামু খিজারি আদর্শ উচ্চ বিঃ	নুর আহম্মদ	০১৮১৮০৪৯১৪৮	
জোয়ারিয়ানালা এইচ এম হাকিম উচ্চ বিঃ	আজিজুল হক সিকদার	০১৮৭১৩৬৩২২৩২	
উঃ মিঠাছড়ি হেলথ বেঃ প্রাঃ বিঃ	মোঃ আমিনুর রশিদ	০১৮১৮৭৬৪৯৯৯	
রাজারকুল কমিউনিটি ক্লিনিক	প্রিয়াংকা দাশ	০১৮৬৮৭০৬৭৪	
রাজারকুর ইসলামিয়া বালিকা মাদ্রাসা	তৌহিদুল ইসলাম	০১৮১১৭৪৪৩৮৪	
দঃ মিঠাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ শাহ আলম	০১৮১৬৩৫৬৫৭২	
পানের ছড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	মমতাজ উদ্দিন আহম্মদ	০১৮১৭৭৭১৯৬৫	
দঃ মিঠাছড়ি সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	নিহার কান্তি চক্রবর্তী	০১৮১৫১৫৬৪১১	
জারাইলতলী উচ্চ বিদ্যালয়	নুরুল আমিন	০১৮১৯৬৩৮৪৯৮	
রশিদনগর নাদেরুজ্জাম উচ্চ বিঃ	রমিজ আহম্মদ	০১৮১৬৮০৫৬৬৩	
আজিজিয়া এবতেদায়ি মাদ্রাসা	নুর মোহাম্মদ	০১৮১৯৯৩২৩৩৫	

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
নাই			

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
ঈদগড় স্বাস্থ্য ও পরিবার কেন্দ্র	ডাঃ আব্দুল ছালাম	০১৮১১৬০০০৭২	
বড়বিল কমিউনিটি ক্লিনিক	রেজাউল করিম	০১৮১৪২০৩৪৭২	
ছগিরাকাটা কমিউনিটি ক্লিনিক	গৌরসেবক শর্মা	০১৮১৪২০৩০৬২	
মাঝিরকাটা কমিউনিটি ক্লিনিক	কামরুন্নাহার পপি	০১৮১৫০৯৩৬০৯	
থিমছড়ি কমিউনিটি ক্লিনিক	ইছমত আরা বেগম	০১৮১২৬৬৫৫৬০	
ইউনিয়ন উপঃ স্বাস্থ্যকেন্দ্র	ডাঃ আহসান উদ্দিন রুবেল	০১৮১৮১১৮৩৮৩	
	উত্তম শর্মা	০১৮১১৯৮৬৮৭১	
কচ্ছপিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র	ডাঃ মিজানুর রহমান	০১৮২৩৯৭২৭৩০	
	নুরুল আমিন কোম্পানী	০১৮২৫০২৩৭৫৭	
তিতার পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	রোজিনা বেগম	০১৮১২৪৩১১১৩	
হাজীর পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	শামিমা আক্তার	০১৮১৮৫১৬৫৬৯	
ইউনিয়ন উপঃ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	শ্যামলী দাশ	০১৮১৭৭৪৪৯৮৩	
কাউয়ারখোপ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র	ডাঃ মবিনুল হক	০১৮১৭৭৩৯৮৪৬	
মধ্য মনিরঝিল কমিউনিটি ক্লিনিক	ডাঃ সুলতান আহমদ	০১৮১৮২৩২৮১৩	
টিলাপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	সৈয়দ নুর	০১৮১৪৪৮১৪৪৯	
অফিসের চর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	লক্ষী চৌধুরী	০১৮১৫৫০৮৪৩০	
ফতেখাঁরকুল পূর্ব দিক কমিউনিটি ক্লিনিক	রিনা বড়ুয়া	০১৮২০০৯৬১৫৩	
তেচ্ছিপুল কমিউনিটি ক্লিনিক	নিশাত পারভীন	০১৭১৭৮০৪৭২৭	
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	অর্চনা পাল	০১৮১৮১৫৭৩৪০	
ভরাছড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	কুমকুম বড়ুয়া	০১৮৩৫২৯৫৫২৪	
নন্দাখালী কমিউনিটি ক্লিনিক	সেলিনা আফরোজা	০১৮১৫৩৬৭৫৭৪	
রাজারকুল কমিউনিটি ক্লিনিক	প্রিয়াংকা দাশ	০১৮৬৮৭০৬৭৪	
	মোঃ এনামুল হক	০১৮৪৫২২৫০৩৭	
	শিলু পাল	০১৮১৬৮৬১৪৮৬	
	নুরুল হক	০১৮১৯৫৪৭৮৪২	
সিকদার পাড়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	আরতি চক্রবর্তী	০১৫৫৬৭৭৯৯১৫	
ফকিরামুড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মঞ্জু দাশ	০১৮১৪৮১৩৫৭৩	
উমখালী গণি সওদাগর পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	কুলসুমা আক্তার ছিদ্দিকা	০১৮৪৩১৭২২২৯	
মা ও শিশু হাসপাতাল	ডাঃ নির্ণয় বিশ্বাস	০১৮২৪৬৭৫৫৫৬	
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	আমানত উলাহ	০১৮২৩৯৬৭৯২৮	
দারিয়ারদিঘী কমিউনিটি ক্লিনিক	শফি আলম	০১৮১৩৯৪৬৩০২	
পূর্ব ঢেচুয়াপালং কমিউনিটি ক্লিনিক	কল্যাণ বাবু	০১৮১৫৬৭২৮২০	
রাবেতা আল ফুয়াদ হাসপাতাল	ডাঃ রহিমুল্লাহ		
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	শাহেদা বেগম	০১৮১৭০০০৮৮১	
	মোস্তফা কামাল	০১৮৪০০০৪৭৬৭	
	বিনমে	০১৮১৮৫৪০০৭০	
মিয়াজী পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	প্রভা দত্ত	০১৮১৮৭৭২৮০৩	
পূর্ব মোহাম্মদপুরা কমিউনিটি ক্লিনিক	খালেদা বেগম	০১৮১৪২৯৬৩১১	
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	ইছমত আরা বেগম	০১৮১৫৩৩৫৯৩০৬	
পানিরছড়া লামার পাড়া কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক	সাইদা জামান শাফি	০১৮১৪৩৬৯৪০৮	

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
সিকদার পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	নুরুল আমিন	০১৮২৯৬৩৩৫৫১	

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

ফায়ার স্টেশনের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
নাই			

ইঞ্জিন চালিত নৌকা

ইউনিয়ন/ওয়ার্ডেরনাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
কচ্ছপিয়া-৮নং ওয়ার্ড	সায়ফুল্লাহ মোঃ সুলতান	০১৭৩০১৭৮১৩৭	

স্থানীয় ব্যবসায়ী

উপজেলা/ইউনিয়নের নাম	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল	মন্তব্য
ফতেখাঁরকুল	গিয়াসউদ্দিন কোম্পানী	০১৮১৯৩৬৬৭৮৫	পরবর্তীতে যোগাযোগ সাপেক্ষে নতুন নাম সংযুক্ত করা হবে।
চাকমারকুল	নুরুল হক কোম্পানী	০১৯১৩২৪৩৪৯৮	

সংযুক্তি ৫

এক নজরে উপজেলা/জেলা

আয়তন	২৩৮.৩৯ বর্গ কি: মি:		ঈদগাঁহ্	১১টি
ইউনিয়ন/উপজেলা	১১টি		ব্যাংক	৭টি
মৌজা	৩৫টি		পোস্ট অফিস	৮টি
গ্রাম	৪০২টি		ক্লাব	২৫টি
মোট ঘরের সংখ্যা (পাকা, আধাপাকা, বাঁশ, ছনের ছাউনি ঘর)	৪৮৫৫৪টি		হাট বাজার	২৫টি
মোট জনসংখ্যা	২৬৫৬৪০ জন		কবরস্থান	২৮৫টি
পুরুষ	১৩৫৪১০ জন		শ্মশান ঘাট (হিন্দু+বৌদ্ধ)	৪১টি
মহিলা	১৩০৬৪০ জন		গভীর নলকূপ	৩৫২টি
পরিবার	৪৭৯১৪টি		অগভীর নলকূপ	৭৪০টি
সরকারী প্রাথ: বিদ্যালয়	৭৫টি		হস্ত চালিত নলকূপ	২২২৪০টি
বেঃ প্রাথ: বিদ্যালয়	৬টি		শ্যালো মেশিন	১২০টি
রেজিঃ প্রাথ: বিদ্যালয়	৩টি		মসজিদ	৪৯৩টি
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৬টি		মন্দির	৩২টি
কলেজ	২টি		ক্যাং	১৭টি
মাদ্রাসা	১৮টি		নদী	৫টি
কিন্টার গার্ডেন স্কুল	১৪টি		খাল	২৮টি
টিচিং ইনষ্টিটিউট	১টি		বিল	১৬২টি
এতিম খানা	১৮টি		হাওড়	-
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১টি		পুকুর	১১৭৪টি
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১০টি		জলাশয়	-

কমিউনিটি ক্লিনিক	১৯টি		কাঁচা রাস্তা	৫৪৩.৫ কি:মি:
বাঁধ	৪১টি		পাকা রাস্তা	৯৭.৫ কি:মি:
স্লুইচ গেট	১০টি		HBB রাস্তা	২১৬.৫ কি:মি:
ব্রীজ	১৭৩টি		মোবাইল টাওয়ার	৩৯টি
কালভার্ট	৩৭৬টি		খেলার মাঠ	১৬টি

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রতিদিন	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

*** সন্ধ্যা ৬.৫০মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।**

কমিউনিটি রেডিও এর প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	অবস্থান	সময়	বার
রেডিও নাফ, এ্যালায়েন্স ফর কোঅপারেশন এ্যন্ড লিগ্যাল এইড ইন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত	সমাজের কল্যাণার্থে নির্দিষ্ট সমাজ ভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে সম্প্রচার ব্যবস্থা	টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার জেলা		

• উপসংহারঃ

কর্মপরিকল্পনাটি প্রণয়নে রামু উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং এলাকায় বসবাসকারী স্থানীয় জনগণ সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। তাদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম এই পরিকল্পনা প্রণয়নে যথার্থ অবদান রেখেছে। জনগণের দেয়া সকল তথ্য, তত্ত্ব ও ধারণাকে ধারণ করে উপজেলার 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন' বিষয়ক প্রতিবেদনটি সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিকল্পনাটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে দুর্যোগে স্থানীয় ঝুঁকিসমূহ হ্রাস পাবে এবং অনেকাংশে জনগণের জীবন ও সহায় সম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতির পরিমান কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্রঃ

মহেশখালী উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা নির্বাচন অফিস, উপজেলা কৃষি অফিস, উপজেলা পশু সম্পদ বিভাগ, উপজেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা জন স্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, উপজেলা প্রকৌশল অফিস, উপজেলা পিআইও অফিস, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কক্সবাজার জেলা আবহাওয়া অফিস, সিপিসি, কর্মরত এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং এলাকায় দীর্ঘদিন বসবাসকারী প্রবীণ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও এফজিডি।

কম্প্রেহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি-২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়